অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত
মাসআলা-মাসায়েল

সম্পাদনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
সম্পাদনা পরিষদ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫৪
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩৯৮
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-1076-7
প্রকাশকাল
মে ২০০৬
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩
রবিউস-সানী ১৪২৭
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
প্রুফ সংশোধন
মোঃ আজিজুল কাইয়ুম
বর্ণ সংযোজন
আসমা কম্পিউটার্স
৫০২, পূর্ব কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
প্রচ্ছদ
গিয়াসউদ্দীন খসরু
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা

OPORADH O SHASTI SONKRANTO MASALA-MASAIL (Propositions of Crime and Punishment) : Compiled and edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

Web site : www.islamicfoundation-bd.org. May 2006
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 35.00; US Dollar : 1.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

হুদূদ-সুনির্দিষ্ট অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি	১১
সংজ্ঞা ও পরিচয়	১১
হদ্দ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও তাৎপর্য	১১
হদ্দ-এর রুকন ও শর্ত	১২
হদ্দ কার্যকর করার অধিকার	১২
নির্বাসন	১৩
হদ্দ ও নির্বাসনের পার্থক্য	১৩
হদ্দ কার্যকর না করার সুপারিশ	১৩
হদ্দের প্রকারভেদ	১৪
হদ্দযোগ্য অপরাধের প্রকারভেদ	১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যিনা-ব্যভিচার	১৫
যিনার সংজ্ঞা ও পরিচিতি	১৫
যিনার অপকারিতা	১৫
যে অবস্থায় যিনা সাব্যস্ত হয়	১৬
যিনার হদ্দ কার্যকর করার শর্ত	২০
যিনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষীর সংখ্যা	২১
যিনার শাস্তি ও তা কার্যকর করার পদ্ধতি	২২
যে যৌনাচারে হদ্দ ওয়াজিব হয় এবং যাতে হদ্দ ওয়াজিব হয় না	২৪
যিনার সাক্ষ্য দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করা	২৬
সাক্ষীদের সাক্ষ্যে মতানৈক্য	২৮
বিচারকের জন্য যিনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি	২৯
যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে মুহসিনের সংজ্ঞা ও তার উপর হদ্দ কার্যকর করার পদ্ধতি	৩০
সাক্ষী থেকে শুনে সাক্ষী প্রদান করা	৩১
দোররার শাস্তিযোগ্য বিভিন্ন অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের পদ্ধতি	৩১
যিনার অপরাধে যার উপর হদ্দ কার্যকর হয় না	৩২

www.pathagar.com

যিনার অপরাধে যার উপর হদ্দ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে ৩২
পশুর সঙ্গে সঙ্গম করা ৩৩
গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা ৩৪
সমকামিতা ৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদ ও মাদক দ্রব্য ৩৫
মদ ও মাদক দ্রব্য ঃ প্রকারভেদ, সংজ্ঞা ও হুকুম ৩৬
মদ হারাম হওয়ার ইতিবৃত্ত ৩৮
মদ হারাম হওয়ার দলীল ৪০
মদ ও মাদক দ্রব্যের অপকারিতা ৪১
মদ পানের শাস্তি ৪৪
প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে মদপান করলে ৪৬
মদের ব্যবসা ৪৭
সেবন করা ছাড়া অন্য কোন কাজে মদের ব্যবহার ৪৮
নেশাগ্রস্ত লোকের কথা বা কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া ৪৮
এলকোহল বা স্পিরিট মিশ্রিত ঔষধ সেবন করা ৪৯
আফিম, ভাং, গাজা, হিরোইন, হাশীশ ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের হুকুম ৪৯
মদ উপঢৌকন দেওয়া ৫১
মদের আসর পরিহার করা ৫১
ক্ষতিকর জিনিস মাত্রই হারাম ৫২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাযাফ-যিনার অপবাদ ৫৩
সংজ্ঞা ও পরিচিতি ৫৩
মুহসিন ও মুহসানার সংজ্ঞা ৫৪
ইহসান-এর শর্তবলী ৫৪
যে যে শব্দ দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হয় ৫৪
কাযাফ-এর হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলী ৫৭
কাযাফ বা অপবাদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী ৫৮
কাযাফ-এর হুকুম ৫৮
অপবাদের কারণে বিচার প্রার্থী হওয়া ৬০
একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক হদ্দযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হলে ৬১
কাযাফ-এর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ৬১
কাযাফ সম্পর্কীত বিবিধ মাসাইল ৬২

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চুরি ও চুরির শাস্তি ৬৫
চুরি সংজ্ঞা ৬৫
যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হদ্দ সাব্যস্ত হয় ৬৫
চুরির শাস্তি ৬৬
চুরি প্রমাণিত হওয়ার পন্থা ৬৭
চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি দেওয়ার শর্তাবলী ৬৮
যে চুরিতে 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয় এবং যে চুরিতে 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয় না ৭২
চুরির শাস্তি প্রদানে হাত কাটার পদ্ধতি ৭৭
চুরির শাস্তি প্রদানে বিবিধ মাসাইল ৭৯
চুরি সম্পর্কীয় অন্যান্য মাসাইল ৮৬
ছিনতাই, লুটতরাজ এবং ডাকাতির শাস্তি ৮৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তা'যীর-অনির্দ্ধারিত শাস্তি ৯১
তা'যীর অনির্দ্ধারিত শাস্তির সংজ্ঞা ও পরিচিতি ৯১
হদ্দ ও তা'যীরের মধ্যে পার্থক্য ৯২
তাযীরের প্রকারভেদ ৯৩
তা'যীর কার্যকর করার অধিকার ৯৪
অপরাধী অথবা অপরাধ হিসাবে তা'যীর নির্ধারণ ৯৫
তা'যীরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ ৯৭
তা'যীর কার্যকর করার পদ্ধতি ৯৭
যে সব কথা বা কাজের কারণে তাযীর সাব্যস্ত হয় ৯৮
অর্থদণ্ডের মাধ্যমে তা'যীর ৯৯
হুদূদ সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল ১০০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কসমের বিবরণ ১০১
কসমের সংজ্ঞা ও পরিচিতি ১০১
কসমের শর্ত ও রুকন ১০৩
কসমের প্রকারভেদ ১০৩
ইয়ামীনে গুমূসের হুকুম ১০৩
ইয়ামীনে লাগ্‌বের হুকুম ১০৪

www.pathagar.com

ইয়ামীনে মুন‘আকিদাহ ১০৪
কসমের শব্দ ১০৪
যে কথায় কসম হয় এবং যে কথায় কসম হয় না ১০৫
কসমের কাফ্‌ফারা ও তা আদায়ের নিয়ম ১০৭
কসমের কাফ্‌ফারা কাকে প্রদান করবে ১০৯
কাফ্‌ফারা আদায়ের সময় ১০৯
কোন কথা বা কাজের কসম বিষয়ক কসম ১১০
কাজকর্ম বিষয়ক কসম ১১২
কোন কাজ বা কথার কসম করার পর উকীল দিয়ে তা করানো হলে ১১৪
আল্লাহর নামে কসম করে কাউকে কিছু করতে হুকুম করা বা নিষেধ করা ১১৪
অসম্ভব কাজ বা গুনাহর কাজের কসম ১১৫
একাধিক কসমের কাফ্‌ফারা ১১৫
কসম সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল ১১৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মানত ১১৭
মানতের বিবরণ ১১৭
মানতের সংজ্ঞা ১১৭
মানতের প্রকাভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ১১৮
মানত সহীহ্ হওয়ার শর্ত ১১৯
মানত সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল ১২১

নবম পরিচ্ছেদ

জিনাইয়াত ১২৩
জিনাইয়াত-এর ব্যাখ্যা ১২৩
জিনাইয়াতের প্রকারভেদ ও হুকুম ১২৩
হত্যার অপরাধে যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় ১২৪
আহত কিংবা নিহতের ক্ষেত্রে কিসাস দাবির অধিকার ১২৫
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিসাস সম্পর্কীয় বিধান ১২৬
হত্যার ব্যাপারে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ১২৮
হত্যার অপরাধের স্বীকারোক্তি ১৩০
হত্যার অভিযোগ মেনে নিলে বা প্রত্যাখ্যান করলে ১৩১
হত্যাকারীর সাথে সন্ধি করা বা হত্যার অপরাধে ক্ষমা করে দেওয়া ১৩৩
জিনাইয়াত সম্পর্কিত বিবিধ মাসাইল ১৩৬

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ

দিয়াত

দিয়াত-এর অর্থ	১৩৭
যে সব অবস্থায় দিয়াত ওয়াজিব হয়	১৩৭
কাতলে খাতা বা ভুলবশত হত্যার ব্যাখ্যা	১৩৮
কাতলে খাতার অনুরূপ হত্যা	১৩৮
কাতলে শিবহে আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ হত্যা	১৩৯
কাত্‌ল বিস্‌ সাবাব বা কোন মাধ্যমে হত্যা	১৩৯
উপরোক্ত চার ধরনের হত্যার বিধান	১৪০
কি দিয়ে দিয়াত আদায় করতে হয়	১৪১
দিয়াতের পরিমাণ	১৪১
যার উপর দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব	১৪২
যে অবস্থায় হত্যাকারীর মাল থেকে দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব	১৪২
ইরশের ব্যাখ্যা	১৪২
যখমের প্রকারভেদ ও ক্ষতিপূরণ	১৪৩
শিজাজের অর্থ	১৪৩
জারাহার ব্যাখ্যা	১৪৩
শিজাজের প্রকারভেদ ও বিধান	১৪৩
শিজাজ তথা মাথা ও চেহারায় যখম-এর ক্ষতিপূরণ	১৪৪
জারাহার ক্ষতিপূরণ	১৪৫
শিশু কিংবা নাবালিগ কিংবা পাগলের অপরাধ এবং এর শাস্তির বিধান	১৪৫
গর্ভস্থিত সন্তান নষ্ট করার শাস্তি	১৪৬
দেয়াল ধসে কেউ নিহত কিংবা আহত হলে	১৪৮
পশু কাউকে আঘাত করলে এর ক্ষতিপূরণ	১৪৮
পশুর কোন ক্ষতি করা হলে তার ক্ষতিপূরণ	১৪৯
কাসামার বিধান	১৫২
যে হত্যার দায়িত্ব কেউ স্বীকার করে না সে ক্ষেত্রে করণীয়।	১৫৩

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ইসলামের বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সফলতা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই নিহিত। ইসলামী পয়গামের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা)-এর সুন্নাহ। অতঃপর রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইজমা-কিয়াস তথা ইজতিহাদের ধারা। বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস এ চারটিই হলো শরী'য়তের মৌল দলীল। ইসলামী ফিকহ্‌র যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত ফয়সালা উপরোক্ত দলীল চতুষ্টয়ের আলোকেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

মুসলমান হিসাবে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সকলের জন্যই আবশ্যক। তাছাড়া কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে জীবন-যাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু নতুন জিজ্ঞাসাও বর্তমান সমাজে উপস্থিত। সাধারণত ফিকহ্‌বিদ আলিমগণ যুগে যুগে এ ধরনের নতুন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে আসছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ পর্যায়ে বড় ধরনের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

এ প্রেক্ষিতেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম ও ফকীহ্‌গণের সমন্বয়ে এই প্রকল্প কমিটি গঠিত হয়। ৬ খণ্ডে এই প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। পাঠক মহলে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। সুধী পাঠক মহলের প্রত্যাশা অনুযায়ী বইটি এবার বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করে ছোট কলেবরে প্রকাশ করা হলো।

আশা করি পূর্বের মত এবারও বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে, ইসলামী শরী'য়তের বিধি-বিধান অনুসারে সম্পাদন করা আবশ্যক। তাই শরী'য়তের মাসআলা-মাসায়েল জানা থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই একান্ত জরুরী।

আল-কুরআন এবং কুরআনের ব্যাখ্যারূপ আল-হাদীসই মানব জাতির জীবন বিধান। সকল মানুষের পক্ষে শরী'য়তের সকল বিধি-বিধান বুঝা ও সে অনুসারে জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। রাসূল আকরাম (সা)-এর জীবদ্দশায় শরীয়তের বিষয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে সরাসরি তা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করতেন।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনের যুগে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শরীয়ত বিষয়ে যাঁরা অধিকতর ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন তাঁরাই মুসলমানদের জীবন-যাপনের অপরিহার্য প্রয়োজনে কুরআন-হাদীসের আলোকে শরী'য়তের বিধি-বিধান ও ফাতাওয়া প্রদান করতেন। পরবর্তীতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষত ইমাম আযম আবূ হানিফা (র), ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র), ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহম্মদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-সহ প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমাম ব্যাপক গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী শরী'য়তের বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দেন। তাঁদের এই অনন্যসাধারণ ইজতিহাদ কর্মের ফলে মুসলমানগণ জীবনের যে কোন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার শরীয়তসম্মত সদুত্তর পাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

শরীয়তের বিধি-বিধান সম্বলিত ফিক্‌হ ও মাসায়েলের প্রায় সব গ্রন্থই আরবী ভাষায় রচিত। কাজেই বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশবরেণ্য আলিমগণের সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' শিরোনামে গবেষণা বিভাগ বৃহৎ কলেবরে (৬ খণ্ডে) গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী ফিকহ্‌র অনুসারী। তাই এ গ্রন্থে হানাফী ফিকহ্‌র অভিমতেরই প্রধানত আলোচনা করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কাজেই এ গ্রন্থের কোন কোন রায় অন্য ফিকহ্র অনুসারীদের জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ ধরনের মাসায়েলের ক্ষেত্রে পাঠকগণের প্রতি নিজ ফিকহ্র নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার গ্রন্থ্ দেখে নেয়ার অনুরোধ রইলো।

ব্যাপক চাহিদা সম্পন্ন এ বিশাল কর্মটিকে বিষয়ভিত্তিক করে ছোট ছোট কলেবরে প্রকাশের জন্য সুধী পাঠকবর্গের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে অনুরোধ আসায়, তাঁদের প্রত্যাশা পূরণার্থে এবার এটি ১৭ টি বিষয়ে বিন্যস্ত করে প্রকাশ করা হলো।

আমরা আগ্রহী পাঠকগণের নিকট নতুনভাবে 'অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল' শিরোনামের বইটি তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে জানাই শুকরিয়া

আল্লাহ্ আমাদের সকল শুভ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

হুদূদ-সুনির্দিষ্ট অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি

সংজ্ঞা ও পরিচয়

হদ্দ ইসলামী আইনের একটি পরিভাষা, যা সুনির্দিষ্ট কতিপয় অপরাধ ও সেগুলোর জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে বুঝায়। 'হদ্দ' শব্দের বহুবচন হুদূদ। শাব্দিক অর্থ প্রতিরোধ, বাধা দান, সীমানা, প্রান্তসীমা, চৌহদ্দী, দুইটি বিষয় বা বস্তুর মধ্যকার প্রতিবন্ধক যা একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে রাখে। প্রত্যক্ষকারীদেরকে অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে সতর্ক করা হয়। আল্লাহ্‌র অধিকার লংঘনের দায়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অথবা তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, শরী'য়তের পরিভাষায় তাকে 'হদ্দ' বলে। (নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস, ১ম খণ্ড; মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা)

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতেও তার শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে। যেমন-২৪ ঃ ২ এ অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি, ২৪ ঃ ৪-এ যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি, ৫ ঃ ৩৮-এ চুরির শাস্তি। ৫ ঃ ৩৩-এ একই সঙ্গে ডাকাতি ও বিদ্রোহের শাস্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মাদক গ্রহণ ও ইরতিদাদ (ইসলাম ধর্ম ত্যাগ)-এর পার্থিব শাস্তি কুরআন মজীদে উল্লিখিত না থাকলেও তা যে দু'টি অপরাধকর্ম তার উল্লেখ আছে। যেমন মাদকের ক্ষেত্রে ৫ ঃ ৯১ আয়াত এবং ইরতিদাদের ক্ষেত্রে ২ ঃ ২১৭ ও ৩ ঃ ৯০, ১০ ঃ ১১-১২ আয়াত উল্লেখ রয়েছে।

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফেও এ ধরনের অপরাধের শাস্তি এবং তা কার্যকর করার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। যেমন—মদপান সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি মদপান করল তাকে চাবুক মার। সে চতুর্থবার মদপান করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান কর।' (তিরমিযী, আবওয়াবুল হুদূদ; বুখারী, মুসলিম; আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাযাহ্)

'ইরতিদাদ' অর্থাৎ ইসলাম ধর্মত্যাগ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন ঃ 'যে (মুসলিম) ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করল, তোমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান কর'। (বুখারী; মুসলিম; তিরমিযী; আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাযাহ্)

হদ্দ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও তাৎপর্য

হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ শাস্তির ভয়াবহতা বিবেচনা করে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকবে। অপরাধের দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়,

www.pathagar.com

আর শাস্তি কার্যকর করলে সমাজ উপকৃত হয়। হদ্দের আওতাভুক্ত কঠোর শাস্তি বাস্তবায়নের ভিত্তি প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি বা নির্দয়তা নয়। বরং সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তার ভিত্তি। এর মূল লক্ষ্য মানুষকে তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে নিবৃত্ত রাখা। যেমন ডাকাতি বা রাহাযানির হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধ্বংসাত্মক ও অরাজকতা সৃষ্টিকর উপাদানসমূহ থেকে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করা। যিনার শাস্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আশরাফুল মাখলূকাত মানব বংশকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ রাখা। চুরির দণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্য ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারী মালিকানাধীন সম্পদের নিরাপত্তা বজায় রাখা। কাযাফ-যিনার মিথ্যা অপবাদ-এর দণ্ড কার্যকর করা উদ্দেশ্য মানুষের মানমর্যাদার হিফাযত করা। মাদক গ্রহণের দণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্য সুস্থ বিবেক বুদ্ধির সুরক্ষা করা। মুরতাদের দণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্য ইসলাম ও মুসলমানদেরকে অবমাননা করা থেকে বিরত রাখা এবং এই ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন সত্যধর্মকে অবমাননার সাথে নামান্তর। হত্যার দণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্য জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা ইত্যাদি। (আততায়ীর ফিশ শরী'য়াতিল ইসলামিয়্যাহ্ ও বাহরুর রাইক)

হদ্দ-এর রুকন ও শর্ত

হদ্দের রুকন এই যে, এই শাস্তি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধি কার্যকর করবেন। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা সংস্থার তা কার্যকর করার অধিকার নাই। হদ্দের শর্ত এই যে, সুস্থ বুদ্ধি ও দৈহিক সুস্থতার অধিকারী বালিগ ব্যক্তির উপরই এই শাস্তি কার্যকর হবে, যাতে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হতে পারে। অতএব পাগল, রোগগ্রস্ত এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যাবে না। বরং হদ্দ স্থগিত থাকবে, সুস্থ হওয়ার পর তা কার্যকর করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

হদ্দ কার্যকর করার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি হদ্দ কার্যকর করার অধিকারী। অতএব, সরকারী অনুমোদিত ব্যক্তি বা সংস্থা ব্যতীত অপর কেউ তা কার্যকর করার অধিকারী নয়। বিচারক নিয়োগ করার ইখ্তিয়ার একমাত্র রাষ্ট্রের। উল্লেখ্য যে, ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধ গোপন রাখা যেতে পারে অথবা আদালতে মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে অপরাধীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারে। যেমন মায়িয ইব্ন মালিক আল-আসলামীর উপর যিনার শাস্তি বিধানের সময় মহানবী (সা) হায়যাল ইব্ন নু'আয়মকে বলেন ঃ

لَوْ سَتَرْتَ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ

"যদি তোমার পরিধেয় দ্বারা গোপন রাখতে তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।" (আবূ দাঊদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)

তোমাদের কেউ এসব কদর্য কর্মের কোনটিতে লিপ্ত হলে সে যেন তা আল্লাহ্র বিছানো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সে যদি আমাদের সামনে তার পর্দা খুলে দেয় তবে আমরা তার উপর আল্লাহ্র কিতাবের বিধান কার্যকর করব (আহ্কামুল কুরআন, আল-জাস্সাস)।

তোমরা হদ্দ-এর শাস্তি আপোসে উপেক্ষা করতে থাক। কিন্তু শাস্তিযোগ্য যে অপরাধের খবর আমাদের নিকট পৌঁছবে, তার শাস্তি বিধান করা তখন অপরিহার্য হয়ে যাবে। (আবূ দাঊদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)

একদা সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা) তাঁর চাদর তাঁর মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়েন। এক ব্যক্তি এসে চাদরটি নিয়ে যেতে চাইলে তিনি চাদরসহ তাকে ধরে নবী (সা)-এর নিকট হাযির করেন। নবী (সা) তার হস্ত কর্তনের নির্দেশ দিলে চাদরের মালিক আপোসকারীর নিকট চাদরটি বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন (তার শাস্তি মওকূফের উদ্দেশ্যে) তখন নবী (সা) বলেন, আমার নিকট উপস্থিত করার পূর্বে তা করলে না কেন। (আবূ দাঊদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)

নির্বাসন

ইসলামী আইনে নির্বাসনও একটি অনুমোদিত শাস্তি। কুরআন মজিদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

"অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩৩)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَّنَفْىُ سَنَةٍ

"অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে (তার শাস্তি) একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন।" (আবূ দাঊদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)

হদ্দ ও নির্বাসনের মধ্যে পার্থক্য

হদ্দ হলো, সুনির্দিষ্ট অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি অর্থাৎ যেই অপরাধের জন্য শরীয়ত যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে, উক্ত শাস্তি কেবল সে অপরাধের বেলায় প্রযোজ্য, অন্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় এবং ইসলামী আদালত উক্ত শাস্তির মাত্রা

www.pathagar.com

হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না। পক্ষান্তরে নির্বাসন হলো, তাযীরের আওতাযুক্ত একটি শাস্তি, যা ইসলামী আদালত তার সুবিবেচনা অনুযায়ী যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রদান করতে পারে, তার মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে।

হদ্দ কার্যকর না করার সুপারিশ

হদ্দের আওতামুক্ত অপরাধের শাস্তি কার্যকর না করার সুপারিশ করা জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "তোমরা ধর্মানুরাগীদের পদস্খলন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু হদ্দ ব্যতীত।" (আবূ দাঊদ)

মাখযুমী গোত্রের এক নারী চুরির অপরাধ করলে কুরাইশগণ উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে নবী (সা)-এর নিকট তাকে ক্ষমা করার জন্য সুপারিশ করতে পাঠানো হয়। নবী (সা) বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্ নির্ধারিত হদ্দ মওকূফের সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ভাষণ দিয়ে বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীরা এই কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে রেহাই দিত এবং তাদের মধ্যকার নিরীহ ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করত। আল্লাহ্র শপথ, রাসূল-কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে আমি অবশ্যই তার হাত কর্তন করতাম।" (আবূ দাঊদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)

হদ্দের প্রকারভেদ

শাস্তির অর্থে হদ্দ তিন প্রকার ঃ মৃত্যুদণ্ড, বেত্রাঘাত করা, শূলীবিদ্ধ করা, তরবারির দ্বারা শিরশ্ছেদ করে ও পাথর নিক্ষেপ করে। যেমন—যিনার অপরাধে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড পাথর নিক্ষেপে (রাজ্ম), ডাকাতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড শূলীবিদ্ধ করে বা তরবারির আঘাতে এবং ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ)-এর অপরাধে মৃত্যুদণ্ড তরবারির আঘাতে শিরশ্ছেদ করে কার্যকর করা হয়। হাত কাটার শাস্তি কেবল চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যিনার মিথ্যা অপবাদ (কায্ফ) আরোপের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত, অবিবাহিত (গায়রমুহ্সান) যিনাকারীর শাস্তি একশ বেত্রাঘাত এবং মদ্যপের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। ডাকাতির অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের ধরন ও তীব্রতার বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত বিপরীত দিকে হস্তপদ কর্তন ও নির্বাসন দণ্ড অনুমোদন করা হয়েছে। ফকীহ্গণের ব্যাখ্যা মতে, কারাদণ্ডের মাধ্যমেও নির্বাসন দণ্ড কার্যকর করা যেতে পারে।

হদ্দযোগ্য অপরাধের প্রকারভেদ

হদ্দযোগ্য অপরাধ ছয় প্রকার ঃ

(১) যিনা (ব্যভিচার)

(২) যিনা-এর মিথ্যা অপবাদ (কায্ফ),

(৩) চুরি (সারাকা)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পড়ে। অপর হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ তোমরা যিনায় লিপ্ত হইও না। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

যিনার কারণে মানব জাতির ও মানব সমাজের মূল ভিত্তিই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই ইসলামী আইনে যিনাকে কবীরা গুনাহ্ ও হদ্দযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কুরআন মজীদে যিনার প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ

اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

যিনাকারী যিনাকারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করবে না; যিনাকারিণী তাকে যিনাকারী বা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করবে না। মু'মিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (সূরা নূর ঃ ৩)

বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই যিনাকে একটি ঘৃণ্য অপরাধ মনে করে। এ অপরাধ সৎচরিত্রের পরিপন্থী। স্বয়ং যিনাকারী যিনাকারিণীর এবং যিনাকারী যিনাকারিণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এরা অস্থিরতায় লিপ্ত থাকে। অবৈধ যৌন সংযোগ দাম্পত্য প্রেম ও সংসার জীবনকে ধ্বংস করে। যিনা এমন এক ঘৃণ্য অপরাধ যে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

যে অবস্থায় যিনা সাব্যস্ত হয়

ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, যিনার অপরাধ দুইভাবে সাব্যস্ত হয় ঃ

১. সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দ্বারা এবং

২. যিনাকারী অথবা যিনাকারিণীর স্বীকারোক্তি দ্বারা। চারজন বালিগ ও বুদ্ধিমান নির্ভরযোগ্য মুসলিম পুরুষ একই মজলিসে যিনা শব্দ উল্লেখপূর্বক তা সংঘটিত হতে স্বচক্ষে দেখেছে বলে সাক্ষ্য প্রদান করলে বিচারকের নিকট তা বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হবে। তবে হদ্দ প্রয়োগের জন্য কেবল এইরূপ সাক্ষ্য প্রদানই যথেষ্ট নয়, বরং বিষয়টি সম্পর্কে বিচারকের সার্বিকভাবে সন্দেহমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই এভাবে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারক উক্ত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাক্ষীগণকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, যিনা কি এবং ইহা কোন অঙ্গ দ্বারা হয়েছে? যিনা কি অবস্থায় হয়েছে, কখন হয়েছে, কার সাথে হয়েছে এবং কোন স্থানে হয়েছে? উক্ত জিজ্ঞাসার উপরে সাক্ষীগণ যদি যিনার বিবরণ পেশ করে সুনির্দিষ্টভাবে বলে যে, সুরমাদানীতে যেভাবে সুরমা শলাকা প্রবিষ্ট করানো হয় অভিযুক্তদের একের যৌনাঙ্গ অপরের যৌনাঙ্গে প্রবিষ্ট হতে দেখেছি এবং যিনা অমুক অবস্থায় অমুক সময় অমুকের সাথে অমুক জায়গায় হয়েছে। বিচারক সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে

www.pathagar.com

যদি নিশ্চিত থাকেন তা হলে এরূপ প্রশ্নোত্তর দ্বারা যিনা নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হবে। যিনা সাব্যস্ত হওয়ার পর বিচারক অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে বিবাহিত কি না ? যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিটি বিবাহিত হয়, তাহলে বিচারক তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করবেন, আর বিবাহিত না হলে তাকে দুর্‌রা মারার আদেশ দিবেন। আর বিচারক যদি সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হতে না পারেন, তবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে আট্‌কিয়ে রাখবেন।

চারজন সাক্ষী যিনার ব্যাপারে সাক্ষী প্রদান করার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, যিনার অবস্থা ও তার তাৎপর্য কি? তখন তারা যদি সবাই অথবা তাদের কেউ কেউ বলে যে, আমরা যা দেখেছি এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই বলব না। তাহলে এ অবস্থায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তাদের সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার কারণে এজন্য তাদের উপর কোন প্রকার হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ অভিযুক্তদের উপরও হদ্দ আরোপিত হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

অনুরূপ যিনাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারাও যিনা প্রমাণিত হয়। তবে উক্ত স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক ঃ

১. উক্ত স্বীকারোক্তি আদালতের সম্মুখে হতে হবে। আদালত ব্যতীত হদ্দ প্রয়োগের ইখ্‌তিয়ার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির নিকট করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও অপরাধী এ ব্যাপারে একে একে চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

২. উক্ত স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হতে হবে। সুতরাং কোন বোবা ব্যক্তি যদি লিখিতভাবেই অথবা ইঙ্গিতে এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে এ জন্য তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা হতে পারে যে, সে সন্দেহেরবশে এরূপ দাবি করে বসেছে।

৩. উক্ত স্বীকারোক্তি অপরপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত না হওয়া। কাজেই কোন পুরুষ যিনার স্বীকারোক্তি করার পর মহিলা যদি অস্বীকার করে অথবা কোন মহিলা যিনার স্বীকারোক্তি করার পর পুরুষ যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তা হলে এ অবস্থায় তাদের কারুর উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

৪. স্বীকারোক্তিকারী অথবা স্বীকারোক্তিকারিণী সুস্থ যৌনাঙ্গের অধিকারিণী হওয়া। অতএব কোন পুরুষ যিনার স্বীকারোক্তি করার পর যদি হদ্দ প্রয়োগের পূর্বে প্রকাশ পায় যে, সে লিঙ্গ কর্তিত অথবা কোন মহিলা যিনার স্বীকারোক্তি করার পর হদ্দ প্রয়োগের পূর্বে প্রকাশ পায় যে, সে 'রাতকা' তাহলে এ অবস্থায় তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

www.pathagar.com

৫. উক্ত স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে হতে হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করলে অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে কারো কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে তা ধর্তব্য বলে গণ্য হবে না।

৬. স্বীকারোক্তিকারী অথবা স্বীকারোক্তিকারিণীর বালিগ ও বুদ্ধিমান হওয়া এবং নিজে পৃথক পৃথক চার মজলিসে চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করা। পৃথক পৃথক চার মজলিসে চারবার স্বীকারোক্তি না করে যদি একই মজলিসে চারবার স্বীকারোক্তি করা হয় তাহলে তা একবার স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে।

এই চারবার স্বীকারোক্তি এক দিনেও হতে পারে এবং প্রতিমাসে একবার করেও হতে পারে। এভাবে চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। উক্ত স্বীকারোক্তি প্রদানের নিয়ম এই যে, স্বীকারোক্তিকারী অথবা স্বীকারোক্তিকারিণী বিচারকের নিকট একবার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। তারপর পুনরায় তার নিকট এসে আবার স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। এভাবে একে একে চারবার তাকে এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। স্বীকারোক্তির সময় বিচারকের উচিত স্বীকারোক্তিকারীকে এ থেকে বারণ করা এবং এ ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করে তাকে তা প্রত্যাহার করে নিতে বলা।

কিন্তু বিচারকের বারণ সত্ত্বেও স্বীকারোক্তিকারী যদি একে একে চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তখন তিনি তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবেন। যদি সে সুস্থ মস্তিষ্ক ও যার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা যায় এমন হয় তাহলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, যিনা কি ও তা কিভাবে হয়েছে এবং কার সাথে যিনা হয়েছে ও কোথায় এবং কখন যিনা হয়েছে? এর জবাবে সে যদি যিনার বিবরণ পেশ করে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বলে যে, যিনা এইভাবে অমুকের সাথে অমুক জায়গায় ও অমুক সময়ে হয়েছে, তাহলে এর দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় অপরাধী মুহসিন বিবাহিত হলে বিচারক তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ প্রদান করবেন। আর অবিবাহিত হলে এক'শ বেত্রাঘাতের আদেশ দিবেন। তবে হদ্দ প্রয়োগের পূর্বে স্বীকারোক্তিকারীকে এরূপ তালকীন করা মুস্তাহাব যে, সম্ভবত তুমি যিনা করনি বরং তুমি চুমো খেয়েছ এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করেছ ও সন্দেহবশত সঙ্গম করেছ। এর উদ্দেশ্য হলো তার দ্বারা এমন কথা বলানো যাতে হদ্দ রহিত হয়ে যায়।

যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তা একবার স্বীকার করে এবং এই স্বীকারোক্তি বিচারকের রায়ের পূর্বে হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ তা বিচারকের রায় ঘোষণার পরে হলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

www.pathagar.com

চারজন সাক্ষী যিনার সাক্ষ্য প্রদান করার পর যদি যিনার কথা স্বীকার করে পরবর্তীতে তা অস্বীকার করে এবং সে পূর্বে তা স্বীকার করে না থাকে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর যদি কোন লোকের বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষী যিনার সাক্ষ্য প্রদান করার পর বিচারক তার প্রতি দণ্ডাদেশ ঘোষণা করে এবং এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তবে এ অবস্থায় তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। কিন্তু সে যদি স্বীকারোক্তি প্রদান না করে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সেটাও বৈধ হবে এবং এ অবস্থায় তার উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

সাক্ষীগণের সাক্ষী প্রদানের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি যিনার কথা স্বীকার করে এবং সাক্ষীদের সংখ্যা চারের কম হয়, তাহলে এজন্য সাক্ষীগণের উপর কাযাফের হদ্দ আরোপিত হবে না।

যিনার স্বীকারোক্তি প্রদানের পর যদি উক্ত ব্যক্তি হদ্দ প্রয়োগের পূর্বে অথবা হদ্দ প্রয়োগের সময় তা প্রত্যাহার করে নেয় তবে তা সঠিক হবে এবং এ অবস্থায় তাকে যিনার শাস্তি হতে অব্যাহতি দিতে হবে। আর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সবাই সমান। অর্থাৎ তাদের সকলের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য। অনুরূপ সাক্ষ্য দ্বারা হোক কিংবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হোক বিচারকের নিকট যিনা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য নেই।

যদি যিনাকারী পলায়ন করে এবং এরপর ফিরে না আসে তাহলে তাকে খোঁজাখুঁজি না করাই সংগত, যদিও পলায়নরত অবস্থায় সে উক্ত কর্মে লিপ্ত থাকে।

সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যিনার হদ্দ আংশিকভাবে প্রয়োগ করার পর অপরাধী পলায়ন করলে প্রহরীগণ যদি তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে আনতে সক্ষম হয় তাহলে তার উপর অবশিষ্ট হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু তাকে ধরে আনতে যদি কয়েক দিন সময় লেগে যায় তাহলে বাকি অংশটুকু রহিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মুহসিন ও গায়র মুহসিনের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নেই।

যদি কোন অণ্ডকোষ কর্তিত অথবা লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করে অথবা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। অনুরূপ কোন অন্ধলোক যিনার কথা স্বীকার করলে তার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি কোন লোক চারবার এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে, কিন্তু মহিলা বলছে সে আমাকে বিবাহ করেছে, অথবা কোন মহিলা চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, সে অমুক পুরুষের সাথে যিনা করেছে, কিন্তু পুরুষ বলেছে, আমি তাকে বিবাহ করেছি, তবে এ

www.pathagar.com

অবস্থায় তাদের কারো উপরই হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু পুরুষকে উক্ত মহিলার মহর পরিশোধ করে দিতে হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যিনার হদ্দ কার্যকর করার শর্ত

যিনার হদ্দ দু'প্রকার ঃ ১. জালদ বা বেত্রদণ্ড এবং ২. রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। উভয় প্রকার ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো যিনা। তবে শর্তের দিক থেকে উভয়টিতে পার্থক্য রয়েছে। রজমের হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার জন্য অপরাধীর মুহ্সিন হওয়া শর্ত, পক্ষান্তরে জালদ বা বেত্রদণ্ড ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুহ্সিন হওয়া জরুরী নয়।

যিনার ক্ষেত্রে মুহ্সিন হওয়ার শর্ত ৭টি ঃ ১. যিনাকারী এবং যিনাকারিণী উভয়ে বুদ্ধিমান হওয়া, ২. উভয়ে বালিগ হওয়া, ৩. উভয়ে স্বাধীন হওয়া, ৪. উভয়ে মুসলিম হওয়া, ৫. উভয়ে সহীহ্ বিবাহের মাধ্যমে কারও সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ থাকা, ৬. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকা। অর্থাৎ তাদের উভয়ে বুদ্ধিমান হওয়া, বালিগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া ও মুসলিম হওয়া আবশ্যক। ৭. সহীহ্ বিবাহের মাধ্যমে উভয়ের মাঝে সঙ্গম হওয়া।

উল্লিখিত বিষয়গুলো অভিযুক্তদের উভয়ের মুহসিন হওয়ার জন্য আবশ্যক। এগুলোর কোন একটির অনুপস্থিতিতে তাদেরকে মুহসিনরূপে গণ্য করা যাবে না। এ কারণে কোন নাবালগ শিশু, পাগল, গোলাম, কাফির, ফাসিক বিবাহের মাধ্যমে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তি, সহীহ্ বিবাহের পর সঙ্গম হয়নি এমন অথবা সঙ্গম হয়েছে, তবে সঙ্গমের সময় ইহসানের শর্ত পাওয়া যায়নি এমন ব্যক্তিকে মুহসিনরূপে গণ্য করা হবে না। তাই কোন স্বামী যদি স্বীয় বালিকা বধু অথবা উন্মাদ স্ত্রী অথবা স্বীয় বাঁদী অথবা কিতাবিয়ার সাথে সঙ্গম করে এবং সঙ্গম করার পর উক্ত বালিকা সুস্থ হয়ে যায়, বাঁদীকে মুক্ত করে দেওয়া হয় ও কাফির মহিলা মুসলমান হয়ে যায় তবে এ সমস্ত কারণ দূর হওয়ার পর আরেকবার সঙ্গম না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি মুহ্সিন হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং এ অবস্থায় উক্ত স্বামী যদি কোন মহিলার সাথে যিনা করে তাহলে তার উপর রজমের হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। (বাদায়িউস্ সানায়ি)

যিনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষীর সংখ্যা

যে যিনা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় সে যিনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাক্ষীর সংখ্যা চার হওয়া আবশ্যক এবং উক্ত সাক্ষীদের সকলকেই স্বাধীন ও মুসলমান হতে হবে। সাক্ষীদের সংখ্যা চারের কম হলে এক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং এ অবস্থায় তাদের সকলের উপর কাযাফের হদ্দ প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ বিচারকের সম্মুখে চারজন লোক সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য উপস্থিত হওয়ার পর যদি

www.pathagar.com

তাদের থেকে একজন অথবা দুইজন অথবা তিনজন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং অপরজন সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত থাকে তবে এক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতাদের উপর কাযাফের হদ্দ (যিনার অপবাদ) আরোপিত হবে। একইভাবে যদি সাক্ষ্যদের তিনজন যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং চতুর্থজন বলে যে, আমি তাদের উভয়কেই একই লোকের নিচে দেখেছি, তাহলে যে তিনজন যিনার সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাদের উপর কাযাফের হদ্দ আরোপিত হবে এবং অভিযুক্ত চতুর্থ সাক্ষীর উপর কিছু আবশ্যক হবে না। তবে চতুর্থ সাক্ষী যদি তার বক্তব্যের শুরুতে বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে অমুকের সাথে যিনা করেছে এবং তারপর যিনার ব্যাখ্যা এই বক্তব্য পেশ করে তাহলে এক্ষেত্রে তার উপরও কাযাফের হদ্দ আরোপিত হবে।

উল্লেখ্য যে, হানাফী ফকীহ্গণের মতে যিনার সাক্ষ্য সঠিক হওয়ার জন্য সাক্ষীগণের মজলিস এক হওয়া আবশ্যক। সাক্ষীগণ যদি একই মজলিস হতে সাক্ষ্য প্রদান না করে ভিন্ন ভিন্ন মজলিস হতে প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং এ অবস্থায় তাদের উপর কাযাফের হদ্দ প্রযোজ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের স্থলে উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে এবং সাক্ষ্য প্রদানের সময় একের পর এক একজন একজন করে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে জায়িয হবে এবং এ অবস্থাকে মজলিস হিসেবে গণ্য করা হবে না।

কিন্তু সাক্ষীগণ যদি ঘরের মধ্যে অবস্থান না করে ঘরের বাইরে থাকে এবং সাক্ষ্য প্রদান কালে তাদের থেকে একজন ঘরে এসে সাক্ষ্য প্রদান করে আবার বাইরে চলে যায়, তারপর একে একে অন্যান্য সবাই ঘরে প্রবেশ করে তাদের নিজ নিজ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হবে না।

চারজন সাক্ষী কোন পুরুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে এই মহিলার সাথে যিনা করেছে, পরে উক্ত চারজন সাক্ষ্য দিল যে, সে তার সাথে বসরায় যিনা করেছে, আর অপর দুইজন সাক্ষ্য দিল সে তার সাথে যিনা করেছে কূফাতে। এ অবস্থায় উক্ত পুরুষ ও মহিলার উপর কোন হদ্দ আরোপিত হবে না এবং সাক্ষীগণের উপরও কোন হদ্দ আসবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি চারজন সাক্ষী কোন পুরুষের বিরুদ্ধে যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করার পর যার সাথে যিনা করা হয়েছে সেই মহিলা অথবা যিনার স্থান অথবা যিনার সময় নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। তবে এ জন্য সাক্ষীগণের উপর কোন প্রকার হদ্দ আসবে না। কিন্তু এই মতপর্থক্য যদি যিনাকারী অথবা যিনাকারিণীর কাপড় অথবা এর রং অথবা যার সাথে যিনা করা হয়েছে তার

www.pathagar.com

দৈর্ঘতা অথবা ক্ষুদ্রতা কিংবা হৃষ্ট-পুষ্টতা ইত্যাদি অমূখ্য বিষয়ে হয়ে থাকে তবে এর দ্বারা তাদের সাক্ষ্যে কোনরূপ প্রভাব পড়বে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যিনার শাস্তি ও তা কার্যকর করার পদ্ধতি

যিনার শাস্তি ২ প্রকার ঃ ১. রজম বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা এবং ২. জালদ্ বা অপরাধীকে একশত বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা। অপরাধী মুহ্সিন হলে তাকে রজমের শাস্তি প্রদান করবে। আর যদি সে মুহ্সিন না হয় তাহলে তাকে একশত ঘা বেত্র প্রদান করবে।

রজম করার সময় অপরাধীকে কোন খালি মাঠে নিয়ে যাবে। তারপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকবে। রজমের শাস্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণকে শাস্তির স্থলে একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা মুস্তাহাব। বিচারকের নির্দেশে রজমের লোকেরা নামাযের মত সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। একদল রজম করার পর তারা পিছিয়ে আসবে। তারপর আরেক দল এগিয়ে যাবে এবং রজম করতে থাকবে। রজম করার সময় রজমকারী প্রস্তর নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার নিয়্যত করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে রজমকৃত ব্যক্তি যদি রজমকারীর এমন নিকটাত্মীয় হয় যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তবে সে ক্ষেত্রে এরূপ নিয়্যত করা মুস্তাহাব নয়।

যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা রজম ওয়াজিব হয়, তখন সাক্ষীদের দ্বারা তার সূচনা করা আবশ্যক, তারপর বিচারক এবং তারপর অন্যান্য লোক। সাক্ষীগণ যদি রজমের সূচনা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তা হলে অভিযুক্তের উপর হতে রজম রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এই অস্বীকৃতির কারণে সাক্ষীদের উপর কাযাফের হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কেননা তাদের এই অস্বীকৃতি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। অনুরূপ সাক্ষীদের একজন বিরত থাকলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি রজম থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং উক্ত সাক্ষীর উপর কোন হদ্দ আসবে না। একইভাবে সাক্ষীগণ সকলে অথবা তাদের কেউ যদি মারা যায় অথবা অদৃশ্য হয়ে যায়, অথবা তাদের সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যদি সাক্ষীদের কেউ হস্তকর্তিত হয় অথবা সে এমন অসুস্থ হয় যে, প্রস্তর নিক্ষেপ করতে সক্ষম নয় তবে সে উপস্থিত থাকলে তার পক্ষ হতে বিচারক তার সূচনা করবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি মুহসিন না হয় তাহলে সাক্ষীগণের মৃত্যু এবং তাদের অনুপস্থিতির সময়ও তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। এ দু'অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় তা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, রজম ছাড়া অন্য কোন হদ্দের ক্ষেত্রে সাক্ষী ও বিচারকের দ্বারা তার সূচনা জরুরী নয়।

www.pathagar.com

যদি রজম অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় তা হলে বিচারক নিজেই রজমের সূত্রপাত ঘটাবেন এবং তারপর অন্যান্য লোকেরা রজম করবে। রজম দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে গোসল দিতে হবে এবং তাকে কাফন পরিধান করিয়ে তার জানাযা পড়তে হবে।

আর অপরাধী যদি মুহ্‌সিন না হয়ে গায়রে মুহ্‌সিন হয় তা হলে তাকে একশ' ঘা বেত্র-দণ্ড প্রদান করবে, যদি সে স্বাধীন হয়। পক্ষান্তরে অপরাধী যদি গোলাম হয় তাহলে তাকে পঞ্চাশ ঘা বেত্র-দণ্ড প্রদান করবে। বিচারক গেরু-বিহীন বেত্র দ্বারা মধ্যম ধরনের বেত্রাঘাত করার নির্দেশ প্রদান করবেন। কোন অবস্থাতেই শরী'য়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা বৈধ হবে না। এমন ব্যক্তি দ্বারা তা কার্যকর করতে যে হবে বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই-বরং উভয়ই সমান।

যদি তারা উভয়ে মুহ্‌সিন হয় তাহলে রজমের শাস্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে উভয়ে গায়রে মুহ্‌সিন হলে তাদেরকে বেত্রদণ্ড প্রদান করবে।

হদ্দ এবং তা'যীরের সময় অপরাধী পুরুষের জামা খুলে ফেলবে এবং একই ইযারের মধ্যে তাকে প্রহার করবে। কিন্তু মহিলা অপরাধীকে বস্ত্রমুক্ত করবে না। তবে তার প্রয়োজনীয় বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্তগুলো আলাদা করে ফেলবে। মহিলা অপরাধীকে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রহার করবে। রজমের সময় তার জন্য গর্ত খনন করে তাকে তাতে স্থাপন করা জায়িয, তবে না করলেও কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তাঁর জন্য গর্ত খনন করাই উত্তম। গর্তটি বুক পর্যন্ত খনন করতে হবে। পুরুষের জন্য গর্ত খনন করবে না। সর্বপ্রকার হদ্দের ক্ষেত্রে পুরুষকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখেই তার উপর প্রহার করা হবে। কোন হদ্দের ক্ষেত্রেই তাকে কোন কিছুর সাথে বেঁধে রাখবে না ও কোন কিছুর সাথে আটকিয়েও রাখবে না বরং তাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় মুক্ত ছেড়ে দিবে। তবে এ অবস্থায় হদ্দ কার্যকর করতে অক্ষম হলে তাকে বেঁধে নিতে কোন অনুবিধা নেই।

প্রহারগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গে ছাড়িয়ে দিবে। তবে চেহারা মস্তক ও লজ্জাস্থানকে এ থেকে বাদ রাখবে। মুহ্‌সিনের ক্ষেত্রে রজম ও বেত্রদণ্ড একই সাথে প্রয়োগ করা যাবে না এবং গায়রে-মুহ্‌সিনের ক্ষেত্রে বেত্রদণ্ড ও দেশান্তর এক সাথে কার্যকর হবে না। তবে বিচারক তার সুবিবেচনা দ্বারা তা কল্যাণকর মনে করে থাকলে ত'যীরের আওতায় দেশান্তরের নির্দেশও প্রদান করতে পারবেন।

যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সে হদ্দটি রজম হয় তাহলে অসুস্থতার কারণে তাতে বিলম্ব করা যাবে না বরং ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর করতে হবে। আর যদি সে হদ্দটি রজম না হয় বরং বেত্রাঘাত হয় তবে

www.pathagar.com

সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর করা হতে বিরত থাকবে। কিন্তু যদি সে এমন রোগী হয় যার সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তাহলে তৎক্ষণাৎ তা কার্যকর করতে হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যে যৌনাচারে হদ্দ ওয়াজিব হয় এবং যাতে হদ্দ ওয়াজিব হয় না

যে যৌনাচারে হদ্দ ওয়াজিব তা হলো যিনা। এ যিনা যদি নিছক হারামভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে হদ্দ ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয় তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। সন্দেহ হলো, এমন জিনিস যা স্বপ্রমাণিত কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় অথচ তা নিজে স্বপ্রমাণিত নয়। এরূপ সন্দেহ কয়েক প্রকার।

কাজের ক্ষেত্রে সন্দেহ ঃ উক্ত প্রকার সন্দেহকে পরিভাষায় 'শুবহায়ে ইশতাবাহ' বা সাদৃশ্যমূলক সন্দেহ বলে। এ প্রকারের সন্দেহে সন্দেহবাদী হালাল হওয়ার দলীলবিহীন অবস্থাকে হালালের দলীলরূপে মনে করে থাকে। এরূপ সন্দেহ কেবল ঐ ব্যক্তির বেলায় পাওয়া যায় যার কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে এবং সে তার মনে তা হালাল হওয়ার প্রবল ধারণা পোষণ করে। এ অবস্থায় সে যদি দাবি করে যে, সে তাকে হালাল মনে করে তার সাথে সঙ্গম করেছে, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না, আর যদি এরূপ দাবি না করে তাহলে হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।

মহলের মধ্যে সন্দেহ ঃ পারিভাষায় এরূপ সন্দেহকে 'শুবহায়ে হুকমিয়া' বলে। এ প্রকার সন্দেহ হওয়ার কারণ হলো, স্বয়ং মহলের মধ্যে হালাল দলীল আগে থেকে বিদ্যমান, কিন্তু কোন কারণবশত তাতে আমল করা নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাই তা এখানে সকলের ক্ষেত্রে সন্দেহ বলে গণ্য হবে এবং তা প্রমাণ অপরাধীর ধারণা ও হালাল হওয়ার দাবির উপর মাওকূফ থাকে না। সুতরাং উপরোক্ত উভয় প্রকার সন্দেহ দ্বারা হদ্দ রহিত হয়ে যায়। তবে দ্বিতীয় প্রকারের সন্দেহ যদি বাচ্চার দাবি করা হয়, তবে তার দ্বারা নসব সাব্যস্ত হবে আর প্রথমোক্ত সন্দেহের ক্ষেত্রে তার দাবি করা সত্ত্বেও নসব সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু 'মহরে মিস্ল' দিতে হবে।

আক্দের ক্ষেত্রে সন্দেহ হওয়া ঃ যখন আক্দ পাওয়া যায় চাই তা হলাল হোক অথবা হারাম হোক। এই হারাম হওয়ার ব্যাপারটি বিতর্কিত হোক কিংবা অবিতর্কিত হোক এবং সঙ্গমকারী করছে একথা সে জানুক অথবা না জানুক ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কোন অবস্থায়ই তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। অপর দিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি সে এরূপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজ্মা রয়েছে, তাহলে একে সন্দেহ হিসেবে

www.pathagar.com

গণ্য করা হবে না। এ অবস্থায় যদি হারাম সম্পর্কে তার জানা থাকে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে নচেৎ হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।

ইমাম ইস্‌বীজাবী (র) বলেন, এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, যখন অপরাধী সন্দেহের দাবি করে তার উপর প্রমাণ করে পেশ করবে তখন তার উপর হতে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য অনেক সময় শুধুমাত্র দাবি করার দ্বারাও রহিত হয়ে যায়। তরব বল প্রয়োগ এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সেক্ষেত্রে প্রমাণ কায়িম করা ছাড়া হদ্দ রহিত হয় না।

যদি কোন মহিলাকে তিন তালাক প্রদান করার পর রাজ'আতের ইদ্দত খতম হওয়ার পরে তালাকদাতা তার সাথে সঙ্গম করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত সঙ্গমকারীর উপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যদি কোন লোক তার পিতার স্ত্রী অথবা দাদার স্ত্রীর সাথে যিনা করে, তবে তার উপর হদ্দ অবধারিত হয়ে যাবে, যদিও সে বলে, আমার ধারণা হয়েছিল যে সে আমার জন্য হালাল।

যদি কোন বালক অথবা পাগল কোন বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলার সাথে যিনা এবং মহিলা স্বেচ্ছায় নিজেকে নিবেদন করে তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত বালক ও পাগলের উপর কোন প্রকার হদ্দ আরোপিত হবে না। আর যদি কোন বালিকার সাথে যিনা করে তবে তাদে কারো উপরই কোন হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এ অবস্থায় যিনাকারীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি বালক নিজেই যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তবে তার এ স্বীকারোক্তি দ্বারা কিছুই আবশ্যক হবে না। যদি কোন বালক কোন মহিলার সাথে যিনা করে তার কুমারিত্বের পর্দা অপসারিত করে ফেলে এবং মহিলা যিনা কর্মে অসম্মত থাকে, তবে ঐ বালক তার মহরের যিম্মাদার হবে। অনুরূপ কোন বালিকা যদি কোন বালককে নিজের দিকে আহবান করে এবং উক্ত বালক এ বলিকার কুমারিত্বের পর্দা অপসারিত করে ফেলে তাহলে বালকের উপর মহর ওয়াজিব হবে।

যদি কোন মহিলা কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট নিজেকে সমর্পন করে তবে এর দ্বারা তাদের কারো উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। শাসক কর্তৃক কোন ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করার পর সে যিনা করলে তার উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ শাসক ব্যতীত অন্য কোন লোকের দ্বারা বল প্রয়োগের কারণে যিনা করলেও ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কোন মহিলার বল প্রয়োগ করার পর সে যিনার জন্য রাযি হলে সর্বসম্মতিক্রমে হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

মোটকথা হদ্দ রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, যখন যিনাকারীর কোন একজনের উপর হতে হদ্দ রহিত হয়ে যায়, তখন শরীক হওয়ার কারণে অন্য

www.pathagar.com

জনের উপরও তা রহিত হয়ে যায়। যেমন—যিনাকারীদের একজন দাবি করল যে, সে তাকে বিয়ে করেছে, কিন্তু অপরজন তা অস্বীকার করে দিল। আর যখন তা কাজের অপূর্ণতার করণে রহিত হয়। তখন এ অপূর্ণতা যদি মেয়ের দিক হতে হয় তাহলে তার উপর হতে হদ্দ রহিত হবে, পুরুষের উপর থেকে হবে না। যেমন—সঙ্গম করা যায় এমন কোন বালিকা, পাগল মহিলা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা হয়েছে এমন কোন মহিলা অথবা ঘুমন্ত মহিলার সাথে যিনা করা দ্বারা তাদের উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু যিনাকারীর উপর তা প্রযোজ্য হবে। আর সেই অসম্পূর্ণতা যদি পুরুষের পক্ষ হতে হয়ে থাকে তাহলে তাদের উভয়ের উপর হতে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যিনার সাক্ষ্য দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করা

চারজন স্বাধীন মুসলিম পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত যিনার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। যদি যিনার ব্যাপারে চারের কম-একজন অথবা দুইজন অথবা তিনজন স্বাধীন মুসলিম পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং উক্ত সাক্ষীগণের উপর কাযাফের হদ্দ আরোপিত হবে।

চারজন লোক কোন একজন পুরুষের বিরুদ্ধে যিনার ব্যাপারে সাক্ষী প্রদান করার পর বিচারকের নিকট স্বীকারোক্তি করে বলে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাহলে তাদের উপর কাযাফের হদ্দ প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় বিচারক তাদের উপর উক্ত হদ্দ প্রয়োগ করার পূর্বেই যদি অপর চারজন লোক ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের এ সাক্ষ্য প্রদান বৈধ হবে এবং এ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্তের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত সাক্ষীগণের উপর হতে কাযাফের হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

বেত্রদণ্ড প্রয়োগের ফলে আহত অথবা মৃত্যুবরণ করার পর সাক্ষীগণ যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে এ জন্য ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সাক্ষীগণের উপর কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে দণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করলে তার আহত হওয়ার কারণে সাক্ষীগণের পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর মৃত্যুবরণ করলে দিতে হবে দিয়াত-রক্তপণ।

কোন গায়র মুহ্‌সিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বিচারক কর্তৃক বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করার ফলে দণ্ডিত ব্যক্তি আহত হওয়ার পর সাক্ষীগণের কোন একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়ার কারণে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। অনুরূপ ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মৃত্যুবরণ

www.pathagar.com

করার পরও প্রত্যাহারকারী অথবা বায়তুল মাল কারও উপরই এর ক্ষতিপূরণ প্রদান আবশ্যক হবে না।

বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করার সময় একটি মাত্র বেত্রাঘাত বাকি আছে এমতাবস্থায় যদি সাক্ষীদের কোন একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে সাক্ষীদের সকলের উপর কাযাফের হদ্দ অবধারিত হবে। এ অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হতে অবশিষ্ট হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

লোকেরা এবং সাক্ষীগণ মিলে রজম করতেছিল এমতাবস্থায় রজমকৃত ব্যক্তির মৃত্যুবরণ করার পূর্বে যদি সাক্ষীদের কোন একজন স্বীয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সাক্ষীদের উপর কাযাফের হদ্দ আরোপিত হবে।

যদি সাক্ষীগণ সকলে বিচারকের রায়ের ঘোষণা প্রদান ও তা কার্যকর হওয়ার পর নিজেদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তাদের সকলকে কাযাফের শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং সাক্ষীগণের মাল হতে তার ক্ষতিপূরণ শোধ করতে হবে।

যদি সাক্ষীর সংখ্যা পাঁচজন হয় এবং সাক্ষ্য প্রদান করার পর তাদের একজন নিজ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে অবশিষ্ট সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযুক্তের উপর যথারীতি হদ্দ বাস্তবায়িত হবে। যদি পাঁচজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যিনা ও মুহ্সিন হওয়ার সাক্ষী প্রদান করে এবং তাকে রজম করার পর তাদের থেকে একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে উক্ত প্রত্যাহারকারীর উপর কিছুই বর্তাবে না। কিন্তু উক্ত সাক্ষীর মত যদি আরেকজন সাক্ষী স্বীয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তবে তাদেরকে রক্তপণের এক-চতুর্থাংশ জরিমানা প্রদান করতে হবে এবং তাদের উভয়ের উপর কাযাফের হদ্দ আরোপিত হবে। এভাবে তাদের পর যে কোন একজন সাক্ষী স্বীয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিলে তার উপর রক্তপণের এক-চতুর্থাংশ প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যাবে। আর যদি সাক্ষীদের পাঁচজনের সকলে একসাথে প্রত্যাহার করে তবে তাদের প্রত্যেকের উপর রক্তপণের এক-চতুর্থাংশ করে ওয়াজিব হবে।

যদি ছয়জনের সাক্ষ্য দ্বারা কাউকে রজম করা হয়, তারপর তাদের থেকে দুইজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তা হলে তাদের উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। কিন্তু তাদের সাথে যদি আরেকজন প্রত্যাহার করে তবে তাদের উপর রক্তপণের এক চতুর্থাংশ পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে যাবে এবং তাদের উপর কাযাফের হদ্দ আরোপিত হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

সাক্ষীদের সাক্ষ্যে মতানৈক্য

যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে এই মহিলার সাথে যিনা করেছে। তারপর তাদের দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে এই বাড়ির অমুক ঘরে এই মহিলার সাথে যিনা করেছে। আর অন্য দুইজন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এ মহিলার

www.pathagar.com

সাথে এ বাড়ির অন্য ঘরে যিনা করেছে। এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

যদি চারজন লোক কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তার সাথে জুম'আর দিন যিনা করেছে, এবং অপর দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার সাথে শনিবার যিনা করেছে অথবা তাদের দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার সাথে এ বাড়ির উপরিভাগে যিনা করেছে এবং অপর দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার সাথে এ বাড়ির নিচের দিকে যিনা করেছে অথবা তাদের দুইজন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার সাথে অমুকের বাড়িতে যিনা করেছে এবং অপর দুইজন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার সাথে অন্য কোন ব্যক্তির বাড়িতে যিনা করেছে তবে এসকল ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ও সাক্ষী কারও উপর কোন প্রকার শাস্তি আরোপিত হবে না।

যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার সাথে বসরাতের সূর্যোদয়ের সময় যিনা করেছে। অপর দিকে অন্য চারজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে একই সময় তার সাথে কুফাতে যিনা করেছে, তবে এ অবস্থায় অভিযুক্ত কারও উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। যদি সাক্ষীদের দুইজন এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার সাথে ঘরের এই কোণে যিনা করেছে, আর অপর দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার সাথে অন্য কোণে যিনা করেছে তবে এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়ের উপর হদ্দ আরোপিত হবে। কেননা হতে পারে যে, যে যিনার শুরুতে এই কোণে অবস্থান করছিল এবং শেষের দিকে অপর কোণে চলে গিয়েছিল। তবে এটা হবে তখন যখন ঘরটি আকারে ছোট হয়। আর যদি তা আকারে বড় হয় তাহলে এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

যদি চারজন সাক্ষী এমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অমুক পুরুষ যিনা করেছে এরপর তাদের মাঝে যিনাকৃত মহিলা অথবা যিনার স্থান অথবা যিনার সময় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তা হলে এ অবস্থায় তাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এজন্য সাক্ষীদের উপর কোন প্রকার শাস্তিও আরোপিত হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

বিচারকের জন্য যিনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি

যখন চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির যিনার ব্যাপারে একই মজলিসে সাক্ষ্য প্রদান করবে তখন বিচারক তাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিনি তাদেরকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করবেন যে, যিনা কি এবং তা কোথায় হয়েছে? উত্তরে তারা যখন যিনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বলবে যে, আমরা অপরাধীকে তার যৌনাঙ্গ সুরমাদানীতে সুরমা শলাকা যেভাবে প্রবিষ্ট করানো হয় সেভাবে প্রবিষ্ট করতে

দেখেছি। তখন বিচারক তাদেরকে যিনার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তরে সাক্ষীগণ যখণ যিনার অবস্থার বিবরণ পেশ করবে তখন বিচারক তাদেরকে যিনার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাক্ষীগণ সময় সম্পর্কে বিবরণ পেশ করার পর বিচারক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, কার সাথে যিনা করেছে? এরপর তিনি তাদেরকে যিনা যে স্থানে সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বরবেন। সাক্ষীগণ স্থানের বিবরণ পেশ করার পর বিচারক যদি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন, তাহলে তিনি অভিযুক্তকে তার ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তরে অভিযুক্ত যদি বলে যে, আমি মুহ্সিন অথবা অস্বীকৃতির পর সাক্ষীগণ তার মুহ্সিন হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে তখন বিচারক ইহ্সান কাকে বলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তরে অভিযুক্ত নিজে অথবা ইহ্সানের যথার্থ বিবরণ পেশ করতে সক্ষম হলে বিচারক অভিযুক্তের ব্যাপারে রজমের নির্দেশ দিবেন। পক্ষান্তরে অভিযুক্ত যদি বলে যে, আমি মুহ্সিন নই এবং সাক্ষীগণ এ ব্যাপারে সাক্ষী প্রদান না করে তাহলে বিচারক বেত্রদণ্ডের নির্দেশ প্রদান করবেন। আর বিচারক যদি সাক্ষীগণের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হন তাহলে সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে আটকিয়ে রাখবেন।

চারজন সাক্ষী যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের পর বিচারক তাদেরকে যিনার অবস্থা ও যিনা কি ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তরে সাক্ষীগণ যদি বলে যে, আমরা যা যা দেখেছি এর চেয়ে আর কিছুই বলব না, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে সাক্ষীদের সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার কারণে তাদের উপর কাযাফের হদ্দ আরোপ করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

অনুরূপ কোন আকিল, বালিগ ব্যক্তি যদি চারটি পৃথক মজলিসে বিচারকের নিকট যিনার স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং বিচারক তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে নিশ্চিত হন যে, তার বুদ্ধি ঠিক আছে এবং সে এমন ব্যক্তি যার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, যিনা কী, যিনা কী অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, কার সাথে যিনা হয়েছে, কোথায় যিনা হয়েছে ও কখন যিনা করেছে? উত্তরে সে যখন তার বিবরণ পেশ করবে এবং তার বক্তব্য হতে প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, সে যিনা করেছে। তখন বিচারক তাকে ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন সে যদি বলে যে, আমি মুহসিন। বিচারক ইহ্সান কাকে বলে জিজ্ঞাসা করবেন। সে ইহ্সানের বিবরণ পেশ করার পর বিচারক তার প্রতি রজমের নির্দেশ প্রদান করবেন। আর যদি সে বলে যে, আমি মুহসিন নই এবং সাক্ষীগণ তার মুহ্সিন হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তার দ্বারা তার মুহসিন হওয়া প্রমাণিত হয় তবে এ অবস্থায়ও বিচারক তার প্রতি রজমের নির্দেশ দিবেন।

www.pathagar.com

তবে বিচারকের পক্ষ হতে স্বীকারোক্তিকারীকে এভাবে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া মুস্তাহাব যে, সম্ভবত তুমি চুমো দিয়েছ, অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করেছ অথবা তুমি সন্দেহের বশে তার সাথে সঙ্গম করেছ-যিনা করোনি। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে মুহসিনের সংজ্ঞা ও তার উপর হদ্দ কার্যকর করার পদ্ধতি

'মুহসিন' শব্দটি আরবী 'ইহ্সান إِحْصَانٌ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহ্সান শব্দের অর্থ কিল্লায় প্রবেশ করা। বলা হয় 'আহ্সান' أَحْصَنَ। অর্থাৎ সে কিল্লায় প্রবেশ করেছে। তাই مُحْصَنٌ মুহ্সিন শব্দের অর্থ কিল্লায় প্রবেশকারী। পরিভাষায় মুহ্সিন مُحْصَنٌ বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যার সাথে সাতটি গুণ পাওয়া যায় ঃ ১. বুদ্ধিমান হওয়া, ২. বালিগ হওয়া, ৩. স্বাধীন হওয়া ৪. মুসলমান হওয়া ৫. সহীহ্ বিবাহ সম্পন্ন হওয়া, ৬. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বুদ্ধিমান হওয়া, বালিগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং ৭. সহীহ্ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সঙ্গম সংঘটিত হওয়া। কোন ব্যক্তির মাঝে এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে সে মুহসিনরূপে পরিগণিত হবে। (বাদায়িউস্ সানায়ে, ৫ম খণ্ড)

মুহসিন ব্যক্তির শাস্তি হলো রজম। রজম কার্যকর করার ব্যাপারে বিচারকের জন্য মুস্তাহাব হলো, তা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে মুসলিমদেরকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা। বিচারকের নির্দেশক্রমে লোকেরা একত্রিত হওয়ার পর রজমকৃত ব্যক্তির পাশে নামাযের মত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। একদল রজম করার পর তারা পিছিয়ে আসবে। তারপর আরেক দল গিয়ে রজম করবে। প্রথমে সাক্ষীগণ রজমের সূচনা করবে। তারপর বিচারক এবং সর্বশেষে সাধারণ মানুষ রজম করবে। সাক্ষীগণের সকলে অথবা তাদের যে কোন একজন রজমের সূচনা করতে অস্বীকৃত হলে অথবা তাদের কেউ মারা গেলে অথবা উপস্থিত থাকলে অথবা সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে রজম রহিত হয়ে যাবে। রজমকৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করে তাকে তাতে স্থাপন করা যেতে পারে। গর্ত খনন না করাতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে গর্ত খনন করা উত্তম বটে। আর রজমকৃত যদি পুরুষ হয় তবে তার জন্য গর্ত খনন করবে না। রজমকৃত ব্যক্তিকে রজম করার সময় কোন কিছুর সাথে বেঁধে আটকে রাখা যাবে না বরং এ সময় তাকে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ছেড়ে রাখবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

সাক্ষী থেকে শুনে সাক্ষী প্রদান করা

যদি চারজন লোক অপর চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে তবে এ জন্য অভিযুক্তের উপর দণ্ড আরোপ করা যাবে না। এরপর যদি মূল সাক্ষীগণ উপস্থিত হয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সেই যিনার

বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে তবু তার উপর শাস্তি বিধান করা যাবে না এবং এ জন্য মূল সাক্ষীসহ সাক্ষীদের কারও উপর কাযাফের হদ্দ আসবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

দোব্‌রার শাস্তিযোগ্য বিভিন্ন অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের পদ্ধতি

যিনার অপরাধী যদি মুহসিন না হয় তাহলে তার শাস্তি হলো' একশ বেত্রাঘাত যদি সে স্বাধীন হয়। আর যদি গোলাম হয় তাহালে তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করবে। বিচারক বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করবেন। গেরো বিহীন কোন মধ্যম ধরনের বেত দ্বারা আঘাত করবে যাতে তার কষ্ট অতি তীব্র না হয় এবং অতিশয় সাধারণও না হয়। এমন লোক দ্বারা তা কার্যকর করতে হবে যে বুদ্ধিমান ও দৃষ্টি সম্পন্ন। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে অপরাধী যদি পুরুষ হয় তাহলে দণ্ড প্রদানের পূর্বে তার অতিরিক্ত কাপড় চোপড় খুলে নিবে এবং এক বস্ত্রের মধ্যে তাকে প্রহার করবে। প্রহারের সময় তাকে বন্ধনমুক্ত রাখবে ও সে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে। কিন্তু বন্ধনমুক্ত অবস্থায় প্রয়োগে অসুবিধা হলে বেঁধে নিতে কোন আপত্তি নেই। আর অপরাধী পুরুষ না হয়ে যদি মহিলা হয়, তাহলে আব্রুর হিফাযত হয় এ পরিমাণ বস্ত্র রেখে অতিরিক্ত কাপড় সরিয়ে ফেলবে। তাকে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রহার করবে।

অপরাধী নারী হোক অথবা পুরুষ বেত্রদণ্ড প্রয়োগের সময় তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথকভাবে প্রয়োগ করবে। বেত্রদণ্ডের আওতা হতে লজ্জাস্থান, মুখমণ্ডল ও মস্তক মুক্ত রাখবে। বেত্রদণ্ড ও রজম এক সাথে আরোপ করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যিনার অপরাধে যার উপর হদ্দ কার্যকর হয় না

কোন পাগল যিনা কি তা বুঝতে পারে ও এমন শিশু যদি কারো সাথে সঙ্গম করে এবং যুদ্ধের পরে বন্দী করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয়েছে, বন্টনের পূর্বে এমন বাঁদীর সাথে উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন মুজাহিদ সঙ্গমে উপনীত হলে তার উপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কোন মহিলার সাথে সন্দেহমূলক উপায়ে সঙ্গম করে তবে তার উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

'আসল' নামক পুস্তকে আছে যে, কোন বোবা ব্যক্তিকে যিনার অপরাধে দণ্ডিত করা যাবে না, যদিও সে ইঙ্গিত অথবা লিখিতভাবে তার স্বীকারোক্তি প্রদান করে অথবা সাক্ষীগণ তার সম্পর্কে এর সাক্ষ্য প্রদান করে। যে ব্যক্তি দারুল হরবে অথবা বিদ্রোহ নিবাসে যিনা করার পর দারুল ইসলামে আগমন করে তার উপর যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি সারিয়্যার সাথে দারুল হারবে গমন এবং সেখানে যিনা করে তার উপর যিনার শাস্তি আরোপিত হবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর

www.pathagar.com

মতে মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা গ্রহণ করা কোন পুরুষ অথবা কোন নারীর উপরও যিনার শাস্তি কার্যকর হবে না।

যিনার অপরাধে যার উপর হদ্দ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে

যিনার অপরাধী যদি অসুস্থ হয় এবং তার উপর রজমের নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে সুস্থতার অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিকভাবে তা কার্যকর করবে। আর বেত্রদণ্ডের নির্দেশ হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ না করে সুস্থতার অপেক্ষা করবে। কিন্তু যদি সুস্থতা এমন না হয় যে, তা ভালো হওয়ার কোন আশা নেই তাহলে দণ্ডাদেশের সাথে সাথেই তা কার্যকর করবে। নিফাস সম্পন্না মহিলার অবস্থা অসুস্থ ব্যক্তির মত। কাজেই এরূপ মহিলার উপর বেত্রদণ্ডের হদ্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিফাস হতে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। হায়িয বিশিষ্টা মহিলাকে সুস্থ গণ্য করা হয়ে থাকে। তার উপর হদ্দ প্রয়োগের জন্য কোন কিছুর অপেক্ষা করতে হবে না।

অপরাধী যদি সন্তান সম্ভবা মহিলা হয়ে থাকে তাহলে বেত্রদণ্ড হোক অথবা রজম এ অবস্থায় তার উপর এর কোনটি প্রয়োগ করা যাবে না। তখন তার যিনা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক রাখতে হবে। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর দেখতে হবে যে, সে মুহ্সিনা কি না। যদি মুহসিনা হয় এবং তার সন্তানের দুগ্ধপানের বয়স শেষ হয়ে যায়, অথবা কেউ এর দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে তার উপর রজম কার্যকর করবে। আর মুহ্সিনা না হলে নিফাস হতে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং তাহার হদ্দ কার্যকর করবে। কিন্তু এই দণ্ডাদেশ যদি তার নিজের স্বীকারোক্তির কারণে হয় তাহলে তাকে আটকে না রেখে বলবে যে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর ফিরে এসো। তারপর সে ফিরে এলে তার উপর রজম প্রয়োগ করা হবে, যদি কেউ শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে। অন্যথায় শিশুর দুগ্ধ ছাড়ানো পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া হবে। যিনার স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সন্তান সম্ভবা মহিলা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়ের অবকাশ পাওয়ার পর ফিরে আসতে যদি বিলম্ব করে এবং বলে যে, আমি সন্তান ভূমিষ্ট করিনি অথবা সাক্ষীগণ কোন মহিলার ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করার পর যদি মহিলা বলে যে, আমি সন্তান সম্ভবা তাহলে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং বিচারক মহিলাদের দ্বারা তাকে যাচাই করবেন। মহিলাগণ যদি বলে যে, সে সন্তান সম্ভবা তাহলে বিচারক তাকে দুই বৎসর সময় দিবেন। এর মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ট না হলেও বিচারক তার রজম কার্যকর করবেন। গোলামের মালিক গোলামের উপর বিচারকের নির্দেশ ব্যতীত শাস্তি দণ্ড কার্যকর করতে পারবে না। অনুরূপ প্রচণ্ড শীত অথবা প্রচণ্ড গরমের সময়ও হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

পশুর সাথে সঙ্গম করা

হানাফী ফকীহ্গণের মতে পশুর সাথে সঙ্গমকারীর উপর যিনার শাস্তি প্রয়োগ হবে না। তবে তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবে। কেননা অপরাধ ও কারণ কোন দিক থেকে তা যিনার সংজ্ঞায় পড়ে না। বস্তুত এমন এক গর্হিত বিষয় যে ব্যাপারে যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন লোক ঘৃণা পোষণ করে। অতিশয় নির্বোধ ও যৌন-উন্মাদ ছাড়া কারও পক্ষে এহেন কাণ্ড ঘটানো সম্ভব নয়। যেহেতু শরীয়ত কোন নির্দিষ্ট হদ্দ আরোপ করেনি, তাই এ ধরনের অপরাধ প্রামাণিত হলে তা'যীরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ ধরনের অপরাধী যে পশুর সাথে সঙ্গম করেছে, সে পশুটিকে প্রথমে যবেহ্ করবে। এবং পশুটি হালাল না হলে তা জ্বালিয়ে দিবে এবং সঙ্গমকারী পশুটির মালিক না হলে তার কাছ থেকে এর জরিমানা আদায় করে নিবে। আর পশুটি যদি হালাল হয় তা হলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তা না পুড়িয়ে গোশ্ত ভক্ষণ করবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যবেহ্ করার পর তা পুড়িয়ে দিবে এবং সে এর মালিক না হলে তার নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা

যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে তার উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তাকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করবে এবং জেলখানায় আটকিয়ে রাখবে, যে পর্যন্ত না সে তাওবা করে অথবা মৃত্যুবরণ করে। এটা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। অপরদিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, তার এ কাজটি যিনার মত। কাজেই তার উপর যিনার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। সে মুহ্সিন হলে তাকে রজম করা হবে। নচেৎ তার উপর বেত্রদণ্ড আরোপ করা হবে। (ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড ও আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

সমকামিতা

সমকামিতা একটি জঘন্য অপকর্ম। পবিত্র কুরআনে কাওমে লূত-এ অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল বলে উল্লেখ আছে। সমকামিতায় অভ্যস্ত ব্যক্তি সে মুহসিন হোক অথবা গায়রে মুহ্সিন সামাজিক শৃঙ্খলা সুরক্ষার জন্য শাসক তাকে হত্যা করবেন। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড)

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদ ও মাদক দ্রব্য

মদ ও মাদক দ্রব্যের প্রতি কোন কোন মানুষের আকর্ষণ আদিকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশেষ জনগোষ্ঠির মধ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার চলে আসছে কখনো আনন্দের উপাদান হিসাবে আবার কখনো বা ধর্মীয় উৎসবে। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব সমাজে মদ পানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর পর্যায়ক্রমে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার অনুষ্ঠানরূপে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে মাদক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে মানুষ পপির নির্যাস গ্রহণ করত। তখন মরফিন ও হিরোইন আবিষ্কৃত হয়নি। দক্ষিণ আমেরিকার কোকা গাছ থেকে কোকেন প্রস্তুত হবার বহু আগে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা কোকাপাতা চিবিয়ে খেত। মেক্সিকোতে বসবাসরত ইণ্ডিয়ানরা (Azteo) খ্রিস্টপূর্ব ১০০ সনে Halluc- inogemic psilocybin mashrooms নামক উদ্ভিদের নির্যাস গ্রহণ করতো। আধ্যাত্মিক সাধনায় ও ধর্মীয় উৎসবে একে তারা বলত Flesh of the Gods বা ঈশ্বরের দেহ মাংস। ফনীমনসা জাতীয় Peyote গাছের নির্যাসও তারা ব্যবহার করত। আমেরিকার গির্জাগুলোতে Peyote ক্যাকটাস ব্যবহারের নিয়ম ছিল। ঐ অঞ্চলের লোকেরা ক্যাকটাস শুকিয়ে খেত। এসব উদ্ভিদের ব্যবহার হতো কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য আবার কখনো মানসিক বিপর্যয় ও দুঃখ কষ্ট থেকে সাময়িক পরিত্রাণের জন্য। এই বহুবিধ ব্যবহার বিভিন্ন কৃষ্টি, ধর্ম ও সামাজিক বিধি অনুসারে হতো। মোটকথা মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা সুপ্রাচীন। তবে পূর্বে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে। কিন্তু কালক্রমে মাদকাসক্তি সংক্রামক ব্যাধিটির মত ছাড়িয়ে সন্ত্রাস ও আতঙ্ক। এক সময় তা ছিল পাশ্চাত্যের সমস্যা। এখন তা প্রাচ্য দেশগুলোকেও সমস্যা করে তুলেছে। এক কথায় বর্তমানে পৃথিবীর কোন দেশই এর মরণ-ছোবল থেকে মুক্ত নয়। এর ফলে প্রতিটি দেশ সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের অতল গহবরে তলিয়ে যাচ্ছে। টাকা পয়সা ধন-সম্পদ আকল মেধা বিশেষ করে আজকের যুবশক্তি ক্রমেই পতনের দিকে ধেয়ে চলেছে। এ ধ্বংস থেকে সমাজ বিশেষত যুব সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

www.pathagar.com

মদ ও মাদক দ্রব্য ঃ প্রকারভেদ, সংজ্ঞা ও হুকুম

সাধারণত মাদক দ্রব্য তিন প্রকার ঃ ১. খাম্‌র (اَلْخَمر)-এর আভিধানিক অর্থ আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া ইত্যাদি। শরী'য়তের পরিভাষায় ঃ

النيئ من ماء العنب اذا اشتد و غلا وقذف بالزبد

আঙ্গুরের কাঁচা রস আগুনে জ্বাল দিয়ে ফুটানোর পর তাতে ফেনা সৃষ্টি হলে তাকে খাম্‌র বলে।

খামর অল্প হোক আর বেশি— পান করা হারাম। খামর পানকারী ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা হবে। এক ফোঁটা পান করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। খামর নাপাক। এর বেচাকেনা সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয অর্থাৎ হারাম।

২. এমন মাদ্রক দ্রব্য যা প্রকৃত খামর (মদ) নয়। তবে খাম্‌র এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এগুলো আবার তিন প্রকার ঃ

(ক) তিলা (الطلاء) ঃ আঙ্গুরের রস পাকানোর পর যদি দুই তৃতীয়াংশের মত শুকিয়ে যায়, তবে একে তিলা (الطلاء) বলে।

(খ) নাকীউত তামার (نقيع التمر) বা সাকার (السكر) শুকনা খেজুরের শরাব পানিতে ভিজিয়ে তৈরি করা হয়।

(গ) নাকীউয যাবীব (نقيع الزبيب) ঃ কিসমিস কয়েকদিন পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর তাতে ভাপা সৃষ্টি হয়, তখন একে নাকীউয যাবীব বলে।

উপরোক্ত শরাব সমূহও কম বেশি সবই হারাম আর তা নাপাকও বটে। তবে কেউ তা পান করলে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত তার উপর দণ্ডাদেশ জারী করা হবে না। এ জাতীয় শরাব বেচাকেনা করাও জায়িয নেই।

(৩) উপরোক্ত চার প্রকারের মদ ও মাদক দ্রব্য ছাড়া আরো কিছু মাদক দ্রব্য রয়েছে যা স্বল্প পরিমাণে পান করা হারাম নয়। কিন্তু নেশা সৃষ্টি হয় এ পরিমাণ পান করা হারাম। যেমন নাবীযুত তামার (نبيذ التمر) খেজুর ভিজানো পানি বা 'নাবীযুয যাবীব' (نبيذ الزبيب) কিসমিস ভিজানো পানি। যা সমান্য জ্বাল দেওয়া হয়েছে অথবা আঙ্গুরের রস জ্বাল দেওয়ার পর যার দুই-তৃতীয়াংশ ও অন্যান্য শস্যদানা ভিজিয়ে তৈরি করা নাবীয। (তাকমিলা ঃ মাওলানা তকী উসমানী, ৩য় খণ্ড)

হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, তৃতীয় প্রকারের দ্রব্যসমূহ মদরূপে সেবন করলে হারাম হবে। এভাবে স্বল্প পরিমাণ সেবন করলে হারাম হবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া অনুসারে অধুনা বিশ্বে প্রচলিত মাদক দ্রব্যগুলোকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. চেতনানাশক বেদনা উপশমকারী মাদক দ্রব্য।

২. মনোদ্দীপক বা উত্তেজক মাদক দ্রব্য।

www.pathagar.com

৩. অবসাদ সৃষ্টিকারী মাদক দ্রব্য।
৪. স্নায়ুবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী মাদক দ্রব্য।
৫. বিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক দ্রব্য।
৬. নাসিকা রন্ধ্রে গ্রহণযোগ্য মাদক দ্রব্য।

এগুলো প্রত্যেকটির আবার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে ঃ

১. চেতনানাশক বেদনা উপশমকারী মাদক পর্যায়ভুক্ত রয়েছে—আফিম, মরফিন, হিরোইন এবং ফেন্সিডিল ইত্যাদি।

২. মনোউদ্দীপক মাদক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে—কোকেন, এম ফেটামিন্‌স ও কোকেন ইত্যাদি।

৩. অবসাদ সৃষ্টিকারী মাদক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে—বারবিচ্যুরেট্‌স ও মেথাকোয়ালোন ইত্যাদি।

৪. স্নায়ুবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী মাদক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে—জায়া জিপাম, নাইট্রাজিপাম ও ক্লোর ডায়াজিপোক্সাইড ইত্যাদি।

৫. বিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক দ্রব্য হচ্ছে—ক্যানাবিস গাজা, হাশিশ, মারিজুয়ানা, ভাং ও এল, এস, ডি।

৬. নাসিকারন্ধ্রে গ্রহণযোগ্য মাদক দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে—এরোসোল্‌স, লাইটার ফ্লুইড, বার্ণিল রিমোভার, নেলপালিশ রিমোভার, পেইন্ট থিনার, স্পট রিমোভার, ক্লিনিং সল্যুশন্‌স, গুল ইত্যাদি। এগুলো ইনহেলেন্টরূপে ব্যবহৃত হয়।

এসব নেশাকর মাদক দ্রব্য ড্রাগ হিসেবেই বর্তমানে সেবন করা হয় তাই এগুলো সবই হারাম। কেননা এগুলো সেবন করলে শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি হওয়া নিশ্চিত। এ জন্য হানাফী মাযহাবের জনৈক বিজ্ঞ ফকীহ্ বলেছেন ঃ

ان من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع

"যে ব্যক্তি বলবে, হাশীশ হালাল সে ধর্মদ্রোহী ও বিদ'আতী"। আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়া (র) বলেন, হাশীশ সেবন করা হারাম। অধিকন্তু এসব নেশাকর দ্রব্য সেবন করা প্রকারান্তরে নিজেকে হত্যা করার শামিল। নিজেকে নিজে হত্যা বা ধ্বংস করা প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৫) (আল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

উল্লেখ্য যে, শারীরিক বা মানসিক রোগীকে অপরিহার্য ঔষধ হিসেবে বিজ্ঞ চিকিৎসক এই জাতীয় কোন দ্রব্য সেবনের পরামর্শ দিলে তা সেবন করা বৈধ হবে।

www.pathagar.com

মদ হারাম হওয়ার ইতিবৃত্ত

মদ সম্পর্কে কুরআন মজীদে চারখানা আয়াত নাযিল হয়েছে। মদ সম্পর্কে প্রথমে যে আয়াত নাযিল হয় তাতে মদের বৈধতার প্রতি ইংগিত ছিল। আয়াতটি মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ .

এবং খেজুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য সংগ্রহ করে থাক, তবে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা নাহ্ল ঃ ৬৭)

তখন মদ অবৈধ ছিল না বিধায় মুসলমানদের অনেকেই সে সময় মদপান করতেন। পরবর্তী সময়ে হযরত উমর, মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা) এবং আরো কতিপয় সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে ফাত্ওয়া দিন। এতে আক্ল নষ্ট হয় এবং মাল ধ্বংস হয়। তখন নাযিল হলো ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا .

লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কেউ কেউ মদপান করা ছেড়ে দেন আবার কেউ পূর্ববৎ মদপানে অভ্যস্ত থাকেন। এ সময়ের মধ্যে একবার হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) কতিপয় সাহাবীকে দাওয়াত করেন। তারা খানা খাওয়ার পর মদপান করেন এবং উন্মাদ হয়ে পড়েন। এ সময় তাদের কোন একজন নামায পড়তে গিয়ে পাঠ করেন ফেলেন

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ .

৴ অক্ষরটি বাদ দিয়ে পাঠ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ .

হে মু'মিনগণ! মদ্যপানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

www.pathagar.com

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদ্যপায়ী লোকদের সংখ্যা প্রচুর হ্রাস পায়। পরবর্তীতে উসমান ইব্‌ন মালিক (রা) একদল আনসারী সাহাবীকে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। তারা খানা খাওয়ার পর মদপান করে উন্মাদ হয়ে পড়েন। এ সময় হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তিনি আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের খুব গুণগান বর্ণনা করেন। এ কবিতা শুনে এক আনসারী যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ড দেশের একটি হাড় হযরত সা'দ (রা)-এর মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পড়ে সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসারী যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন ঃ

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا

হে আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বিধান বলে দিন। হযরত উমর (রা) ও আল্লাহ্‌র দরবারে অনুরূপ দু'আ করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمْ وَالْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ .

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না। (সূরা মায়িদা ঃ ৯০-৯১)

(আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড, ও মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন ঘোষককে তা প্রচারের জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি মদীনার গলি গলি ঘুরে এ কথার ঘোষণা করলেন এবং এ হুকুম সর্বত্র পৌঁছিয়ে দিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর ঘরে লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। উক্ত ব্যক্তি এ মর্মে ঘোষণা দিলেন। তখন আবূ তালহা (রা) আমাকে বললেন, বেরিয়ে দেখ তো ঘোষণা

www.pathagar.com

কিসের? হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি বেরুলাম এবং এসে বললাম, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ মদ হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন, যাও: এগুলো সব ঢেলে দাও। (আনাস রা) বলেন, সেদিন মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। (বুখারী, ২য় খণ্ড)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, "মদপান করা হারাম" একথাটি একবারে নাযিল হয়নি। বরং পর্যায়ক্রমে তা নাযিল হয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে আলিমগণ বলেন যে, তখনকার লোকেরা মদ্যপানে খুবই অভ্যস্ত ছিলেন। কাজেই একবারে মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞার হুকুম অবতীর্ণ হলে, এ হুকুম পালন ও বাস্তবায়িত করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হতো।

তাঁদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্ তা'আলা এ হুকুম একবার নাযিল না করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছেন। (প্রাগুক্ত)

মদ হারাম হওয়ার দলীল

ইসলামে সকল প্রকার মদ ও মদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে স্থায়ীভাবে হারাম। কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণা থেকে তা প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ .

হে মু'মিনগণ! মদ; জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ, জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না। (সূরা মায়িদা ঃ ৯০-৯১)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে মদপান করাকে ঘৃণ্য কাজ বলা হয়েছে। আর ঘৃণ্য কাজ সর্বদাই পরিত্যায্য। এর দ্বারাও মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। এমনিভাবে এ আয়াতে একে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে, এতেও মদপান করার বিষয়টি হারাম বলে প্রতীয়মান হয়। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে মদপান করার বিষয়টিকে জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণয়ক শর এর ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে একত্রিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণয়ক

www.pathagar.com

শর ইত্যাদির ব্যবহার এবং এগুলোর উপর বিশ্বাস রাখা যেমনিভাবে হারাম ঠিক তদ্রুপ মদপান করাও হারাম। অধিকন্তু فَاجْتَنِبُوْهُ (তোমরা তা বর্জন করবে। আয়াতাংশ দ্বারাও মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। কেননা মদ হালাল হলে আল্লাহ্ তা'আলা তা বর্জন করার হুকুম করতেন না। (প্রাগুক্ত)

আর দ্বিতীয় আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, শয়তান মদ, জুয়া ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদেরকে যিক্র ও সালাত আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই মদপান করা কোনভাবেই জায়িয হতে পারে না।

মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه

আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, ক্রয়কারীর উপর, বিক্রয়কারীর উপর, প্রস্তুতকারীর উপর, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার উপর, বহনকারীর উপর এবং যার জন্য বহন করে আনা হয় তার উপর। (আবূ দাঊদ)

মদ এবং নেশাজাতীয় সমস্ত মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন।,

الا ان كل مسكر على كل مؤمن حرام

নিশ্চয়ই নেশা জাতীয় পানীয় বস্তু মু'মিনদের সকলের জন্যই হারাম। (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড) মদ, মদের ব্যবসা এবং এর বিক্রি লব্ধ টাকা পয়সা ভক্ষণ করা হারাম।

মদ ও মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

মদ ও মাদক দ্রব্য সেবনের মধ্যে বহু অপকারিতা নিহিত আছে।

১. মদ্যপায়ী ব্যক্তি যখন মদপান করে তখন তার থেকে ঈমানের নূর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

নবী (সা) বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মদপান করার সময় ঈমানদার অবস্থায় থাকে না। এমনিভাবে চোর চুরি করার সময় ঈমানদার অবস্থায় থাকে না। (বুখারী)

www.pathagar.com

২. মদপানকারী ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه

আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন ১. মদের উপর ২. মদ্যপায়ীর উপর ৩. মদ পরিবেশন কারীর উপর ৪. ক্রয়কারীর উপর ৫. বিক্রয়কারীর উপর ৬. প্রস্তুতকারীর উপর ৭. যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার উপর ৮. বহনকারীর উপর এবং ৯. যার জন্য বহন করে আনা হয় তার উপর। (আবূ দাঊদ)

৩. মদ্যপানের কারণে দুঃশ্চিন্তা, রিয্কের সংকীর্ণতা চেহারা বিকৃত এবং ভূমিকম্প ও ভূমি ধসে যাওয়া ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। হাদীসে এর প্রতি ইংগিত বিদ্যমান রয়েছে।

ليكونن فى هذه الامة حسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا معازف

এ উম্মত যখন মদপান করবে, গায়িকাদের দ্বারা গান করাবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে তখন তাদের মধ্যে ভূমিকম্প, প্রস্তুর বৃষ্টি এবং আকৃতি বিকৃত হওয়া সংঘটিত হবে। (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড)

৪. মদ পানের কারণে মদ্যপায়ী ব্যক্তির সর্বপ্রকার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা এ হচ্ছে সমস্ত গুনাহের উৎস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

إجتنبوا الخمر فانها أم الخبائث-

তোমরা সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য পরিহার করবে। কেননা, তা হচ্ছে সমস্ত পাপের উৎস। (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড)

৫. মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মহিলাদের জননেন্দ্রিয় থেকে নির্গত পুঁতিগন্ধময় পুঁজ পান করানো হবে।

৬. মূর্তি ও প্রতিমা পূজারীর মত মদখোর ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

شارب الخمر كعابد وثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى

মদখোর ব্যক্তি প্রতিমা পূজারীর মত এবং মদখোর ব্যক্তি লাত ও উয্যা পূজারীর মত (কান্যুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড) এই তুলনা হারাম হওয়ার দিক থেকে হতে পারে। এমনিভাবে শাস্তির দিক থেকেও হতে পারে।

www.pathagar.com

৭. চরম পিপাসিত অবস্থায় মদখোর ব্যক্তি ময়দানে হাশরে উপস্থিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

من شرب الخمر اتى عطشان يوم القيامة

মদপানকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পিপাসার্ত অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। (কান্যুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড)

৮. মদখোর ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও তার নসীব হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

ثلثة قد حرم الله عليهم الجنة مد من الخمر والعاق والديوث الذى يقر فى أهله الخبث.

তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। ১. মদাসক্ত ব্যক্তি।

২. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান ৩. আর দায়ূস-যে তার পরিবারে যিনা জাতীয় পাপকর্ম জারী রাখে। (মিশকাত)

৯. মদপানকারী ব্যক্তি লাঞ্ছনা ও হেয়তার উপযুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لا تسلموا على شربة الخمر .

তোমরা মদখোর ব্যক্তিকে সালাম করবে না।

১০. মদ্যপানের ফলে মানুষ যত পাগল হয় এবং পেটের রোগে আক্রান্ত হয় ততটা আর কিছুতে হয় না।

১১. নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মাতাল হয়ে আপনজনকেও অনেক সময় হত্যা করে বসে।

১২. মদ্যপানের কারণে যে সব রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয় তা বংশ পরম্পরায় চলতে পারে। (আল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)।

ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ "খাওয়াতির মাওয়ানিহ্ ফিল ইসলাম" এ লিখেছেন, " প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য এই মদ ছিল অব্যর্থ তালোয়ার।" আমরা আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরী'য়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে-মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি। ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলছে। এরা যদি আমাদের এ উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত; যে ভাবেই তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠি গ্রহণ করে নিয়েছে

www.pathagar.com

তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্ত হয়ে যেত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত মদের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা তাদের মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।

জনৈক বৃটিশ আইন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, "ইসলামী শরী'য়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে এতে মদপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে; তখন থেকেই তাদের মধ্যে উন্মাদনা সংক্রমিত হতে থাকে। আর ইউরোপের লোকেরা যখনই এই বস্তুকে চুমুক দিতে শুরু করেছে কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্য যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যও এর কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা অপরিহার্য।" (মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)

মদপানের শাস্তি

মদ্যপান ইসলামী শরী'য়তের দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ্, হারাম এবং ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এজন্য শরী'য়ত অনুযায়ী শাস্তিদান একান্তই কর্তব্য। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে দোর্‌রা। যদি কারো মদপান করার বিষয়টি যথানিয়মে প্রমাণিত হয়, তাকে দোর্‌রা মারা হবে। মদ এক ফোঁটা পান করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ দোর্‌রা সমূহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারা হবে। মাথা ও মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। দোর্‌রা মারার সময় লজ্জাস্থান ছাড়া সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র করে তা প্রয়োগ করবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

মদপান বিষয়টি মদ্যপায়ীর নিজ স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হবে। যদি মাত্র একবার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাতেও প্রমাণিত হবে। অথবা দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারাও প্রামাণিত হবে। এক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কোন ব্যক্তি মদপান করার পর যদি তাকে ধরে আনা হয় এবং তার মুখে মদের গন্ধ বিদ্যমান থাকে অথবা কাউকে যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনা হয় এবং সাক্ষীগণ তার মদ পানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাকে দণ্ড প্রদান করা হবে। এমনিভাবে কেউ যদি মদপান করেছে বলে নিজে স্বীকার করে এবং মুখে মদের গন্ধ বাকি থাকে, তবে তাকেও দণ্ড প্রদান করা হবে। মদ পরিমাণে কম পান করুক বা বেশি পান করুক তাতে কোন পার্থক্য নেই। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

ফকীহ্গণ বলেন, নেশাগ্রস্ততা চিনার উপায় হলো, যদি কোন শরাবখোর ব্যক্তি আসমান যমীনের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে, পুরুষ মহিলা চিনতে না পারে এবং কি বলে তা তারতম্য করতে না পারে আর অধিকাংশ সময় অহেতুক প্রলাপ বকে তাকে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল মনে করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

যদি সাক্ষীগণ (বিচারকের) নিকট কোন ব্যক্তির মদপান করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তবে বিচারক সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, মদ কি জিনিষ? তারপর জিজ্ঞাসা করবেন, সে কিভাবে তা পান করল? কেননা হতে পারে তাকে জোরপূর্বক মদপান করানো হয়েছে। এরপর জিজ্ঞাসা করবেন, সে কবে মদপান করেছে ? কারণ, এটা তো অনেক আগের ঘটনাও হতে পারে। তৎপর জিজ্ঞাসা করবেন, সে কোন স্থানে পান করেছে? কেননা, হতে পারে যে, সে দারুল হরবে তা পান করেছে। যদি সাক্ষীগণ এসব ব্যাপারে যথাযথ ইতিবাচক বিবরণ দিতে পারে তবে বিচারক উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে রাখবেন। অতঃপর সাক্ষীগণের আদালত তথা বিশ্বসযোগ্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হতে হবে। বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে কোন ফয়সালা দেওয়া যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

বালিগ, জ্ঞানবান, বাকশক্তি সম্পন্ন কোন মুসলমান মদপান করলে তার ব্যাপারে অভিযোগ ও সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে। আর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে দণ্ড প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে নাবালিগ, পাগল এবং কাফির ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না। কোন বোবা ব্যক্তির উপরও দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না। তবে অন্ধ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি দারুল ইসলামে কোন মুসলমান মদপান করে তারপর সে বলে যে, মদপান হারাম আমি একথা জানতাম না, তবে এ অবস্থায়ও তাকে দোর্‌রা মারা হবে। কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাপারে যদি সাক্ষীগণ বলে যে, সে মদপান করেছে তবে হুশ ফিরে না আশা পর্যন্ত তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না। কারো মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া গেলে তাকে দোর্‌রা মারা যাবে না। যদি না সাক্ষীগণ তার মদপান করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় অথবা নিজে স্বীকার করে। যদি দুইজন সাক্ষীর মধ্যে একজন বলে যে, সে মদপান করেছে আর অপরজন বলে যে, সে মদ বমি করেছে তবে তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি দুইজন সাক্ষী কারো মদ পানের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে তখন মদের গন্ধও পাওয়া যায়, কিন্তু সময়ের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে তাকে দণ্ড প্রদান করা জায়িয হবে না। এমনিভাবে যদি দুইজন সাক্ষীর একজন বলে যে, সে মদপান করেছে, আর অপরজন বলে যে, সে একথা স্বীকার করেছে তাহলে তাকেও দণ্ড প্রদান করা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি একজন সাক্ষী বলে যে, সে মদের নেশায় আচ্ছন্ন আছে আর দ্বিতীয় জন বলে যে, সে অন্য কোন বস্তুর নেশায় আচ্ছন্ন আছে তবে তাকেও দোররা মারা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

কেউ যদি মদকে পানি, দুধ অথবা অন্য কোন তরল বস্তুর সাথে মিশ্রিত করে তা পান করে তবে এ ক্ষেত্রে মদের পরিমাণ বেশি হলে এক ফোঁটা পানি করলেও তাকে দোররা মারা হবে। আর যদি মদের পরিমাণ কম হয়, তথাপিও তা পান করা হালাল হবে না। তবে নেশাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় পানীয় দ্রব্য পান করলে দণ্ড প্রদান করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কাউকে জোরপূর্বকভাবে মদপান করানো হলে, তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

মদপান করার কারণে যাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাকে লা'নত করা বা ভর্ৎসনা করা জায়িয নেই। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানায় মদপানের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে একদা এক সাহাবী বলেছেন اللهم العنه। হে আল্লাহ্! আপনি তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লা'নত করোনা। সে তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه

বরং বল, হে আল্লহ্! তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার প্রতি রহম করুন। এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শাস্তিপ্রাপ্ত কোন মদখোর ব্যক্তিকে লা'নত করা জায়িয নেই। এমনকি কোন গুনাহগার ব্যক্তিকে তার গুনাহের কথা উল্লেখ করে লজ্জা দেওয়া শরী'য়তে নিষিদ্ধ। (আল্-ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে মদপান করলে

চরম পিপাসা বা ক্ষুধার অবস্থায় পানাহারের কোন বস্তু না পাওয়া গেলে এবং এতে প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দিলে এরূপ অনন্যোপায় অবস্থায় প্রাণ রক্ষার লক্ষ্যে মদপান করা জায়িয। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। ঃ

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

নিশ্চই আল্লাহ্ তা'আলা মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর মাংস এবং যার উপর যবেহ-এর সময় আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম-দয়ালু। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩)

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃতজন্তু, রক্ত এবং শূকর মাংস ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর মদের বিষয়টিও এগুলোর মতই। কাজেই অনন্যোপায় অবস্থায় কেবল প্রাণ বাঁচে এ পরিমাণ মদপান করা জায়িয। অবশ্য এক্ষেত্রে নাফরমানী বা সীমালংঘনমূলক কোন আচরণ করা জায়িয হবে না। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থা চলে যাওয়ার পর পূর্ববৎ তা হারাম হিসেবেই গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام

রোগ এবং প্রতিষেধক উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। আর তিনি সর্বপ্রকারের রোগের জন্যই প্রতিষেধকের ব্যবস্থা রেখেছেন। সুতরাং রুগ্ন অবস্থায় তোমরা ঔষধ ব্যবহার করবে। কিন্তু হারাম ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করবে না। (আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

মদের ব্যবসা

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মদ হারাম। কেউ যদি একে হালাল মনে করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কেননা এর হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে মদ হচ্ছে নাপাক। আর এ কথাটিও অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং তা বেচা-কেনা করা বা তা উৎপাদন করা সবই হারাম। কেউ যদি কারো নিকট থেকে মদ ছিনিয়ে নিয়ে যায় বা তা নষ্ট করে দেয় তাহলে এ কারণে তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। মদের উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি হারাম হওয়া প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه

আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর; মদ পরিবেশনকারীর উপর; ক্রয়-বিক্রয়কারীর উপর; প্রস্তুতকারীর উপর; যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার উপর; বহনকারীর উপর এবং যার জন্য বহন করে আনা হয় তার উপর; (আবূ দাঊদ)

অপর এক হাদীসে আছে, নবী (সা) বলেন ঃ

ان الذى حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها .

যা পান করা হারাম তা বেচাকেনা করা এবং বেচাকেনার পর এর মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম, (আল্ ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

www.pathagar.com

ফকীহগণের মতে, মুসলিম দেশে অমুসলিমদেরকে প্রাকাশ্যে মদের ব্যবসার অনুমতি দেওয়া ও সুযোগ প্রদান করা জায়িয নেই। (প্রাগুক্ত) এরূপ গাজা, আফিম, হাশীশ ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের ব্যবসাও জায়িয নেই।

সেবন করা ছাড়া অন্য কোন কাজে মদের ব্যবহার

মদপান করা যেমনিভাবে হারাম অনুরূপভাবে পান করা ছাড়া অন্য কোন কাজে মদ ব্যবহার করাও হারাম। বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে ঔষধ হিসেবে মদপান করানো না জায়িয এবং হারাম। এরূপ করলে যে পান করাবে সে গুনাহগার হবে। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

ان أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تداو وهم بالخمر ولا تغذوهم بها فان الله لم يجعل فى رجس شفاء

তোমাদের সন্তানগণ ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে মদ দ্বারা চিকিৎসা করবে না এবং তাদেরকে তা খাওয়াবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নাপাক বস্তুতে প্রতিষেধক রাখেননি। শরীরের ক্ষতস্থানে মদ ব্যবহার করা জায়িয নেই। এমনিভাবে কোন প্রাণীকে ঔষধ হিসেবে তা সেবন করানোও জায়িয নেই । মদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবহার করা এবং জননেন্দ্রীয়ের ছিদ্রে তা ব্যবহার করা না জায়িয। জীব-জানোয়ারকে মোটাতাজা করার নিমিত্তে মদ বা মাদক দ্রব্য সেবন করানো হারাম। (মাউসু'আতুল ফিক্‌হ আল-ইসলামী, ১২তম খণ্ড)

মদ বা এ জাতীয় হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে ফকীহ্গণ বলেন, অনন্যোপায় অবস্থায় প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দিলে এ ক্ষেত্রে হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে সেবন করা জায়িয। কিন্তু প্রাণ নাশের আশংকা নেই এমন রোগ ব্যাধি নিরাময়ের লক্ষ্যে হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা জায়িয কিনা এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, এ ঔষধ ব্যবহার করা ছাড়া তার রোগ নিরাময় হবে না তাহলে তার জন্য এই হারাম ঔষধ এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা জায়িয হবে। (মা'আরিফুস্ সুনান, ১ম খণ্ড)

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে মাদক দ্রব্যের হুকুমও মদের হুকুমের অনুরূপ। যে যে অবস্থায় মদের ব্যবহার হারাম মাদক দ্রব্যও সে সে অবস্থায় হারাম। আর যে যে ক্ষেত্রে মদের ব্যবহার জায়িয সে সব ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্যের ব্যবহারও জায়িয।

নেশাগ্রস্ত লোকের কথা বা কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া

ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, মাতাল জ্ঞানশূন্য পাগল ব্যক্তি যদি এ অবস্থায় মদ বা মাদক দ্রব্য পান করেছে বলে স্বীকার করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

কেউ যদি মাতাল অবস্থায় যিনা করে এবং সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয় তবে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। মাতাল-নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি হক্কুল ইবাদ সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ হবে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কোন পুরুষ বা মহিলার উপর অপবাদ আরোপ করেছে বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করলে সুস্থ হওয়ার পর তার উপর হদ্দ প্রদান করা হবে। তালাক প্রদান, দাস মুক্ত করা, কিসাস, দিয়াত এবং মালী হক-এর ব্যাপারে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কথা ধর্তব্য হবে, মাতাল অবস্থায় ধর্মত্যাগ করলে তা ধর্তব্য হবে না। (আল্ ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

এলকোহল বা স্পিরিট মিশ্রিত ঐষধ সেবন করা

বর্তমানে ঐষধ, আতর এবং আরো বিভিন্ন জিনিষের সাথে এলকোহল এবং স্পিরিট মিশানো হয়ে থাকে। এগুলো যদি আঙ্গুর এবং খেজুর থেকে তৈরি করা হয় তবে তা নাপাক এবং হালাল বস্তু হিসেবে আদৌ গণ্য হবে না। আর যদি এ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ থেকে তৈরি করা হয় তবে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা জায়িয হবে। যদি তাতে নেশা সৃষ্টি না হয়। বর্তমান কালের অধিকাংশ এলকোহল পেট্রোল এবং বিভিন্ন খাদ্যশষ্য থেকে তৈরি করা হয়, আঙ্গুর এবং খেজুর থেকে নয়, তাই ঔষধের সাথে অন্য কোন প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহার বৈধ। শরী'য়তের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই (তাকমিলা, ৩য় খণ্ড)

আফিম, ভাং, গাজা, হিরোইন, হাশীশ ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের হুকুম

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নেশার বস্তু হচ্ছে আফিম। পপি নামক উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ও ফুলের নির্যাস থেকে তৈরি হয় এ বেদনানাশক মদক দ্রব্যটি। আফিম মুখে খাওয়া যায় এবং ধুমপানের মাধ্যমেও ব্যবহৃত হয়। এই পদার্থটি পানিতে দ্রবনীয়, তাপের যোগ্য এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রয়োগ করা যায়।

ভাং ও গাজা এক প্রকার পাতা যা দ্বারা নেশা করা হয়। এগুলো তামাকের মত ধুমপানের মাধ্যমে সেবন করা হয়। আফিম থেকেই মারফিন তৈরি করা হয়। ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে মারফিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আফিমও মারফিনের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। বিশুদ্ধ অবস্থায় হিরোইন বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। বিশুদ্ধ অবস্থায় হিরোইন দেখতে স্ফটিক জাতীয় সাদা পাউডারের মত। এর স্বাদ তিতো। এই পাউডার এত বেশি মসৃন যে হাতের আঙ্গুলে ঘসলে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। আফিম ও মারফিনের প্রতিষেধক রূপে হিরোইনের আবিষ্কার হয়। কিন্তু হিরোইনের মধ্যেই এটি ভয়ঙ্কর নেশা জাতীয় বস্তুতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

হাশীশ, এক প্রকার উদ্ভিদ। যার থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্য তৈরি করা হয়। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, কানাবে হিন্দী গাছের পাতা থেকে তৈরি মাদক দ্রব্যকে 'হাশীশ' বলে।

আল্লামা শামীর মতে, ভাং, হাশীশ, আফিম ইত্যাদি মাদক দ্রব্য হচ্ছে হারাম। এতে মানুষের বিবেক, বিবেচনা শক্তি লোপ পায় এবং এগুলো আল্লাহ্র স্মরণ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উদাসীন করে রাখে। তবে এগুলো হুকুমের দিক থেকে মদ থেকে নিম্নমানের। কাজেই এ জাতীয় মাদক দ্রব্য পান করলে সামাজিকভাবে সাজা দেওয়া হবে। হদ্দ জারী করা যাবে না। কেউ ভাং ও হাশীশকে হালাল মনে করলে সে হবে ধর্মত্যাগী, যিন্দীক ও বিদ্'আতী। এতে দীনী ও দুনিয়াবী উভয় দিক থেকে বহু ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে এমনকি এতে একশত বিশ প্রকারের ক্ষতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইব্ন তাইমিয়া (র) বলেন, হাশীশকে কেউ হালাল জ্ঞান করলে এটা হবে কুফরী। (শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আল্লামা ইব্ন তইমিয়া (র) হাশীশ সম্বন্ধে বলেন, তা সেবন করা হারাম। এর দ্বারা আকল বিনষ্ট হয়, স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং এ সব বস্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন বানিয়ে দেয়। তার মতে, হাশীশ পান করলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন, শয়তান খুশি হয়। আখলাক চরিত্র ধ্বংস হয়, মেযাজ খিটখিটে হয়, এমনকি পরিত্রাণে এ জাতীয় মানুষ মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে পাগল হয়ে যেতে পারে। আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (র) ও 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ফকীহগণের মতে হিরোইন, হাশীশ, ভাং, গাজা ইত্যাদি চাষাবাদ এবং আমদানী সব শরী'য়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা, এর দ্বারা হারাম কাজে সহযোগিতা হয়। অথচ কুরআন মজীদে গুনাহের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা পাপ ও সীমালংঘন করণে এক অন্যের সাহায্য করবে না।

অধিকন্তু এসব মাদক দ্রব্যের চাষাবাদ এবং আমদানীতে পাপের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বুঝা যায়। অথচ গুনাহের কাজের প্রতি সন্তুষ্টিও গুনাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

ان من لم ينكر المنكر بقلبه ليس عنده من الإيمان حبة خردل

কেউ যদি গর্হিত কাজকে হৃদয় দিয়ে অবজ্ঞা না করে তবে তার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণও ঈমান নেই। (আল-ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

www.pathagar.com

মদ উপঢৌকন দেওয়া

মদপান করা, মদ বিক্রি করা এবং বিক্রি করে এর মূল্য ভক্ষণ করা যেমন হারাম তেমনিভাবে কাউকে তা উপঢৌকন দেওয়া হারাম। কেননা মদ, উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করা হারাম বস্তুর প্রতি সন্তুষ্টির আলামত। এতে পাপ কাজে সহায়তা দান করা হয়।

অধিকন্তু মুসলমান হলো পবিত্র। সে পবিত্র বস্তু ছাড়া অপবিত্র বস্তু কাউকে হাদিয়া দিতে পারে না। এবং নিজেও তা গ্রহণ করতে পারে না। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাদিয়া হিসেবে মদ পেশ করার ইচ্ছা করলে তিনি তাকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল أفلا ابائعها তাহলে আমি কি তা বেচাকেনা করতে পারব না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

ان الذى حرم شربها حرم بيعها

আল্লাহ্ তা'আলা তা পান করা যেমন হারাম করেছেন তেমনি বিক্রি করাও হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল, افلا اكارم بها اليهود তবে তা কোন ইয়াহুদীকে হাদিয়া হিসেবে দিতে পারব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

ان الذى حرمها حرم ان يكارم بها اليهود

যিনি তা পান করা হারাম করেছেন তিনিই তা কোন ইয়াহুদীকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়াও হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল فكيف اصنع بها তাহলে আমি তা নিয়ে কি করব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, شنها على البطاء বা হাতে তা ঢেলে দাও। (আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল ইসলাম)

মদের আসর পরিহার করা

মদ্যপায়ীদের আসরে আসা-যাওয়া করা এবং তাদের আড্ডায় শামিল হওয়া হারাম। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر

আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মু'মিন ব্যক্তি যেন এমন মজলিসে বা আড্ডায় একত্রে না বসে, যেখানে মদ বা মাদক দ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

অপরদিকে প্রত্যেক মুসলমান এ ব্যাপারে আদিষ্ট যে, সে যেন গর্হিত কাজ হতে দেখলে তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা করা যদি সম্ভবই না হয় তাহলে সে যেন এ জাতীয় মজলিস থেকে দূরে থাকে।

হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা) মদ্যপায়ীদের সাথে সাথে সে লোকদেরকেও দোর্‌রা মারতেন যারা তাদের মজলিসে উঠাবসা করত। কিন্তু নিজেরা

www.pathagar.com

তা পান করত না। একবার কতিপয় মদ্যপায়ীকে ধরে আনা হলো। তিনি তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কেউ তাকে বলল, এদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে রোযা রাখে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তো ওকে প্রথমে শাস্তি দিতে হবে। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী শুনতে পাওনি?

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُبِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ .

কিতাবে তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসবে না। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে। (সূরা নিসা ঃ ১৪০)

ক্ষতিকর জিনিস মাত্রই হারাম

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু ও অত্যন্ত দয়াবান। তাই তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে যে সব জিনিস মানুষের জীবন ধ্বংসকারী ও ক্ষতিকর তা হারাম করে দিয়েছেন। বিষ বা প্রাণনাশক দ্রব্যকে এজন্যই হারাম করা হয়েছে। আত্মঘাতি ও প্রাণ সংহারক যাবতীয় কর্মকাণ্ডকেও ইসলামে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা নিসা ঃ ২৯)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

তোমরা নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৫)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নিজেও ক্ষতির স্বীকার হবে না এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ষতিকর সমস্ত বস্তুই হারাম। তা নৈতিক, আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। (আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল ইসলাম)

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাযাফ (قَذَفَ) যিনার অপবাদ

সংজ্ঞা ও পরিচিতি

'কযাফ' (قَذَفَ) শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা। আর শরী'য়তের পরিভাষায় এর অর্থ হবে, মুহসিন তথা কোন সৎপুরুষ বা কোন সতী নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনার অপবাদ দেয়া। এরূপ অপবাদ দেওয়া কবীরা গুনাহ্। (শামী, ৪র্থ খণ্ড)

হিদায়া গ্রন্থের প্রান্তটি টিকায় অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

القذف فى اللغة الرمى وفى الشرع نسبة من إحصن إلى الزناء صريحا أو دلالة

প্রত্যক্ষ অপবাদ যেমন—কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির সন্তান বলে আখ্যায়িত করা। এইরূপ অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিকে তার দাবির সমর্থনে অবশ্যই চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। অন্যথায় তাকে মিথ্যা অপবাদের দায়ে (হদ্দে কাযাফ) হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদান করা হবে। (শামী ও হিদায়া)

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং তারাই তো ফাসিক। (সূরা নূর ঃ ৪)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِىْ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ تَعْنِ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ اَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضَرَبُوْا حَدَّهُمْ .

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমার পবিত্রতা বর্ণনা সম্বলিত আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সা) মিম্বারে দাঁড়ায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন এরপর পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করেন। তারপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা সম্পর্কে শাস্তির নির্দেশ দেন তখন লোকেরা তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করে দেন। (আবূ দাঊদ, কিতাবুল হুদূদ)

উল্লেখ্য যে, অপবাদদাতা পুরুষ হোক কিংবা নারী তারা যদি উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা যিনা প্রমাণ করতে না পারে তবে তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষে কোন পার্থক্য করা হবে না।

মুহসিন ও মুহ্সানার সংজ্ঞা

মুহসিন ও মুহসানা শব্দ দু'টো ইহ্সান (إحصان) থেকে নিষ্পন্ন। ইহ্সান-এর পারিভাষিক অর্থ সহীহ্ বিবাহের ভিত্তিতে জ্ঞানবান, বালিগ মুসলিম পুরুষ, কোন বালিগা জ্ঞানবান আযাদ 'মুসলিম' নারীর সাথে সহবাস করা এ জাতীয় পুরুষকে পারিভাষায় মুহসিন এবং নারীকে মুহসিনী বলা হয়। (কাওয়াঈদুল ফিকহ,)

ইহ্সান (إحصان) -এর শর্তাবলী

ইহ্সান, এর জন্যে ব্যক্তির মধ্যে ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক ঃ

১. স্বাধীন, ২. বালিগা, ৩. জ্ঞানবান, ৪. মুসলিম, ৫. সতী-স্বাধবী নারীকে বিবাহ করা, ৬. সহীহ্ বিবাহ।

কোন পুরুষ বা নারীর মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার পরে বৈধ পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর উপরোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে সে মুহ্সিন বা মুহসানা বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত শর্তাবলীর কোন একটি বা সবগুলোর অবর্তমানে কোন ব্যক্তিকে মুহসিন বা মুহ্সানা বলা যাবে না। সুতরাং গোলাম বা বালিগ, পাগল, অমুসলিম ও অবিবাহিত কিংবা অশুদ্ধ বিবাহিত ব্যক্তি ফাসিদ বিবাহের দ্বারাও ইহ্সান সাব্যস্ত হবে না। সহীহ্ বিবাহের পর সঙ্গম ক্রিয়া না হলেও ইহ্সান সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ স্বীয় পত্নীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলেও ইহ্সান সাব্যস্ত হবে না। স্বীয় দাসীর সাথে সঙ্গম সম্পন্ন হওয়ার পরও ব্যক্তি মুহসিন রূপে পরিগণিত হবে না। ফাসিদ বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি সঙ্গম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় এর দ্বারাও ইহ্সান সাব্যস্ত হবে না।

যে যে শব্দ দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হয়

অপবাদ আরোপের শব্দ সমূহ তিন প্রকার ১. সারীহ (صريح) স্পষ্ট, বা প্রত্যক্ষ, ২. কিনায়াহ (كناية) অস্পষ্ট বা পরোক্ষ ৩. তারীয (تعريض) ইংগিত বহ।

১. ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী সারীহ্ তথা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ শব্দ দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হলে এতে অপবাদদাতার উপর হদ্দে কাযাফ তথা অপবাদের

www.pathagar.com

দণ্ড কার্যকর হবে। যেমন কেউ কাউকে সম্বাধন করে বলল, হে ব্যভিচারিণী কিংবা বলল, তুমি যিনা করেছ অথবা এরূপ কর না। তারপর সে যদি শরী'য়ত সম্মত পন্থায় সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে তার উপর হদ্দে কাযাফ কার্যকর হবে।

২. কিনায়াহ (كناية) তথা অস্পষ্ট বা পরোক্ষ শব্দাবলী হলো নিম্নরূপ—যেমন কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলল ইয়া ফাসিকাহ্ (يَا فَاسِقَةُ) ! অর্থাৎ পাপাচারী কিংবা বলল, ইয়া ফাজিরাহ (يَا فَاجِرَةُ) অর্থাৎ হে দুশ্চরিত্রা নারী অথবা বলল, ইয়া খবীসাহ্ (يَا خَبِيْثَةُ) অর্থাৎ হে ভ্রষ্টা রমণী কিংবা বলল হে ব্যবসায়ী নারী! অথবা বলল হে হারামযাদী কিংবা কোন মহিলা কোন পুরুষের ক্ষেত্রে অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করল অর্থাৎ বলল হে গুণ্ডা, হারামযাদা ইত্যাদি। তাহলে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র এসব শব্দ ব্যবহার করার কারণে তা শরী'য়তে কাযাফ হিসেবে গণ্য হবে না এবং যে ব্যক্তি এ সব শব্দ ব্যবহার করেছে তার উপর কাযাফ-এর হদ্দও প্রযোজ্য হবে না। তবে কেউ যদি এসব শব্দ, অপবাদের উদ্দেশ্যে কাউকে বলে, তাহলে তা নিশ্চয়ই কাযাফ-এ হদ্দও প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি উপরোক্ত শব্দাবলী কারো উপর প্রয়োগ করার পর বলে, আমি এসব অপবাদের নিয়্যতে বলিনি এবং প্রতিপক্ষ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তার কথাই শপথের সাথে গৃহীত হবে। এ ক্ষেত্রে বিচারকের উপর কর্তব্য হবে, সুবিচার আলোকে তার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা। কেননা, সে এসব অশ্লীল শব্দ দ্বারা এক ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়েছে তার মানহানি করেছে এবং যিনার অপবাদ না হলেও অন্তত তাকে কলংকিত করেছে। যেহেতু শুধুমাত্র কিয়াস তথা অনুমানের উপর ভিত্তি করে হদ্দ কার্যকর করা যায় না, সেহেতু এক্ষেত্রে একমাত্র তাযীর তথা শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩. তারীয (تَعْرِيْضُ) অর্থাৎ ইঙ্গিতবহ শব্দ কারো প্রতি প্রয়োগ করা। যেমন কেউ কাউকে সম্বোধন করে বলল, হে বৈধ সন্তান! অথবা বলল, আমি তো কখনো যিনা করিনি কিংবা বলল, আমার বংশধারা তো পরিচিত অথবা বলল আমার মা ব্যভিচারিণী নয় ইত্যাদি।

এই তারীয অর্থাৎ ইঙ্গিতবহ শব্দ দ্বারা কাযাফ কিনা এ ব্যাপারে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে হানাফী ইমামগণের মতে, এর দ্বারা কাযাফ হয় না। যদিও কাযাফের উদ্দেশ্যেই এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ৫ম খণ্ড)

কেউ যদি কাউকে বলে, হে ব্যভিচারী! এমন সময় অপর এক লোক বলল, সত্য বলেছ তা হলে এসব সমর্থনসূচক শব্দ দ্বারা অপবাদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে বলে, সত্যই বলেছে, তুমি যেমন বলেছো, সে তেমনই ছিল। তাহলে তা অপবাদরূপে গণ্য হবে। কারণ প্রথম ব্যক্তি সে লোক সম্পর্কে যেই বিশেষণ বর্ণনা করেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি

www.pathagar.com

সে বিশেষণের সমর্থেই তার নামও উল্লেখ করেছে। আর এ কারণেই তার এই বাক্য অপবাদরূপে পরিগণিত হবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে তার জন্মসূত্রকে অস্বীকার করে বলে, 'তুমি তোমার পিতার ঔরসজাত নও' তাহলে তা কাযাফ হবে এবং অপবাদদাতাকে কাযাফ-এর হদ্দ লাগানো হবে। আর এটা তখন হবে যখন অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির মা হবে স্বাধীন মুসলিম রমণী। কেননা, এই কাযাফ তথা যিনার অপবাদ মূলত তার মাকে লাগানো হয়েছে। আর বংশ সূত্র ব্যভিচারী সন্তান ব্যতীত অন্য কারো জন্মসূত্র ছিন্ন করা যায় না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে রাগান্বিত হয়ে বলে, তুমি তোমার পিতার ঔরসজাত সন্তান নও কিংবা বলে তুমি অমুকের সন্তান না, তাহলে তা কাযাফ হবে আর যদি ক্রোধান্বিত হয়ে না বলে তা হলে কাযাফ হবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে তার পিতামহের দিকে সম্বন্ধ করে বলে, তুমি তার সন্তান নও তাহলে তা অপবাদ হবে না। এবং এর কারণে তার উপর হাদ্দে কাযাফ আরোপিত হবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড, আলমগীরী ও বাহরুর রাইক)

যদি কোন পুরুষ কোন সচ্চরিত্রবান পুরুষকে কিংবা কোন সতী-সাধবী নারীকে স্পষ্ট যিনার শব্দ দ্বারা অপবাদ দেয়। যেমন বলে, তুমি যিনা করেছ। অথবা বলে হে যিনাকারিণী, তাহলে তা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে, হে যিনার সন্তান! অথবা বলে হে যিনার পুত্র! অথচ যাকে বলা হলো, তার মা হলো সতী-সাধবী নারী তা হলেও অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে তার চাচা, মামা, অথবা সৎপিতার পুত্র বলে আখ্যায়িত করে তাহলে তা কাযাফ হবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড; আলমগীরী, ২য় খণ্ড ও শামী, ৪র্থ খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি তোমার মা-এর ঘরের না অথবা বলে তোমার মা বাপের ঘরের না তাহলে তা কাযাফ হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড, দুররুল মুখ্‌তার)

যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি যিনা করেছ এবং অমুক তোমার সাথে ছিল। তাহলে তা তাদের উভয়ের জন্যই কাযাফ হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে হে ব্যভিচারিণীর পুত্র এবং এই পুরুষ ছিল তোর মায়ের সাথে তা হলে তা ঐ পুরুষের জন্যে কাযাফ হবে।

যদি কেউ কাউকে বলে নিশ্চয় তুমি ছিলে সে ব্যভিচারিণী রমণীর সাথে তাহলে কাযাফ হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

যদি কেউ কোন আরবীকে অথবা কোন বাঈযীকে অবাঙ্গালী অনারবী বলে সম্বোধন করে তা হলে তা কাযাফ হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যে লোক পূর্ব থেকেই যিনা ব্যভিচারে অভ্যস্ত এমন লোককে যিনার অপবাদ দিলে তা কাযাফ হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কাযাফ-এর হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলী

কাযাফ তথা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের কাজটি হদ্দ তথা শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্যে শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর কোন রূপ সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচার করার অপবাদ দিয়েছে। বরং এর কিছু শর্ত অপবাদ দাতার মধ্যে যে শর্তগুলো থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. বালিগ হওয়া,

২. জ্ঞানবান হওয়া,

৩. বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া বোবা না হওয়া,

৪. স্বেচ্ছায় অপবাদ আরোপ করা

৫. শরয়ী বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা (শামী, ৩য় খণ্ড)

সুতরাং নাবালিগ, পাগল, মুক বা বোবা এবং মজবুর বা বল প্রয়োগের বাধ্যকৃত ব্যক্তি অপবাদ প্রদর্শন করলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর হবে না। অনুরূপ দেশে শরয়ী বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকা কালেও কার্যকর হবে না।

অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তাহলে তার মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ থাকতে হবে ঃ

অপবাদ দাতার উপর শরয়ী দণ্ড বিধান কার্যকর করার জন্য অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী থাকতে হবে। যথা ঃ

১. মুসলমান হওয়া,

২. আযাদ হওয়া,

৩. বালিগ হওয়া,

৪. পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া,

৫. মুক বা বোবা না হওয়া,

৬. যৌনাঙ্গ কর্তিত না হওয়া,

৭. খাসী অর্থাৎ অণ্ডকোষ কর্তিত না হওয়া,

৮. মহিলাদের ক্ষেত্রে রাতকা, কারণা অর্থাৎ তাদের যৌনাঙ্গ বন্ধ না হওয়া অথবা যৌনাঙ্গ ও গুহ্যদ্বার একসাথে মিশে না যাওয়া।

৯. বৈবাহিক সূত্রে অথবা মিলকে ফাসিদের ভিত্তিতে সঙ্গম না হওয়া।

১০. অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি অপবাদ দাতার সন্তান বা সন্তানের সন্তান না হওয়া। (শামী, ৩য় খণ্ড)

www.pathagar.com

কাযাফ বা অপবাদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী

১. সারীহ্ (صريح) তথা স্পষ্ট ও পরিষ্কার শব্দ দ্বারা যিনার অপবাদ দেওয়া। এরকম বলা যে, তুমি যিনা করেছ বা তোমার যৌনাঙ্গে যিনা করেছে ইত্যাদি।

২. কোন সন্তানের জননী সতী-সাধবী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ঐ সন্তানের বৈধ ও স্বীকৃত নাসাব তথা বংশসূত্রকে অস্বীকার করা। যেমন-তুমি অমুকের সন্তান নও।

৩. অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি (مَقْذُوْف) কর্তৃক আদালতে কাযাফ-এর বিচার প্রার্থী হওয়া। বিচার প্রার্থনা না করলে অপবাদ দাতার উপর হদ্দের হুকুম সাব্যস্ত হবে না।

উপরোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে কাযাফ তথা যিনার অপবাদ দাতার উপর কাযাফ এ হদ্দ সাব্যস্ত হবে। অপবাদ দাতা যদি আযাদ হয় তাহলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। আর সে যদি গোলাম বা ক্রীতদাস হয় তাহলে তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হবে। (শামী, ৩য় খণ্ড)

কাযাফের হুকুম

কাযাফের হদ্দ হুক্কুল ইবাদ-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এই হদ্দ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করে হদ্দ কার্যকর করার দাবি করবে নতুবা হদ্দ জারী হবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি যদি তার অভিযোগের সমর্থনে শরী'য়ত সম্মত উপযুক্ত চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে অপরাধ প্রমাণ করতে না পারে তখন উক্ত অভিযোগ কাযাফ হিসেবে গণ্য হবে এবং অভিযোগকারী আযাদ হলে তাকে ৮০ টি বেত্রাঘাত ও গোলাম হলে তাকে ৪০ টি বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করা হবে।

কাযাফ-এর স্বীকারোক্তি প্রদানের পর তা অস্বীকার ও প্রত্যাহার করলে আদালতে তা গৃহীত হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কোন মহিলাকে সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করে, অথবা এমন কোন মহিলাকে বিয়ে করে যার স্বামী আছে বলে সে জানে, কিংবা অন্য স্বামীর ইদ্দত পালিত রত অবস্থায় কোন মহিলাকে বিয়ে করে অথবা জেনেশুনে কোন মুহরিম মহিলাকে বিয়ে করে এবং তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি কেউ যিনার অপবাদ আরোপ করলে অপবাদদাতার উপর কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যিনার অপরাধে হদ্দ কার্যকর করা হয়েছে এমন কোন মহিলার প্রতি যদি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তবে অভিযোগকারী কাযিফ হিসেবে গণ্য হবে না। অনুরূপ যদি এমন কোন মহিলার প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে, যার মাঝে

www.pathagar.com

যিনার আলামত বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে উক্ত অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি অপবাদদাতারূপে গণ্য হবে না এবং তার উপর কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে না। তবে কেউ যদি এরূপ মহিলার সন্তানের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার উপর কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে, কোন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি সন্তান ছাড়া কিংবা সন্তানসহ আদালতে লি'আন অনুষ্ঠিত হয় এবং কাযী ঐ সন্তানের বংশসূত্র তার পিতার সাথে বহাল রাখে এমতাবস্থায় কেউ উক্ত মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তবে অপবাদদাতার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। আর যদি কাযী উক্ত সন্তানের বংশ সূত্র তার পিতা থেকে ছিন্ন করে দেয়, কিন্তু স্বামী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয় ও নিজেকে মিথ্যুক বলে প্রতিপন্ন করে এবং উক্ত সন্তানের বংশসূত্র তার পিতার সাথেই বহাল রাখে, এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার প্রতি অপবাদদাতার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে, হে ব্যভিচারিণী! আর এ উত্তরে স্ত্রী বলে আমি তোমার সাথেই ব্যভিচার করেছি তাহলে এক্ষেত্রে তাদের কারও উপরই হদ্দ এবং লি'আন কোনটাই প্রযোজ্য হবে না।

যদি কেউ কোন মহিলাকে বলে, বিয়ের আগে তোমার স্বামীর সাথে যিনা করেছ। তাহলে তা অপবাদ তথা কাযাফ বলে গণ্য হবে এবং অপবাদদাতার উপর কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যভিচারী। এবং এই সময় অপর এক লোক বলল, আমিও সাক্ষী। এই অবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তির হদ্দ আসবে না কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সে ব্যাপারে যে ব্যাপারে তুমি সাক্ষ্য দিয়েছ, তা হলে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কেউ যদি দু'জন লোককে লক্ষ্য করে বলে যে, তোমাদের দু'জনের একজন ব্যভিচারী তারপর অপর জন তাদের দু'জনের একজনকে নির্দিষ্ট করে বলে যে, সে যিনাকারী! এরপর প্রথম অপবাদদাতা বলেন যে, সে নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের কারোও উপর হদ্দ কার্যকর হবে না।

কেউ কোন ব্যক্তিকে বলল, হে ব্যভিচারী! তখন অন্য একজন তার সম্পর্কে সত্য বলেছে এই অবস্থায় প্রথম ব্যক্তিকে হদ্দ লাগান হবে, সত্যায়নকারীকে নয়। তবে যদি সে সত্যায়নকারী বলে সত্যিই বলেছ, তুমি যেমন বলেছ সে তেমন। তাহলে সেও অনুরূপ অপবাদদাতা বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির মত তার উপর কাযাফ এর হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি ব্যভিচার করেছ এবং অমুক ব্যক্তি তোমার সাথে ছিল, তাহলে সে তাদের উভয়ের প্রতি অপবাদদাতারূপে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ তার উপর কাযাফ-এ হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

যদি কেউ কাউকে কোন প্রকারে বলে যে, তুমি এই দুই মহিলার কোন এক জনের সাথে যিনা করেছ অথবা বলে যে, এদের সাথেই যিনা করেছ, তাহলে তাকে কাযাফ এর হদ্দ লাগান হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে গিয়ে বল, হে ব্যভিচারী! এরপর সে যদি ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলে যে, অমুক লোক তোমাকে বলেছে, হে ব্যভিচারী! এ অবস্থায় তাদের উপর কাযাফ এর হদ্দ কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে সংবাদ বহনকারী ব্যক্তি যদি এ লোকের কাছে গিয়ে তার প্রেরকের পক্ষ থেকে সংবাদ না দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে বলে হে ব্যভিচারী! তাহলে তার উপর কাযাফ এর হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতৃত্বের সম্বন্ধে তার পিতা ভিন্ন অপর লোকের দিকে করল। যদি তা ক্রোধ ও রোষহীন অবস্থায় হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর কাযাফ, এর হদ্দ কার্যকর হবে না। আর যদি তা ক্রোধ অবস্থায় হয় তাহলে তার উপর কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, তুমি তোমার পিতার ঐরসজাত নও, তোমাকে তোমার পিতা জন্ম দেয়নি, এমতাবস্থায় এই সবই তার মায়ের জন্যে কাযাফরূপে পরিগণিত হবে। অনুরূপ যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি সতী নারীর পুত্র নও। তবে এতে কাযাফ হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কউে কাউকে বলে, হে দর্জির পুত্র! কিংবা বলল, হে কানার পুত্র! অথচ তার পিতা এরূপ নয় তবে এতে কাযাফ হবে না। যদি বলে, তুমি মানুষের সন্তান না অথবা তুমি মানুষ না বিংবা তুমি কোন পুরুষের পুত্র না অথবা তুমি মানুষের জাত না তাহলে তা কাযাফ হবে না। তবে যদি সে বলে তুমি হালাল নও অর্থাৎ বৈধ নও তাহলে তা কাযাফ হবে এবং অপবাদদাতার উপর কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

অপবাদের কারণে বিচার প্রার্থী হওয়া

যার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সে নিজেই এর জন্য বিচারপ্রার্থী হবে। যদি সে ব্যক্তি জীবিত না থাকে তবে তার বংশের ঊর্ধতন অথবা অধঃস্তন্য ব্যক্তিরা অপবাদের শাস্তির জন্য বিচারপ্রার্থী হতে পারবে। যেমন-তার পিতামাতা এবং নিজ সন্তান অথবা সন্তানের সন্তানেরা অপবাদের বিচারপ্রার্থী হতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে বলে হে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর পুত্র! তাহলে এই অপবাদ তার পিতা-মাতার উভয়ের প্রতিই আরোপিত হবে। এমতাবস্থায় তারা

www.pathagar.com

জীবিত থাকলে বিচারপ্রার্থী হবে। অন্যথায় তাদের সন্তানেরা এজন্য বিচার প্রার্থী হতে পারবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড ও কাযী খান।) কোন মৃত সচ্চরিত্রবান ব্যক্তির প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করা হলে তার পিতামাতা সন্তান-সন্তুতি অপবাদদাতার বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হতে পারে।

মৃত বক্তির উপর আরোপিত কাযাফ-এর হদ্দ এর দাবি কেবলমাত্র তারাই করতে পারে; এ অপবাদের কারণে যাদের এসব বংশধারা কলঙ্কিত হওয়ার আশংকা থাকে।

একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক হদ্দযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হলে

একই ব্যক্তির হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয় প্রকারের হদ্দযোগ্য অপরাধ প্রামাণিত হলে, হানাফী ফকীহগণের মতে, হক্কুল্লাহ্ অগ্রাধিকার পাবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে অগ্রাধিকার পাবে হাক্কুল ইবাদ। (শরহে বিকায়াহ, ২য় খণ্ড)

একই অপরাধির মধ্যে যদি একাধিক ধরনের অপরাধ পাওয়া যায়, যেমন—সে অন্যের প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করেছে অথবা মদ্যপান করেছে, অথবা চুরি করেছে, অথবা ব্যভিচার করেছে, তাহলে তার উপর প্রত্যেকটি অপরাধই হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে সকল অপরাধের হদ্দ একসাথে কার্যকর করা যাবে না। বরং তা পর্যায়ক্রমে কার্যকর করা হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে কাযাফের হদ্দ কার্যকর করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্য হদ্দের ক্ষেত্রে বিচারক যে কোনটিকেই অগ্রাধিকার দিতে পারেন। কিন্তু মদ্যপানের হদ্দ সর্বশেষে কার্যকর করবে। (দুররুল মুখ্তার, ১ম খণ্ড)

আর যদি হদ্দযোগ্য অপরাধের সাথে কাউকে আহত করার অপরাধও প্রমাণিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথমে আহত করার কিসাস গ্রহণ করা হবে। তারপর অন্যান্য অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে হদ্দ কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ যে অপরাধ সবচেয়ে গুরুতর সেই অপরাধের শাস্তি প্রাধান্য পাবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কেউ যদি হদ্দযোগ্য একই অপরাধ একাধিকবার করে তাহলে তার উপরই হদ্দ একবার কার্যকর হবে। যেমন—কোন ব্যক্তির একাধিক চুরি করা প্রমাণিত হলো অথবা একাধিক বার যিনা করা বা মদ্য পান করা প্রমাণিত হলো তবে তার উপর হদ্দ একবার কার্যকর হবে। আর যদি একবার হদ্দ কার্যকর করার পর পুনঃ ঐ অপরাধ করে তাহলে তাতে পুনরায় হদ্দ লাগানো হবে।

কাযাফ-এর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য

হানাফী ইমামগণ এর ব্যাপারে একমত যে, যিনার অপবাদদাতার উপর হদ্দে কাযাফ কার্যকর করার পর সর্বদার জন্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

যারা সতী-সাধ্বী রমনীদের উপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। (সূরা নূর ঃ ৪-৫)

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম যুফার (র), সুফইয়ান সাওরী (র), হাসান ইব্‌ন সালিহ্ (র), কাযী শুরাইহ্ (র), সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র), সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র), হাসান বাস্‌রী (র), ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ (র), মাকহূল (র), আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ (র), প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও ফকীহ্‌গণের মতে, অপবাদদাতা শত তাওবা করলে এবং সংশোধিত হলেও তার সাক্ষ্য দানের গ্রহণযোগ্যতা আর পুনর্বহাল হবে না। অবশ্য তাওবা করার দ্বারা ফিসকের হুকুম তার থেকে রহিত হয়ে যাবে।

কাযাফ সম্পর্কিত বিবিধ মাসাইল

শরয়ী আদালত ছাড়া অন্য কেউ হদ্দ কার্যকর করার অধিকার রাখে না। কাযাফ-এর হদ্দও কার্যকর করার সময় বিচারক কিংবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি আবশ্যক। বিচারক তার প্রতিনিধির অবর্তমানে কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ৫ম খণ্ড)

যিনার অপবাদ প্রমাণের জন্য ন্যায়পরায়ণ চারজন পুরুষ সাক্ষী হওয়া আবশ্যক তাই অপবাদ দাতাকে অবশ্যই চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি কোন অপবাদ দাতা, চারজন ফাসিক সাক্ষী হাযির করে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য শরয়ী আদালতে গৃহীত হবে না। এবং এর দ্বরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের উপর যিনার অভিযোগ প্রমাণিত হবে না আর তাদের উপর যিনার অভিযোগ প্রমাণিত হবে না। তাদের উপর যিনার হদ্দও সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপভাবে এই ফাসিক সাক্ষীগণ এবং অপবাদদাতার উপরও কাযাফ এর হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। এতে অপবাদদাতা কাযাফ-এর হদ্দ থেকে নিস্তার লাভ করবে। (কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ)

যদি কোন লোক কারও উপর একই বিষয়ে বহুবার অপবাদ আরোপ করে তবে তার উপর একবার হদ্দ কার্যকর হবে। চাই সে অপবাদ একই মজলিসে দেওয়া হোক

www.pathagar.com

কিংবা একাধিক মজলিসে একই শব্দ দ্বারা দেওয়া হোক কিংবা একাধিক শব্দ দ্বারা। কিন্তু এই অপবাদের হদ্দ কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর যদি সে পুনরায় অপবাদ আরোপ, করে তাহলে তার উপর আবার হদ্দ কার্যকর হবে। যদি কোন লোক একদল মানুষকে যিনার অপবাদ দেয়, চাই সে এক মজলিসে দিক কিংবা একাধিক মজলিসে, এক শব্দ দ্বারা দিক কিংবা একাধিক শব্দ দ্বারা, ভিন্ন ভিন্নভাবে দিক কিংবা সমষ্টিগতভাবে, তবে তার উপর একটি হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

আশ্রয়প্রাপ্ত কোন অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের কোন মুসলিমের প্রতি যদি যিনার অপবাদ দেয়, তাহলে তার উপরও কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে। এবং তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ৫ম খণ্ড)

অনুরূপ কোন ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান যদি কোন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে কাযাফ-এর হদ্দ স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত লাগান হবে। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ৫ম খণ্ড)

হানাফী ইমামগণের মতে অপবাদদাতা অপবাদ প্রদানের দ্বারা এমন অপরাধ করে যার হদ্দ অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী। তাই তার উপর হদ্দ অবশ্যই কার্যকর করা হবে। ক্ষমা করা হবে না। এক্ষেত্রে ক্ষমা করার ইখ্তিয়ারও কারোর নেই এমনকি অপরাধ আরোপকৃত ব্যক্তিরও নয়।

আদালতের ভিতর বিচারকের সামনে যদি কেউ কাউকে যিনার অপবাদ দেয়, আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি সে সময় সেখানে উপস্থি না থাকে, তাহলে বিচারকের দায়িত্ব হলো অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিকে তা অবগত করানো, বিচারকের অবগতি পেয়ে যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি আদালতে এসে হাযির হয়, তাহলে বিচারক এই মামলা গ্রহণ করবেন এবং যথারীতি মোকদ্দমা চলতে থাকবে, অপবাদদাতা যদি নিজ দাবির পক্ষে যথোপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সে অপবাদদাতারূপে সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর কাযাফ-এর হদ্দ কার্যকর হবে। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ্, ৫ম খণ্ড)

কোন ব্যক্তি তার সন্তানকে একাবার স্বীকার করার পর পরবর্তী সময়ে অস্বীকার করলে তার উপর লি'আন আসবে। কেননা, স্বীকার করার দ্বারা সন্তানের নাসাব তার সাথে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, পরবর্তী অস্বীকৃতির ফলে স্ত্রীর জন্য তা যিনার অপবাদ আরোপ করা হলো। আর এই অপবাদের কারণে তার উপর লি'আন আসবে। আর কোন ব্যক্তি যদি সন্তানকে অস্বীকার করার পর আবার স্বীকার করে, তাহলে তার উপর অপবাদের হদ্দ আসবে। কেননা, এতে সে তার স্ত্রীকে পূর্বে মিথ্যা যিনার

www.pathagar.com

অপবাদ দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কাজেই তার উপর অপবাদের হদ্দ কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য, আগে স্বীকার করে পরে অস্বীকার করুক কিংবা আগে অস্বীকার করুক কিংবা আগে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করুক সন্তানের নসাব সর্ব অবস্থায় ঐ পিতার সাথেই সাব্যস্ত হবে।

গর্ভবতী স্ত্রীকে স্বামী যদি একথা বলে যে, এই গর্ভ সঞ্চার আমার থেকে হয়নি। কেননা যেই ঋতুস্রাবের এই গর্ভ সঞ্চয় হয়েছে এই ঋতুর পরে আমি তার সাথে সহবাস করিনি, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে এই গর্ভ সঞ্চার বৈধ গর্ভ হিসেবে গণ্য হবে তবে এই স্বামী স্ত্রীকে লি'আন করতে হবে। এ হচ্ছে বিশেষ ও নির্দিষ্ট গর্ভ অস্বীকৃতির বিধান।

কাযাফ-এর হদ্দ প্রয়োগের ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের অভিমত হচ্ছে, অপবাদকারীকে যিনাকারীর তুলনায় হালকাভাবে বেত্রাঘাত করতে হবে। অর্থাৎ ৮০ ঘা বেতই মারা হবে। তবে যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে মারা হয়, তাকে ঠিক ততটা কঠোর ভাবে মারা হবে না। আর অপবাদদাতার সর্বাঙ্গে ছাড়িয়ে দিতে হবে এই আশিটি বেত্রাঘাত। শরীরের এক স্থানে সব বেত মারা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

অপবাদদাতার উপর কাযাফ-এর হদ্দ প্রয়োগ করার সময় তার গায়ের সাধারণ কাপড় খুলে ফেলা যাবে না। কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। তবে তুলা বা লোম ইত্যাদিতে পূর্ণ জ্যাকেট জাতীয় পোশাক শরীরে থাকলে তা খুলে নিতে হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চুরি ও চুরির শাস্তি

চুরির সংজ্ঞা

চুরির আরবী প্রতিশব্দ اَلسَّرْقَةُ এর আভিধানিক অর্থ হলো, অপরের সম্পদ গোপনে হস্তগত করা। শরী'য়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা এই যে, কোন জ্ঞানবান বালিগ ব্যক্তি কর্তৃক অপরের মালিকানাধীন সংরক্ষিত নিসাব (এক দীনার বা দশ দিরহাম) পরিমাণ সম্পদ অথবা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মূল্য, যার মাঝে চোরের কোন অধিকার কিংবা অধিকারের অবকাশ নেই গোপনে ও ধরা পড়ার ভয়ে সবার অলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হস্তগত করা। সে ব্যক্তি মুসলিম হোক কিংবা যিম্মী হোক অথবা মুরতাদ হোক অথবা পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক, আযাদ হোক অথবা গোলাম হোক এতে কোন পার্থক্য হবে না। সবার বেলায় একই হুকুম প্রযোজ্য। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হদ্দ সাব্যস্ত হয়

এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম অথবা এতদোভয়ের যে কোন একটি মূল্যের সমপরিমাণ মাল চুরি করলে চুরির হদ্দ সাব্যস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لاَ تَقطع يد السارق فى دون ثمن المجن

ঢালের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ বস্তু চুরি করলে তাতে চোরের হাতকাটা যাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত আছে তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় যেই ঢাল চুরি করার দায়ে চোরের হাত কাটা হতো, তার মূল্য ছিল দশ দিরহাম। (কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ৫ম খণ্ড)

---

১. দিরহাম বিশ্লেষণ ঃ

২. এক দিরহাম= ৩ মাশা, ১ রতি + ½ রতি

www.pathagar.com

অপর হাদীসে আছে ঃ

لا تقطع اليد الا فى دينار او فى عشرة دراهم

এক দীনার কিংবা দশ দিরহামের কম চুরি করলে তাতে চোরের হাত কাটা যাবে না। (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, তাবারানী, ফলী মু'জাম)।

রাসূলে করীম (সা) আরো ইরশাদ করেন ঃ

لا قطع فيما دون عشرة دراهم

দশ দিরহামের কম চুরি করলে তাতে হাত কাটা যাবে না। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

বস্তুত উপরোক্ত হাদীস সমূহের ভিত্তিতেই হানাফী ইমামগণ চুরির 'হদ্দ' হস্ত কর্তন প্রযোজ্য হওয়ার জন্যে চুরির মালের নিসাব ধার্য করেছেন এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম* অথবা এতদোভয়ের যে কোন একটি সমপরিমাণ মূল্যের বস্তু।

চুরির শাস্তি

চুরির হদ্দ কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যথোপযুক্ত সাক্ষ্য প্রামাণের দ্বারা যদি চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে চোরকে দু'ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে ঃ

১. তার হাতের কব্জা পর্যন্ত হস্ত কর্তন করা হবে।

২. চুরিকৃত মাল অথবা এর মূল্য ফেরত দিতে হবে।

সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা যখন চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন চোরের উপর কেবল হস্ত কর্তনের দণ্ড কার্যকর হবে, একই সাথে অর্থ দণ্ড দেওয়া হবে না। অর্থাৎ চোরকে এই দুই প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে না। চুরিকৃত মাল যদি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা নষ্ট করে ফেলা হয়, তাহলে চোরকে এই মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। সুতরাং চোর যদি চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় করে তাহলে আর হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি তার হস্ত কর্তন করা হয়, তাহলে তাকে পণ্যের আর জরিমানা দিতে হবে না। চুরির শাস্তি স্বারূপ যদি চোরের হাতকাটা হয় এবং চুরিকৃত মাল তার নিকট বিদ্যমান থাকে, তাহলে এই মাল অবশ্যই এর মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা চুরিকৃত এই মাল এখনো তার মালিকের মালিকানা ভুক্তই রয়েছে। এ

---

১. * দশ দিরহাম= ২ তোলা ৭$\frac{1}{2}$ মাশা

২. ১ মাশা = ৮ রতি

৩. ১ তোলা = ১২ মাশা

৪. ৮ রতি = ১ মাশা

৫. ১২ মাশা = ১ তোলা

www.pathagar.com

ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। বস্তুত যার মাল চুরি করা হয়েছে তার এক্ষেত্রে পূর্ণ ইখ্তিয়ার রয়েছে, হয়তো সে চোরের নিকট থেকে চুরিকৃত মালের জরিমানা আদায় করবে কিংবা তার হস্ত কর্তন করাবে। যদি জরিমানা আদায় করে তাহ্লে আর তার হস্ত কর্তন করাতে পারবে না। আর যদি তার হস্ত কর্তন করা হয় তাহলে তার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা যাবে না।

চুরি করার কারণে শরয়ী দণ্ড হিসেবে কুরআন মজীদে শুধুমাত্র হস্ত কর্তনের শাস্তির কথাই উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً ا بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও এটা তাদের কৃতকর্মের ফল। এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদর্শদণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদা ঃ ৩৮)

উপরোক্ত আয়াত দারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, চোর চুরি করার দ্বারা যে অপরাধ করেছে তার সবটুকু শাস্তিই হলো হস্ত কর্তন। অতএব, এই হস্ত কর্তনের সাথে আর অন্য কোন শাস্তিকে সংযুক্ত করা যাবে না। মিসওয়ার ইব্ন ইবরাহীম, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لا يغرم السَّارق إذا اقيم عليه الحد

চোরের উপর হস্ত কর্তনের হদ্দ কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর তার থেকে আর কোন জরিমানা আদায় করা হবে না। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ৫ম খণ্ড)।

চুরি প্রমাণিত হওয়ার পন্থা

দু'ভাবে চুরি প্রমাণিত হয়ে থাকে ঃ

১. দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ অপরাধের স্বীকারোক্তি দ্বারা।

উল্লেখ্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ অপরাধের কথা একবার স্বীকার করলেই সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। একাধিকবার স্বীকারোক্তি প্রদান করা আবশ্যক নয়। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ৫ম খণ্ড)

হিদায়া, এবং আলমগীরীর মধ্যেও চুরি প্রমাণিত হওয়ার এই দুই উপায়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ২য় খণ্ড)।

www.pathagar.com

চুরির ব্যাপারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দানের সময় বিচারক চোরকে জিজ্ঞাসা করবেন, চুরির অবস্থা সম্পর্কে। অর্থাৎ কোন্ অবস্থায় সে চুরি করেছে। কেননা, হতে পারে সে এমন অবস্থায় চুরি করেছে, যে অবস্থায় চুরি করার কারণে তার উপর চুরির হদ্দ সাব্যস্ত নাও হতে পারে। যে বস্তু শরী'য়তের দৃষ্টিতে মাল হিসেবে ধর্তব্য তা চুরি করলে বিচারক চুরিকৃত মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। যে সকল বস্তু শরী'য়তের দৃষ্টিতে মাল হিসেবে ধর্তব্য নয় তা চুরি করলে চোরের হস্ত কর্তন করা যাবে না। আর যদি তা শরী'য়তের দৃষ্টিতে মাল হয় তবে বিচারক তাকে মালের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি চুরিকৃত মাল উপস্থিত থাকে এবং যার মাল চুরি হয়েছে সে তা নিজের বলে দাবি করে এবং চোরও তা স্বীকার করে তাহলে চুরিকৃত মাল ও তার পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না।

তারপর বিচারক চোরকে জিজ্ঞাসা করবে কিভাবে সে চুরি করেছে এবং সে কোথা থেকে চুরি করেছে? এরপর যার মাল চুরি হয়েছে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে। এরূপ জিজ্ঞাসাবাদের পর অপরাধ সাব্যস্ত হলে বিচারক চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিবেন। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)।

যার মাল চুরি করা হয়েছে তার সম্পর্কেও স্পষ্ট বিবরণ দেওয়ার জন্যে বিচারক সাক্ষীদেরকে বলবেন। কারণ, সবার মাল চুরি করার দ্বারাই তো আর চোরের উপর চুরির হদ্দ সাব্যস্ত হয় না। যেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের মাল চুরি করলে চোরের উপর 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয় না। অনুরূপভাবে স্বামীর মাল স্ত্রীর আর স্ত্রীর মাল স্বামী যদি চুরি করে, তাহলে এদের কারও উপরেই অপরাধে চুরির হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তদ্রুপ মাতাপিতার মাল সন্তান চুরি করলে কিংবা সন্তানের মাল মাতাপিতা চুরি করলে চুরির 'হদ্দ' আরোপিত হয় না। আর এ কারণেই যার মাল চুরি করা হয়েছে, তার সম্পর্কেও অবগত হওয়া আবশ্যক। (কিতাবুল ফিকহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ, ৫ম খণ্ড)

চুরিকৃত মাল যদি আদালতে উপস্থিত না থাকে, তাহলে বিচারক সাক্ষীদেরকে এই মাল কি এবং তার পরিমাণ কত এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করবেন। আর চুরিকৃত মাল যদি আদালতে উপস্থিত থাকে, তাহলে বিচারক আর সাক্ষীদেরকে উক্ত মালের পরিচিতি এবং তার পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তখন তিনি সম্মুখে রাখা চুরিকৃত মাল দেখেই বিচার করবেন। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চুরির অপরাধে হাতকাটার শাস্তি দেওয়ার শর্তাবলী

নিছক চুরির দ্বারা কোন ব্যক্তির উপর চুরির হদ্দ হস্ত কর্তনের দণ্ড প্রযোজ্য হয় না। বরং এই হস্ত কর্তনের শাস্তির জন্যে কিছু শর্ত চোরের মধ্যে, কিছু শর্ত চুরিকৃত বস্তুর মধ্যে, কিছু শর্ত চুরিকৃত মালের স্থানের মধ্যে এবং কিছু শর্ত চৌর্যকর্মের মধ্যে

www.pathagar.com

থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে না। বরং তাকে তখন তার তা'যীরের আওতায় সাজা দেওয়া হবে।

বস্তুত এই প্রেক্ষিতে চুরির 'রুকন' তথা মৌলস্তম্ভ হলো, চারটি ঃ ১. চোর ২. চুরিকৃত বস্তু ৩. চুরিকৃত বস্তুর স্থান এবং ৪. চৌর্যকর্ম। এবং পরে প্রত্যেকটির জন্যেই স্বতন্ত্র শর্তাবলী রয়েছে। নিম্নে তা ক্রমানুসারে প্রদত্ত হলো ঃ

১. চোর। চোরের মধ্যে ৭টি শর্ত থাকা আবশ্যক। যথা ঃ

১. বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং 'নাবালিগ' তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার চুরির দায়ে 'হস্ত কর্তন' করা যাবে না। তবে নাবালিগকে চুরির অপরাধে তাযীরের আওতায় শাস্তি দেওয়া যাবে।

২. 'আকল' তাথ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং কোন অপ্রকৃতিস্থ পাগলের দ্বারা যদি চৌর্যকর্ম সংঘটিত হয় তাহলে ঐ চুরির দায়ে তার হস্ত কর্তন করা যাবে না। কেননা শিশুর মত পাগল শরী'য়তের আদেশ নিষেধ বিধি-বিধান এবং শাস্তির গণ্ডির বাইরে।

৩. যার নিকট থেকে চুরি করা হয়েছে চোর এবং তার মধ্যে নসব এর সম্পর্ক না থাকে। যদি 'নসব' এর সম্পর্ক থাকে, তাহলে চুরির হদ্দ হস্ত কর্তনের শাস্তি দেওয়া যাবে না। সুতরাং পিতামাতা যদি স্বীয় সন্তানের সম্পদ চুরি করে, তাহলে তার হাতকাটা যাবে না। অনুরূপভাবে, ছেলেমেয়ে যদি স্ত্রী ও পিতামাতার সম্পদ চুরি করে, তাহলে তারও হস্তচ্ছেদন করা যাবে না।

৪. চোর এবং যার মাল চুরি করা হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক না থাকা। স্বামী-স্ত্রী একের মাল অন্যে চুরি করলে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য হয় না।

৫. চোর এবং যার মাল চুরি করা হয়েছে, তার সাথে অভিভাবকত্ব এবং অধিকারের সম্পর্ক না থাকা। যেমন মুনীব ও ভৃত্যের সম্পর্ক। সুতরাং মুনীব যদি স্বীয় ভৃত্যের সম্পদ চুরি করে তাহলে তার হাতকাটা হবে না। তেমনিভাবে ভৃত্য যদি স্বীয় মুনীবের-মাল চুরি করে তাহলে তারও হস্তচ্ছেদন করা হবে না।

৬. চোরকে চৌর্যকর্ম নিজ ইচ্ছায় সম্পন্ন করতে হবে। যদি সে কারও চাপের মুখে বাধ্য হয়ে চুরি করে, তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে এবং অন্যের চাপ ও প্রভাবমুক্ত অবস্থায় চোর যদি চৌর্যকর্ম সম্পাদন করে, তাহলেই তার হাত কাটা হবে, অন্যথায় নয়।

৭. দারুল হারবে যুদ্ধরত অবস্থায় চৌর্যকর্ম সংঘটিত না হওয়া। যেমন কোন মুজাহিদ দারুল হারবের রণাঙ্গনে 'মালে গনীমত' তথা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে যদি চুরি

www.pathagar.com

করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে না। কেননা, জিহাদের ময়দানে এবং দারুল হারবে হুদূদ কার্যকর হতে পারে না।

২. চুরিকৃত মাল ঃ চুরিকৃত মালের মধ্যে ছয়টি শর্ত থাকা আবশ্যক। যথা ঃ

১. নিসাব ঃ চুরিকৃত মাল 'নিসাব' পরিমাণ হতে হবে। অতএব নিসাব পরিমাণ থেকে কম মাল চুরি করার অপরাধে কারও হাত কাটা যাবে না। চুরির মালের নিসাবের পরিমাণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, চুরির মালের 'নিসাব' হলো এক দীনার অথবা দশ দিরহাম কিংবা এতদোভয়ের যে কোন একটির সমমূল্য। বস্তুত হানাফী হাযহাব অনুযায়ী এক দীনার বা দশ দিরহাম অথবা এতদোভয়ের যে কোন একটি সমমূল্য পরিমাণ যদি চুরি করা না হয়, তাহলে চোরের হাত কর্তন করা হবে না।

২. মাল ঃ চুরিকৃত বস্তু 'মাল' হতে হবে। হতে হবে তা এমন বস্তু শরী'য়তের দৃষ্টিতে যার মালিক হওয়া যায় এবং যার ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও বৈধ। চুরিকৃত বস্তু 'মাল' হওয়ার মর্ম হলো-এর আর্থিক মূল্য থাকতে হবে। যে বস্তুর আর্থিক মূল্য নেই তা হস্তগত করলে চুরি বলে গণ্য হবে না এবং তা চুরির শাস্তি 'হদ্দ' এর আওতায় পড়বে না। এমনিভাবে মালিক হওয়ার অর্থ হলো, যে সম্পদ বেচাকেনার দ্বারা আইনত অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। সে সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না, সেই মাল চুরি করার অপরাধে কারও হাত কাটা যাবে না। যে জিনিস ইসলামী শরী'য়তে ক্রয় বিক্রয় করা নাজায়িয, সেই জিনিস চুরি করার দায়ে কারও উপর চুরির 'হদ্দ' হস্ত কর্তন প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন শরাব, শূকর, বাদ্যযন্ত্র কেউ যদি চুরি করে, তাহলে এই জন্যে তার হাত কাটা হবে না। কারণ (শরী'য়তের দৃষ্টিতে) এগুলো মাল হওয়ার মর্যাদা রাখে না এবং শরী'য়ত অনুযায়ী এগুলো বেচাকেনাও জায়িয নয়।

৩. অধিকার ঃ চুরিকৃত মালের মধ্যে চোরের কোনরূপ অধিকার না থাকা যেমন কেউ যদি তার কোন জিনিস অন্যের কাছে বন্ধক রাখে এবং পরবর্তীতে তাই চুরি করে নিয়ে আসে। অথবা অন্যের কাছে নিজের কোন বস্তু ভাড়া বা কেরায়া দিয়ে তা আবার চুরি করে, তবে এরূপ চুরির অপরাধে তার হাতকাটা যাবে না। অনুরূপবাবে, চুরিকৃত মালের মধ্যে চোরের অধিকারের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকা একটি শর্ত। যেমন গনীমতের মালও রাষ্ট্রীয় সম্পদ। কেননা এতদোভয়ের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকেরই পরোক্ষ অধিকার থাকে। অতএব, কেউ যদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ কিংবা রাষ্ট্রীয় কোষাগার অথবা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে চুরি করে, তাহলে তাকে তা'যীরের আওতায় সাজা দেওয়া হবে তার হাত কাটা হবে না।

www.pathagar.com

৪. চুরি হয় এমন বস্তু ঃ এমন বস্তু চুরি করা যা সাধারণত চুরি করা সম্ভব। যেমন- অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু কিশোর কিংবা বয়স্ক বোবা লোককে অপহরণ করা। পক্ষান্তরে, বয়স্ক লোক কিংবা বাক-সম্পন্ন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গেলে, তা চুরির আওতায় পড়বে না। আর একারণে তার হাতও কাটা হবে না।

৫. স্থানান্তর বা হস্তান্তরযোগ্য হওয়া ঃ চুরিকৃত মাল স্থানান্তর যোগ্য হওয়া চুরির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ চুরির অর্থই হলো, অন্যের সম্পদ সরিয়ে নিজের দখলে নিয়ে যাওয়া। আর এটা কেবল স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের বেলাই সম্ভব। যেসব মাল এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্যস্থানে নেওয়া যায় না তা দখল করা অবৈধ হলেও তাকে চুরি বলা হয় না।

৬. দখলভুক্ত হওয়া ঃ চুরিকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত হওয়া অর্থাৎ চুরিকৃত মাল অন্যের মালিকানাধীন থাকতে হবে। কারও দখলবিহীন বা মালিকানা বিহীন কোন মাল যদি কেউ হস্তগত করে কিংবা নিয়ে যায়, তাহলে তা চুরি বলে গণ্য হবে না এবং এ কারণে তার হাতকাটা হবে না।

৩. চুরিকৃত বস্তুর স্থান ঃ এর জন্যে শর্ত হচ্ছে, চুরিকৃত মাল সংরক্ষিত স্থানে থাকা। বস্তুত যে বস্তুর সংরক্ষণের জন্যে যে স্থান নির্ধারিত সেটিই ঐ বস্তুর স্থান হিসেবে গণ্য। যেমন-মানুষের মাল আসবাব অর্থ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বাড়ি ঘর, দোকান পাট অফিস, মালখানা, ট্রেজারি ইত্যাদি। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, উষ্ট্র, অশ্ব, হাতীর জন্যে গোয়াল, খোঁয়াড়, আস্তাবল প্রভৃতি। ফসলের জন্যে গোলা মরাই। ফুল ফলের জন্যে বেড়া, প্রাচীর পরিবেষ্টিত বাগ বাগিচা। নৌকা, লঞ্চ, কার্গো জাহাজের জন্যে নোঙর, খাঁড়ি, নৌঘাটি, বন্দর প্রভৃতি। গাড়ীর জন্যে গ্যারেজ, বিমানের জন্যে বিমান বন্দর। রেলের জন্যে স্টেশন, বাস, কোচ, ট্রাকের জন্যে টার্মিনাল সংরক্ষিত স্থান। সে সাথে যে জিনিসের জন্যে পাহারাদার নিযুক্ত আছে, সেটাই তার জন্যে সংরক্ষিত স্থান। মোদ্দাকথা, যে বস্তুর জন্যে যা সংরক্ষিত স্থানরূপে বিবেচিত সেখান থেকে যদি তা চুরি করা হয়, তবেই চোরের হাত কাটা হবে। পক্ষান্তরে সংরক্ষিত স্থান ছাড়া অন্য কোথাও থেকে কোন বস্তু যদি কেউ চুরি করে তাহলে তার উপর হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

৪. চৌর্যকর্ম ঃ এ জন্যে রয়েছে তিনটি শর্ত। যথা ঃ

১. গোপনে চুপিসারে ও সবার অলক্ষ্যে, মালিকের সম্মতি ছাড়া কিংবা তার অনুপস্থিতিতে অথবা তার নিদ্রিতাবস্থায়, তার মালিকানাধীন বা দখলভুক্ত কোন মাল হস্তগত করে নেওয়া কিংবা নিয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

২. চুরিকৃত মাল চোর কর্তৃক পুরোপুরিভাবে নিজের দখলভুক্ত করা। চোর কর্তৃক চুরিকৃত মাল সম্পূর্ণরূপে স্বীয় দখলভুক্ত হওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যকঃ

ক. চুরিকৃত মাল নিরাপদে সংরক্ষিত স্থান থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

খ. চুরিকৃত মাল মালিকের দখলমুক্ত হতে হবে।

গ. চুরিকৃত মাল সম্পূর্ণরূপে চোরের নিজের আয়ত্বে আসতে হবে।

এই তিনটি শর্তের কোন একটি অপূর্ণ থাকলে চোর কর্তৃক চুরিকৃত মাল পরিপূর্ণভাবে দখলভুক্ত হওয়া বিবেচিত হবে না এবং তখন চোরের হস্ত কর্তন করা যাবে না। দখলভুক্ত বিষয়টি যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে চুরি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না বরং চুরি শুরু হয়েছে বলে ধরা হবে। এক্ষেত্রে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য না হয়ে তাযীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

৩. কারও মাল হস্তগত করার ক্ষেত্রে চুরির উদ্দেশ্য থাকা। হস্তগতকৃত মাল দখল বা মালিকানাভুক্ত করার অভিপ্রায় না থাকলে তা চুরিরূপে গণ্য হবে না এবং এজন্যে চুরির 'হদ্দ' হস্ত কর্তনের শাস্তিও প্রযোজ্য হবে না।

মোটকথা, উল্লিখিত শর্তসমূহ যে চুরিতে পাওয়া যাবে, সেই চুরিতেই শুধুমাত্র চুরির শাস্তি হিসেবে চোরের হস্ত কর্তন করা হবে। এই শর্তসমূহ যেই চৌর্যকর্মে বিদ্যমান নেই সেখানে চুরির 'হদ্দ' হস্ত কর্তনের শাস্তি কার্যকর হবে না। বরং 'তা'যীরের' আওতায় চোরের শাস্তি হবে। আলমগীরী, ২য় খণ্ড কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের ভাষ্য, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ ও আত-তাশরীউল জানাইল ইসলামী, ২য় খণ্ড)

যে চুরিতে 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয় এবং যে চুরিতে 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয় না।

ইসলামী দেশে যা কিছু সহজলভ্য ও সাধারণভাবে পাওয়া যায় এবং সাধারণত যেসব বস্তুর সংরক্ষণ করা হয় না, অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে, সেসব বস্তু চুরি করলে চোরের হস্ত কর্তন করা যাবে না। যেমন ঃ জ্বালানী, লাকড়ী, ঘাস, বাঁশ, মৎস্য, পাখি শিকার, হরিতাল, লালমাটি, চুনামাটি প্রভৃতি।

মাছের মধ্যে লোনা, শুঁটকি ও তাজা মাছ সবটাই শামিল। হাঁস-মোরগ এবং কবুতরও পাখির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এগুলো চুরি করলে হাত কাটা হবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে একমাত্র মাটি ও ধুলা-বালি ছাড়া আর যা কিছুই চুরি করা হবে সে চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা হবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

অপরের মালিকানাধীন ও দখলভুক্ত, সংরক্ষিত 'নিসাব' পরিমাণ মাল কিংবা এর মূল্য চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

নিসাব পরিমাণ থেকে কম চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কাটা হবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গম এবং চিনি চুরির অপরাধে হাত কাটা হবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

শুকনো ফলমূল যদি কেউ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

যে ফলমূল গাছে রয়েছে এবং যে ফসল এখনো ক্ষেত থেকে কাটা হয়নি সে ফলমূল আর শস্য, ফসল যদি কেউ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে না। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

যে ফলের বাগানে এবং যে শস্য ক্ষেতে পাহারাদার নিযুক্ত আছে সে বাগানের ফলমূল এবং সেই ক্ষেতের শস্য চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

কোন মালের নিকট তার মালিক উপস্থিত থাকা অবস্থায় কেউ যদি তা চুরি করে তাহলে চোরের হাত কাটা যাবে। (হিদায়া, ২য় খণ্ড)

গর্জন, শাল, আম, জাম, কাঠাল, কড়ই. চন্দন ইত্যাদি কাঠ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। অনুরূপ হিরা, মনি মুক্তা ইত্যাদি পাথর চুরি করলেও চোরের হাত কাটা যাবে (আলমগীরী ২য় খণ্ড হিদায়া, ২য় খণ্ড)

এমনিভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য চুরি করলেও চোরের হাত কাটা যাবে।

যে কাঠ চুরি করলে হাত কাটা হয় না সে কাঠ দিয়ে দরজা, চেয়ার অথবা খাট পালঙ্ক কাঠের ফর্নিচার এবং বাঁশ-বেত দ্বারা তৈরি মূল্যবান আসবাবপত্র চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যেসব শুকনা ফলমূল দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য। যেমন- আখরোট, বাদাম, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি। এ জাতীয় ফলমূল যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করা হয় তাহলে চোরের হাত কাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যে ফল পাকার পরে কাটা হয়েছে এবং যে গম ও ধান কেটে এনে সংরক্ষণ করা হয়েছে, কেউ যদি তা চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

দুর্ভিক্ষের সময়, কেউ যদি কারো নিকট থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে তার সেই চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। চাই সে খাদ্যদ্রব্য পঁচনশীল হোক কিংবা না হোক, চাই তা সংরক্ষিত স্থানে থেকে চুরি করা হোক কিংবা অরক্ষিত স্থান থেকে। সর্বাবস্থায় দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্য চুরি করার দায়ে চুরির 'হদ্দ'

www.pathagar.com

হস্ত কর্তন দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। পক্ষান্তরে বছর যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হয় এবং কোন ব্যক্তি কারো নিকট থেকে দ্রুত পঁচনশীল খাদ্যদ্রব্য চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলেও তার হাত কাটা যাবে না। তবে খাদ্যদ্রব্য যদি দ্রুত পাঁচনশীল না হয় এবং তা সংরক্ষিত থাকে, তাহলে এই খাদ্যদ্রব্য চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কাটা যাবে।

উল্লিখিত বিধানের উপর ভিত্তি করে আমাদের হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফকীহগণ ফলমূল সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন, বছর যদি দুর্ভিক্ষের হয়, তাহলে ফলমূল চুরি করার দায়ে হস্ত কর্তন প্রযোজ্য হবে না। চাই সে ফলমূল দ্রুত পঁচনশীল হোক কিংবা না হোক চাই সেই ফলমূল বৃক্ষ-শাখায় সংযুক্ত থাকুক কিংবা সংরক্ষিত স্থানে সযত্নে থাকুক। অনুরূপভাবে, সুখ সমৃদ্ধির বছর হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত পঁচনশীল ফলমূল চুরি করার কারণে চোরের হাত কাটা যাবে না। চাই তা সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করা হোক কিংবা অরক্ষিত স্থান থেকে তবে ফল মূল যদি দ্রুত পঁচনশীল না হয় এবং তা যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করা হয়ে থাকে, তাহলে এই চুরির অপরাধে চোরের হস্ত কর্তন করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

সর্বপ্রকার শস্যবীজ, তৈল, সুগন্ধি, অগর কাষ্ঠ, মেশক চুরি করলে হাত কাটা হবে। এমনিভাবে তুলা, কাতান, পশম চুরি করলেও হাত কাটা হবে। গম, যব, আটা, ছাতু, ঘৃত, খেজুর, কিশমিশ, যায়তুন তৈল, চুরি করলে হাত কাটা হবে। সর্বপ্রকার পরিধেয় বস্ত্র, বিছানা পত্র, লোহা, কাঁসা, সীসা, কাষ্ঠ ও চামড়ার তৈরি যাবতীয় পাত্র ও আসবাবপত্র, সর্বপ্রকার কাগজ, বিভিন্ন প্রকার ছুরি-চাকু, কাঁচি. পরিমাপ যন্ত্র, জীব জন্তুর গলাবন্ধ চুরি করলে হাত কাটা হবে। তবে পাথর চুরি করলে হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

মর্মর পাথর, প্রস্তর নির্মিত ডেগ এবং লবণ চুরি করলে হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, যাবতীয় শিং কাজে লাগান হোক বা না হোক, ব্যবহৃত হোক না হোক, তা চুরি করলে হাত কাটা হবে না। খেজুর গাছ কিংবা অন্য কোন গাছ যদি কেউ শিকড়সহ উদ্যান থেকে চুরি করে নিয়ে যায়, আর এর মূল্য হয় দশ দিরহাম পরিমাণ, তাহলেও হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

সিরকা, মধু চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে হাতকাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

ইমাম মুহাম্মদ (র) হাতীর দাঁতের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন কিছু তৈরি করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা চুরি করার দায়ে হাত কাটা হবে না। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমামগণের মতে হাতীর দাঁতের দ্বারা কোন কিছু তৈরি হোক বা না হোক কোন অবস্থাতেই তা চুরি করলে হাত কাটা হবে না।

www.pathagar.com

উটের দাঁত সম্পর্কে হানাফী ইমামদের অভিমত হলো, নিছক উটের দাঁত চুরির অপরাধে হাত কাটা হবে না। কেননা, উটের দাঁত সাধারণত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে উটের দাঁত দিয়ে কোন কিছু তৈরি করার পর যদি তা চুরি করা হয়, তাহলে হাত কাটা হবে। কেননা ঐ দাঁতের দ্বারা কোন কিছু তৈরি করার পর তা কারুপণ্য হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। এর দৃষ্টান্ত তখন এমন কাঠের মত হয়ে যায়, যে কাঠ দিয়ে কোন আসবাব পত্র তৈরি করা হয়েছে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কাঁচ চুরি করলে জাহিরী রিওয়ায়াত মতে হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

শিকারের জন্তু চুরি করলে হাত কাটা হবে না। চাই সে জন্তু বন্য হোক বা না হোক। চাই সে শিকার জলের হোক কিংবা স্থলের। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

মেহেদি, শাক-সবজি এবং সুগন্ধি কাঁচা ফুল চুরি করলে হাত কাটা হবে না। মাটি পানি ও চুনাপাথর চুরি করলে হাত কাটা হবে না। যবেহকৃত হিংস্র জন্তুর চামড়া দিয়ে যদি বিছানা কিংবা জায়নামায না বানানো হয়ে থাকে তাহলে তা চুরি করলে হাত কাটা হবে না। তবে যবেহকৃত হিংস্র জন্তুর চামড়া দিয়ে যদি বিছানা কিংবা জায়নামায তৈরি করা হয়ে থাকে, তাহলে তা চুরি করলে হাত কাটা হবে। খাদ্যের ডেক, ডেকচি চুরি করলে হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

পানীয়বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত ১. হালাল, যথা- যবের শরবত এবং এ জাতীয় পানীয়। সুতরাং এই জাতীয় পানীয় চুরি করলে হাত কাটা হবে। ২. খেজুর এবং কিশমিশ ভিজান পানি। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এই জাতীয় পানীয় বস্তু চুরি করলেও হাত কাটা হবে। ৩. 'খামার'-তথা এমন পানীয় যার মধ্যে মাদকতা আছে এবং সে মাদকতা বিবেক বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে, জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই মাদক জাতীয় পানীয় বস্তু চুরি করলে হাত কাটা হবে না। মোটকথা হালাল পানীয় চুরি করলে হাত কাটা যাবে। পক্ষান্তরে হারাম পানীয় চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

তানপুরা, দফ, বাঁশি এবং যে কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র চুরি করার কারণে হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কুরআন শরীফ চুরি করার কারণে হাত কাটার শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। যদিও সেই কুরআন শরীফ স্বর্ণখচিত এবং সহস্র দিরহাম মূল্যের হয় তবুও তা চুরি করলে হাত কাটা হবে না। অনুরূপভাবে, ফিক্‌হ (ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান), নাহু (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র) অভিধান ও কবিতার বই-পুস্তক চুরি করলেও হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

চামড়া এবং কাগজ যদি কেউ তাতে কোন কিছু লিখার আগে চুরি করে, তাহলে হাতকাটা হবে। হিসাব কিতাবের খাতাপত্র চুরি করলে হাতকাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)। জাফরান, 'ওরাস' (এক প্রকার রঙের ঘাস), আম্বর, ওয়াস্‌মাহ্ (এক প্রকার বৃক্ষ যার পাতার খিযাব তথা চুলের কলপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়) 'কাতাম' (এক প্রকার বৃক্ষ, যার দ্বারা খিযাব বানান হয় এবং যার শিকড় জ্বাল দিয়ে কালি তৈরি করা হয়। চুরি করলে হাত কাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এমন ছোট বালক-বালিকা, যে ভালভাবে কথা বলতে পারে না এবং নিজের নাম ঠিকানা ও পরিচয় দিতে সক্ষম নয় এ ধরনের বালক-বালিকাকে ধরে নিয়ে গেলে চুরির পর্যায়ে পড়বে এবং যে ধরে নিয়ে গেছে তার হাত কাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কেউ যদি 'খীমাহ্ বা তাঁবু টানান অবস্থা থেকে চুরি করে, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। আর যদি তাঁবু ভাঁজকৃত ও গুটানো অবস্থা থেকে চুরি করে থাকে তাহলে তার হাতকাটা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় নামে 'ওসীয়্যাত'কৃত সম্পদ ওসীয়্যাতকারীর মৃত্যুর পূর্বেই চুরি করে, তাহলে তার হাত কাটা হবে। তবে ওসীয়্যাতকারীর মৃত্যুর পরে, ওসীয়্যাতকৃত মাল প্রাপ্তির পূর্বেই যদি তা চুরি করে নেয়, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে যদি কেউ চুরি করে, তাহলে তার হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ এমন সম্পদ থেকে চুরি করে যে সম্পদের মধ্যে তার অংশ আছে তাহলে এই চুরির দায়ে তার হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

একবার এক লোক চুরি করেছে, চুরির অপরাধে তার হাত কাটা হয়েছে এবং চুরিকৃত মাল মালিকের কাছে প্রর্ত্যপণ করা হয়েছে। পুনরায় যদি সে চোর ঐ মালকেই আবার চুরি করে, তাহলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এই চোরের উপর আর হদ্দ হস্তকর্তন প্রযোজ্য হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এক চোরের চুরিকৃত মাল যদি অপর চোরে চুরি করে নিয়ে যায় তবে এই চুরির দায়ে দ্বিতীয় চোরের হাত কাটা হবে না। এরূপ চুরির ক্ষেত্রে মালের প্রকৃত মালিক বা প্রথম চোর কেউই দ্বিতীয় চোরের হাত কাটার দাবি উত্থাপন করতে পারবে না।

এই ব্যাপারে মৌলিক বিধান হলো আসল মালের যদি এক লোক একশত দিরহাম চুরি করেছে, শাস্তিস্বরূপ তার হস্ত কর্তিত হয়েছে। দিরহামও মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আবার সে ঐ একশত দিরহাম চুরি করেছে। এমতাবস্থায় তার হাত কাটা হবে না। তবে যদি সে ঐ একশত দিরহামের সাথে আরো একশত দিরহাম

www.pathagar.com

চুরি করে নিয়ে আসে, তাহলে দ্বিতীয়বার তার উপর চুরির হদ্দ প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয়বার তার বাম পা কর্তন করা হবে। চাই এই উভয় শত দিরহাম একসাথে মিশ্রিত থাকুক কিংবা পৃথক থাকুক, তাতে কোন পার্থক্য নেই। যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন দ্বিতীয় শত দিরহামের জন্যে তার উপর পুনরায় চুরির হদ্দ কার্যকর হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এক ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য চুরি করেছে। এজন্য হাত কাটা হয়েছে। এবং চুরিকৃত মালও মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অথবা চুরিকৃত মাল ছিল স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র। যদ্দরুণ চোরের হাত কাটা হয়েছে এবং সেই পাত্রও মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে মালিক সেই পাত্র ভেঙ্গে দীনার অথবা দিরহাম তৈরি করেছে। এমতাবস্থায় সেই চোরই আবার তা চুরি করে নিয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী সেই চোরের উপর দ্বিতীয়বার আর চুরির হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ তার বাম পা আর কাটা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী চোরের বাম-পা কর্তন করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কোন এক ব্যক্তি একটি গাভী চুরি করেছে। এই অপরাধে তার হাত কর্তিত হয়েছে। মালিকের কাছে গিয়ে গাভীটি প্রর্ত্যপণ করা হয়েছে। মালিকের কাছে গিয়ে গাভীটি একটি বাছুর প্রসব করেছে। সেই চোর আবার সেই গাভীর বাছুরটি চুরি করেছে। এই অবস্থায় পুনরায় সে চোরের উপর হস্ত কর্তনের হদ্দ প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তার বাম পা কর্তন করা হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যাকাতের মালকে এক লোক মূল মাল থেকে পৃথক করে রেখেছে গরীব মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে। কিন্তু যাকাতের মালই চোর চুরি করে নিয়ে গেছে। এই অবস্থায় সে চোরের হাত কাটা হবে। কেননা এই যাকাতের মালের মধ্যে সেই মালিকের তখনও পর্যন্ত কর্তৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কাঠ দিয়ে আসবাব পত্র দরজা জানালা নির্মাণ করার পরে যদি কেউ তা চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে। (হিদায়া ২য় খণ্ড)

চুরির শাস্তি প্রদানে হাতকাটার পদ্ধতি

ইমামগণের সর্বসম্মত রায় হলো, যদি চোরের উপর হস্ত কর্তনের 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয় এবং এটাই যদি তার প্রথম চুরি ও এই চুরির অপরাধে তার উপর এই প্রথম বারের মত 'হদ্দ' আরোপিত হতে যাচ্ছে এমতাবস্থায় যদি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সব সুস্থ-সঠিক থাকে তাহলে তার ডান হাতের কব্জি কর্তন করা হবে। এরপর কর্তিত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

সর্বক্ষেত্রে, সর্বকর্মে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বিধায় সর্বপ্রথম চুরির শাস্তি হিসেবে ডান হাত কাটার বিধান দেয়া হয়। (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ৫ম খণ্ড)

এই বিধানের মূলনীতি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءًا بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

পুরুষ চোর ও নারী চোরের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদর্শদণ্ড এবং আল্লহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদা ঃ ৮)

বস্তুত প্রথম চুরির অপরাধে প্রথমবার চোরের ডান হাত কাটার এই বিধান পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর ইজমা-ই-সাহাবা ও ইজমা-ই-উম্মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেই চোর যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে এবং তার উপর কর্তনের দণ্ড বর্তায়, তাহলে এবার তার বাম পা কাটা হবে। বাম পায়ের গোড়ালি থেকে নিম্নাংশ কেটে ফেলতে হবে। এবং সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।

বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় বারের চুরির শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে কারো কোনরূপ মতানৈক্য নেই। প্রথম চুরির শাস্তি ডান হাত কর্তন এবং দ্বিতীয় চুরির শাস্তি চোরের বাম পা কর্তন। এ ব্যাপারে সকল ইমামই একমত। কিন্তু একই চোর কর্তৃক যদি তৃতীয়বার ও চতুর্থবার চৌর্যকর্ম সম্পাদিত হয়, তাহলে তার শাস্তি সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

হানাফী ইমামগণের মতে, ডান হাত এবং বাম পা কাটার পরেও যদি কোন চোর আবার চুরি করে, তাহলে তার উপর চুরির 'হদ্দ তথা কর্তনের শাস্তি আর প্রযোজ্য হবে না। বরং তাকে তখন 'তাযীর'-এর আওতায় শাস্তি দেওয়া হবে। চোরের নিকট থেকে তখন চুরির মাল ফেরত নেয়া হবে অথবা মূল্য আদায় করা এবং তাকে বন্দী করা হবে ও প্রহার করা হবে।যাতে করে সে চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে, তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়। এই বিধানের মূল তাৎপর্য হলো, 'হদ্দ' বিধিবদ্ধ হয়েছে শাসনের জন্যে ও সংশোধনের জন্য, মানুষের ধ্বংস সাধনের জন্যে নয়।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর দরবারে চুরির অপরাধে হস্ত-পদ কর্তিত এক চোরকে বিচারের নিমিত্ত হাযির করা হয়েছিল। কারণ সে আবার চুরি করেছে। তাকে 'সুদুম' বলা হতো। হযরত উমর (রা) তার উপর আবার কর্তনের

শাস্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আলী মুরতাযা (রা) তখন হযরত উমর ফারুক (রা)-কে বললেন, তার হস্তপদ তো পূর্বেই কর্তন করা হয়েছে। অতএব এখন আবার তার উপর কর্তনের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তখন হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁর উপর আর কর্তনের 'হদ্দ' প্রয়োগ করেন নি বরং তাকে তিনি বন্দী করেছেন। বস্তুত হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর এই 'ফাতওয়া' এবং হযরত উমর ফরুক (রা) কর্তৃক সেই 'ফাতওয়া' কে নির্দিধায় গ্রহণ ও অন্য কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ার দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবা-ই-কিরাম কর্তৃক এই বিষয়ের উপর ইজ্‌মা-ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যদি কোন চোরের ডান হাত না থাকে, অথবা তার ডান হাত কাটা থাকে, তাহলে তার বাম পা গোড়ালি থেকে কর্তন করা হবে। যতি তার বাম পাও না থাকে কিংবা বাম পা গোড়ালি থেকে কর্তিত থাকে, তাহলে তার উপর কর্তনের 'হদ্দ' আর প্রয়োগ হবে না। এই অবস্থায় তার থেকে মাল অথবা তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে এবং তওবা করে সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। যদি চোরের বাম হাত কর্তিত কিংবা অকেজো থাকে অথবা তার বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলী কিংবা এতদভিন্ন আরো দুই আঙ্গুল না থাকে। এক রিওয়ায়েতে তিন আঙ্গুল না থাকার কথা উল্লেখ আছে। অথবা তার ডান পা কর্তিত থাকে কিংবা অচল থাকে অথবা তার এমন প্রতিবন্ধকতা থাকে, যার কারণে সে এই পায়ের উপর নির্ভর করে চলাফেরা করতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ডান হাত কিংবা বাম পা কে কাটা যাবে না। তার উপর কর্তন দণ্ড প্রয়োগ করা হলে সে একদম চলাফেরা ও ধরা ছোঁয়া থেকে মাহরূম হয়ে যাবে, যা তার জীবন নাশেরই শামিল।

হাত কাটার পদ্ধতি হলো, চোরকে বসান হবে এবং তাকে বাঁধা হবে। রশি দিয়ে তার হাত এমনভাবে টেনে বাঁধতে হবে, যাতে করে তার হাতের কব্জার জোড়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এরপর তীক্ষ্ণ ধারাল কোন লোহা অস্ত্র দিয়ে তার হাত কর্তন করা হবে। তারপর কর্তিত স্থানে ছেঁক দিয়ে বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করে রক্তক্ষরণ বন্ধের ব্যবস্থা করা হবে। লোহার অস্ত্র থেকেও যদি কোন উন্নত মানের তীক্ষ্ণ ও ধারাল অস্ত্র পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা কাটা সম্ভব হয়, তাহলে সেই অস্ত্রপ্রয়োগ করেও কাটা যাবে। কারণ, উদ্দেশ্য হলো 'হদ্দ' কার্যকর করা, কারো জীবন নাশ নয়। (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল-মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড ও আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চুরি সম্পর্কীয় বিবিধ মাসাইল

একব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে দশ দিরহাম চুরি করে, এরপর যার নিকট থেকে চুরি করেছে সে লোক মারা গেছে। এরপর ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে

www.pathagar.com

দশজন। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারীগণ সেই চোরের ঐ চুরির অপরাধে হস্ত কর্তনের দাবি করতে পারবে। তবে উত্তরাধিকারীদের মধ্য থকে কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাদের সবার একত্রে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই চোরের হস্তকর্তন করা হবে না। কিন্তু অনুপস্থিত উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যদি তার পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনার জন্যে উকীল নিয়োগ করে যায়, চোরও ধৃত হয়ে কিংবা কোর্টে হাযির হয়ে নিয়োজিত উকিলের মু'আক্কিলের দাবিকৃত দশ দিরহামের দাবি করে, তাহলে এই অবস্থায় চোর শুধু চুরিকৃত মাল ফেরত দিবে অথবা তার ক্ষতিপূরণ দিবে। এ অবস্থায় চোরের হস্ত কর্তন করা যাবে না। এমনিভাবে উকিলের মামলা পরিচালনার মাধ্যমে যদি চোরের উপর জেল বা জরিমানার ফয়সালা হয়ে যায় এবং এই ফয়সালা হওয়ার পরে মু'আক্কিল উপস্থিত হয়, তাহলেও আর চোরের হাত কাটা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চুরি সাব্যস্ত হয়, সাক্ষী প্রমাণ অথবা চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা। সুতরাং চুরি যদি চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তাহলে, বিচারক চোরকে চুরির প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। চুরির প্রকৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর, বিচারক চোরকে চুরিকৃত বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা চুরিকৃত বস্তু যদি 'মাল' না হয়, তাহলে তা চুরি করার কারণে চোরের হাত কাটা হবে না। চুরিকৃত বস্তু কোন জাতের জিনিস, তা প্রমাণিত হওয়ার পর বিচারক চোরকে এর পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আর এই জিজ্ঞাসাবাদ তখনই করা হবে, যখন চুরিকৃত মাল বিচারালয়ে উপস্থিত না থাকবে। কিন্তু চুরিকৃত মাল যদি বিচারালয়ে উপস্থিত থাকে, আর যার নিকট থেকে চুরি করা হয়েছে সে-ও এই মালকে তার এই দাবি করে, এবং চোরের নিকট থেকেও যদি এই মালকে চুরি করার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়, তাহলে চুরিকৃত বস্তু কি এবং এর পরিমাণ কতটুকু এসব প্রশ্ন বিচারককে আর করতে হবে না। বরং তখন বিচারক উপস্থিত বস্তুর দিকে লক্ষ্য করবেন। এই মালের চুরির দায়ে যদি চোরের হাত কাটার দণ্ড প্রদান যদি সম্ভব হয়, তাহলে তার হাত কাটা হবে। অন্যথায় তার হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চোর যদি চুরির স্বীকারোক্তি করে তাহলে বিচারক তাকে কিভাবে চুরি করেছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তারপর কোন স্থান থেকে চুরি করেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তবে চুরির সময় সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, যদিও সেই চুরির সময়কাল অনেক পূর্বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি করেছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উপরোক্ত জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে বিচারক বিচার করবেন। জিজ্ঞাসা জবাবের দ্বারা যদি হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়

www.pathagar.com

তাহলে বিচারক চোরের হস্ত কর্তনের নির্দেশ দিবেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-;এর মতে চোরের একবারের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চোর যদি স্বেচ্ছায় চুরির স্বীকারোক্তি করতে আসে, তাহলে বিচারকের জন্যে ইখ্তিয়ার রয়েছে। তাকে এই স্বীকারোক্তির চুরি নাম সম্পর্কে অবহিত করে চিন্তা ভাবনার অবকাশ দেওয়া। এরপরও যদি চোর চুরির স্বীকারোক্তি করে তবুও বিচারক তাকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের জন্যে পরামর্শ দিতে পারেন। যাতে করে তার উপর থেকে কর্তনের শাস্তি প্রয়োগ না হয়। এরপর যদি চোর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, এ অবস্থায় হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে চুরিকৃত মাল তাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে কিংবা মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চোর যদি স্বীকারোক্তি করে এবং কাউকে দেখিয়ে আমি এই লোকের নিকট থেকে এক হাজার টাকা চুরি করেছি, এরূপ যদি বলেও আমার ভুল হয়ে গেছে আমি অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি করেছি। তাহলে এই অবস্থায়, তার হস্ত কর্তন করা হবে না। এ অবস্থায় প্রথম ব্যক্তিকে মাল ফিরিয়ে দিতে হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিতে হবে সেই মালের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চোর যদি কোন চুরির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করার পর তা প্রত্যাহার করে নেয় কিন্তু এরপর আবার সেই মালের কিছু অংশ চুরি করার স্বীকারোক্তি করে তাহলে এ অবস্থায় তার হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চোর যদি স্বীকারোক্তি করে এবং বলে, আমি এই টাকাগুলো চুরি করেছি এবং এগুলো কার তা আমার জানা নেই অথবা বলে আমি এগুলোর মালিককে চিনি না তাহলে তার হাত কাটা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে যদি একজন স্বীকার করে এবং বলে আমি এবং অমুক, অমুক লোকের নিকট থেকে এই কাপড় চুরি করেছি। এর দুটি রূপ হতে পারে। প্রথমত, প্রথম ব্যক্তির স্বীকারোক্তিকে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বীকার করে নেয়, তাহলে এই অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে উভয়ের হস্ত কর্তন করা হবে। দ্বিতীয়ত, প্রথম ব্যক্তির স্বীকারোক্তিকে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এই অবস্থায় দু'টি দিক রয়েছে। এক, দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি বলে, আমি চুরি করিনি বরং এই কাপড় আমাদেরই, তাহলে এদের কারো হাতই কাটা হবে না। দুই যদি সে বলে, আমি চুরি করিনি এবং আমি এই কাপড়ও চিনি না, এই পরিস্থিতিতে এদের শাস্তি কি হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে,

www.pathagar.com

স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর উপর কর্তনের 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে। আর অস্বীকারকারীর উপর কর্তনের 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এক ব্যক্তি স্বীকার করল যে, আমি অমুককে নিয়ে চুরি করেছি, আর যাকে নিয়ে সে চুরি করেছে বলে স্বীকার করল, সে যদি তার স্বীকারোক্তি মেনে নেয়ার পর তা প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে চুরির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে কারোরই হাত কাটা হবে না।

যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে, আর অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি এই অভিযোগকে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে হলফ করতে বলা হবে। সে 'হলফ' করতেও যদি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার উপর কর্তনের দণ্ড প্রযোজ্য হবে না। তবে তাকে মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনুরূপভাবে যদি সে স্বীকারোক্তি করার পর, আবার তা প্রত্যাহার করে নেয় এবং অস্বীকার করে, তাহলে তার উপর কর্তনের 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে না। তবে তাকে মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এক ব্যক্তি চুরি করার কথা স্বীকার করল কিন্তু অপর ব্যক্তি বলল, সে নয়, বরং আমি একা চুরি করেছি। এই অবস্থায়, চুরি করা মালের মালিক যাকে চোর বলে সনাক্ত করবে, তার উপরই কর্তনের 'হদ্দ' সাব্যস্ত হবে। আর যদি সে প্রথমে একজনকে পরে আবার অপরজনকে চোর বলে সনাক্ত করে তাহলে দু'জনের কারও উপর 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে না।

কোন বস্তু চুরি হওয়ার পর চার ব্যক্তি চুরি করার কথা স্বীকার করলো, তারপর তাদের মধ্য হতে দু'জন তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিল এ অবস্থায় কারো হাত কাটা যাবে না। অনুরূপ কোন চুরির ব্যপারে দুই ব্যক্তি স্বীকার করার পর তাদের একজন অস্বীকার করলে সে অবস্থায়ও কারো প্রতি 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ বলে যে, আমি অমুকের নিকট থেকে একশ দিরহাম চুরি করেছি, না বরং তার নিকট থেকে দশ দিনার চুরি করেছি। সেক্ষেত্রে দশ দিনার চুরির জন্য তার উপর হদ্দ আরোপ করা হবে আর মালিক যদি দিরহামের দাবিও করে তাহলে ঐ দিরহামের ক্ষতিপূরণও আদায় করা হবে।

নাবালিগ বালক বালিকার চুরির স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়। তবে বালিগ হওয়ার পর যদি কেউ চুরির এবং তার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তা ধর্তব্য হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চোর যদি স্বেচ্ছায় প্রথমে চুরির স্বীকারোক্তি করে এবং পরে যদি বলে, এই মাল আমার, অথবা বলে আমি তার নিকট থেকে এসব গচ্ছিত রেখেছি। কিংবা বলে, তার

www.pathagar.com

কাছে আমার প্রাপ্য ঋণের পরিবর্তে, তা বন্ধক বাবদ হস্তগত করেছি। এই অবস্থায় তার উপর থেকে কর্তনে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যেমন, সাক্ষী প্রমাণের দ্বারা যদি করো উপর চুরি সাব্যস্ত হয় এবং বিচারক যদি সাক্ষী প্রমাণ কিংবা চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা তার উপর হস্ত কর্তনের রায় দেন, এর পরে যার নিকট থেকে চুরি করা হয়েছে, সে যদি বলে, এই মাল তার। আমার নিকট থেকে চুরি করেনি। আমি তার কাছে গচ্ছিত রেখেছি। অথবা যদি বলে, আমার পক্ষের সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। অথবা সে যে স্বীকারোক্তি করেছে তা বাতিল, কিংবা এমন ধরনের অন্য কোন কথা বলে। তাহলে সে ক্ষেত্রে চোরের উপর থেকে হস্ত কর্তনের হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

করো চাপে পড়ে কেউ যদি চুরির স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তার সেই স্বীকারোক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে পরবর্তী ফকীহ্গণের কেউ কেউ চাপের মুখের স্বীকারোক্তিকেও সহীহ্ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চুরির অভিযোগ অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় ইমাম আবূ বকর আল-আ'মাশের মতে, বিচারক তাঁর সুবিবেচনার দ্বারা রায় প্রদান করবে। বিচারক যদি একথা বুঝতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, সে চোর এবং তার কাছেই মাল রয়েছে, তাহলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিচারকের জন্যে তাকে 'তা'যীরের' আওতায় শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে। যেমনভাবে বিচারক যদি তাকে চোরদের সাথে চলাফেরা করতে দেখেন তাহলেও তিনি তাকে 'তা'যীরের' আওতায় শাস্তি দিতে পারবেন। অনুরূপভাবে চুরির অভিযোগকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রেও তাকে 'তাযীরের আওতায় শাস্তি দিতে পরবেন।

অভিযোগকারী ব্যক্তির দায়িত্ব হলো সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগ প্রমাণ করা। সাক্ষী না থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হলফ করানো হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে চুরির অভিযোগে বিচারকের সমীপে উপস্থিত করে দাবি জানাল যে, তাকে মারপিট করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হোক। বিচারক এ দাবি মুতাবিক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এক দুইবার প্রহার করলেন। তারপর কোন রায় ছাড়াই তাকে কারারুদ্ধ করলেন। এ অবস্থায় বিবাদী ব্যক্তি জেলখানার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পলায়ন করতে গিয়ে যদি মারা যায়, এক্ষেত্রে বিচারকের উপর জরিমানা আসবে আর চুরিকৃত মাল যদি অন্য কারো নিকটে পাওয়া যায়, তাহলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ চুরিকৃত মালের মালিকের নিকট থেকে মৃত ব্যক্তির 'দিয়াত' (রক্তপণ) আদায় করবে। উল্লেখ্য যে, বিচারকের উপর জরিমানা ধার্য হওয়ার কারণ হলো, এখানে যা কিছু ঘটেছে এই সব কিছুর জন্য মূলত বিচারকই দায়ী। এজন্যই তাঁর উপর জরিমানা আসবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রামাণ সাপেক্ষ চুরির অভিযোগ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ন্যূনতমপক্ষে দুই জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য অপরিহার্য। অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক। শুধুমাত্র মহিলা সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা অপরিহার্য প্রমাণিত হবে না। যদি পুরুষ সাক্ষীদের সাথে মহিলা সাক্ষীও থাকে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা হস্ত কর্তনের হদ্দ জারী হবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে, সাক্ষ্যদানের উপর সাক্ষ্যদান দ্বারা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু কর্তনের হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। বস্তুত যখন দুই জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী চুরির সাক্ষ্য দিবে, তখন বিচারক তা গ্রহণ করবেন এবং তাদের এই সাক্ষ্যদানের উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দিবেন। হদ্দ এবং 'তাযির' উভয় ক্ষেত্রেই বিচারক এইরূপ সাক্ষ্য নিবেন এবং তিনি সাক্ষীগণকে চুরির প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এরপর চুরিকৃত বস্তু যদি আদালতে উপস্থিত না থাকে, তাহলে বিচারক সাক্ষীগণকে তা কি এবং তার পরিমাণ কত, এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আর চুরিকৃত বস্তু যদি আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকে, তাহলে সাক্ষীগণকে তা কি এবং এর পরিমাণ কত এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক নেই। বরং সম্মুখে রাখা চুরিকৃত বস্তুর দিকে লক্ষ্য করেই বিচার করবেন। এরপর বিচারক সাক্ষীদেরকে চোর কিভাবে চুরি করেছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। চুরির স্থান-কাল এবং যার নিকট থেকে চুরি করা হয়েছে তার সম্পর্কেও বিচারক সাক্ষীগণকে ঠিক এমনিভাবেই জিজ্ঞাসা করবেন। জিজ্ঞাসা জবাবের ভিতর দিয়ে বিচারকের কাছে যখন সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে, এবং সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কেও যখন তিনি পূর্ণ আস্থাশীল হবেন, তখন তিনি চোরের উপর হস্ত কর্তনের হদ্দ জারীর ফয়সালা দিবেন। আর সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে যদি তিনি নিশ্চিত না হন, তাহলে, কর্তনের 'হদ্দ' এর রায় প্রাদানে বিরত থাকবেন। আর সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত তিনি নিশ্চিত না হবেন, ততদিন পর্যন্ত চোরকে জেল হাজতে রাখবেন। সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা যখন নিশ্চিত হবে এবং বাদী উপস্থিত থাকবে, তখনই বিচারক চোরের উপর কর্তনের হদ্দ জারী করবেন। আর বাদী যদি আদালতে উপস্থিত না থাকে, তাহলে বিচারক চোরের উপর কর্তনের হদ্দ জারী করবেন না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

দুই ব্যক্তি দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা অমুক লোকের মাল চুরি করেছে, এবং এই সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণীয় হয়েছে। এ অবস্থায় আসামীদের একজন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। উপস্থিত আসামীর উপরই চুরির 'হদ্দ' জারী হবে। আর নিরুদ্দিষ্ট আসামীকে পাওয়া গেলে তাকে আদালতে উপস্থিত করতে হবে। তখন

www.pathagar.com

বিচারক আবার প্রথম থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

বিচারক চোরের উপর হাত কাটার রায় ঘোষণা করার পর যার মাল চুরি করা হয়েছে সে যদি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তার এই ক্ষমা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিচারকের ফায়সালাই বলবৎ থাকবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

দুইজন অমুসলিম যদি একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তাহলে মুসলিম কিংবা অমুসলিম করো উপরও হাত কাটার 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে না। দুইজন সাক্ষী যদি কারো বিরুদ্ধে গরু চুরির সাক্ষ্য দেয়, এবং সাক্ষীদ্বয় গরুর রঙ বর্ণনার ক্ষেত্রে দ্বিমত ব্যক্ত করে। যেমন একজনে বলে, গরুর রঙ ছিল সাদা, আর অপর জন বলে, গরুর রং ছিল কালো, এই অবস্থায় সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে গৃহীত হবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে গৃহীত হবে না। আর ইমাম কারখী (র)-এর মতে, রঙ যদি কাছাকাছি বর্ণের হয়, যেমন লাল ও হলুদ, তাহলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর যদি রঙ-এর বর্ণের মধ্যে বেশি ব্যবধান থাকে যেমন কালো এবং সাদা, তাহলে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চুরিকৃত মাল সম্পর্কে এই দাবি করে যে, এই মাল আমার, আমি এই মাল তার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম। কিন্তু সে তা অস্বীকার করে। একারণেই তার নিকট থেকে আমি এই মাল নিয়ে এসেছি। কিংবা সে যদি এই দাবি করে যে, আমি এই মাল তার নিকট থেকে ক্রয় করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে তার উপর থেকে কর্তনের 'হদ্দ' রহিত হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির উপর চুরির অভিযোগ করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তাহলে অস্বীকারকারীর উপর 'হলফ' আসবে। অর্থাৎ একথা তার হলফ করে বলতে হবে। কিন্তু সে যদি 'হলফ' করতেও অস্বীকার করে, তহলে তার উপর হাত কাটা প্রযোজ্য হবে না বরং তাকে মাল অথবা মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

চুরির স্বীকারোক্তি করার পর যদি চোর তা প্রত্যাহার করে, অথবা সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রাদানের কিছুক্ষণ পরে তা প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে চোরের নিকট থেকে শুধু মাল অথবা মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। হস্ত কর্তনের 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

সাক্ষীদ্বয় যদি সাক্ষ্য দানে ভুল করে এবং তাদের এই ভুল সাক্ষ্য দানের ভিত্তিতে কারো হাত কাটা হয় এবং পরে তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা প্রামাণিত হয়। যেমন অন্য কোন ব্যক্তি স্বীকার করল যে, সে নিজে তা চুরি করেছে। অথবা অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া গেছে যে, সে তা চুরি করেছে। কিংবা সাক্ষীদ্বয় স্বীকার করেছে যে, তারা জেনেশুনেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। এই অবস্থায় ঐ লোকের কর্তিত হাতের জন্যে সাক্ষীদ্বয় তাকেও ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

চুরি সম্পর্কীয় অন্যান্য মাসাইল

মাতাপিতা যদি সন্তানের অর্থ-সম্পদ চুরি করে, তাহলে তাদের উপর কর্তনের 'হদ্দ' সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ দাদা-দাদী অথবা নানা-নানী যদি পৌত্র-পৌত্রী কিংবা দৌহিত্র দৌহিত্রীর অর্থ-সম্পদ চুরি করে, তাহলেও তাদের উপর চুরির দায়ে কর্তনের 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না।

চোর এবং যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তাহলে চোরের উপর চুরির 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না। ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা, প্রভৃতি এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

মেহমান যদি মেজবানের বাড়ি থেকে কোন অর্থ-সম্পদ চুরি করে, তাহলে তার উপর চুরির 'হদ্দ' কার্যকর করা হবে না। এমনিভাবে খাদিম এবং ঐ কর্মচারী যাদের ঘরে প্রবেশের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তারা যদি চুরি করে তাদের উপর হদ্দ জারী হবে না।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে একের মাল যদি অন্যে চুরি করে তাহলে, তাদের কারও উপরই চুরির 'হদ্দ' সাব্যস্ত হবে না।

পিতামাতার সম্পদ যদি সন্তান চুরি করে, তাহলে চুরির দায়ে সন্তানের উপর চুরির 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

দলবদ্ধভাবে যদি চোররা কোন চৌর্যকর্ম সংঘটিত করে এবং চুরিকৃত মাল বণ্টন করার পর দলের প্রত্যেকের ভাগে 'নিসাব' পরিমাণে কিংবা তার বেশি পড়ে, তাহলে দলের প্রত্যেকের উপর কর্তনের 'হদ্দ' কার্যকর করা হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। কিন্তু চুরিকৃত মাল যদি দলের প্রত্যেকের ভাগে 'নিসাব' পরিমাণ হারে না পড়ে, তাহলে এই অবস্থায় দলের প্রত্যেকের উপর কর্তনের 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে কিনা এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী ও শাফিঈ ইমামগণের মতে তাদের উপর চুরির হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ৫ম খণ্ড)

অভাবের সময়, দুর্ভিক্ষের বছর, যদি কোন ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে চুরি করে, তাহলে তার উপর চুরির 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে না। কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ৫ম খণ্ড)

www.pathagar.com

কোন বালক কিংবা পাগল যদি কারো মাল চুরি করে, তাহলে সে বালক ও পাগলের উপর চুরির 'হদ্দ' কার্যকর করা যাবে না।

চোর যদি চুরিকৃত মালের অংশীদার হয় এবং তার নিজের অংশ বাদ দেওয়ার পর যদি চুরিকৃত অবশিষ্ট মালের মূল্য 'নিসাব' পরিমাণ মাল না হয়, তাহলে অপরাধীর উপর চুরির 'হদ্দ' কার্যকর করা যাবে না।

চোর যদি চুরিকৃত মালের অংশীদার হয় এবং তার নিজের অংশ বাদ দেওয়ার পর যদি চুরিকৃত অবশিষ্ট মালের মূল্য 'নিসাব' পরিমাণ মাল না হয়, তাহলে অপরাধীর উপর চুরির 'হদ্দ' কার্যকর করা হবে না। (কিতাবুল ফিক্‌হ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ৫ম খণ্ড)

চোর যে কোন ভাবেই যদি চুরিকৃত মালের মালিক হয়ে যায় তাহলে, বিচারক তার উপর চুরির 'হদ্দ' ঘোষণা করার পরও তার উপর আর সেই 'হদ্দ' কার্যকর করা যাবে না। (কিতাবুল ফিক্‌হ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ৫ম খণ্ড)

বিচারক চুরির মামলার রায় ঘোষণা করেছেন কিন্তু চোরের উপর এখনো পর্যন্ত সে চুরির 'হদ্দ' কার্যকর করা হয়নি, ইতিমধ্যে চুরিকৃত বস্তুর মূল্য 'নিসাব' পরিমাণ থেকে কমে গেছে, তাহলে এই অবস্থায় চোরের উপর থেকে চুরির 'হদ্দ' রহিত হয়ে যাবে। আদালতে মামলা দায়ের হওয়ার পর, চোর যদি স্বীয় চৌর্যকর্মের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে খালিস নিয়্যাতে তাওবা করে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিশ্চয়ই মাফ পাবে এবং পরকালে সে নাজাত পাবে কিন্তু তাওবার কারণে 'হদ্দ' থেকে রেহাই পাবে না।

ছিনতাই, লুটতরাজ এবং ডাকাতির শাস্তি

কোন দল বা ব্যক্তি যদি লুটতরাজ ও ডাকাতির উদ্দেশ্যে বের হয় এবং কারো অর্থ সম্পদ হরণ কিংবা কারো প্রাণ সংহারের পূর্বেই ধরা পড়ে যায়, তাহলে বিচারক তাদেরকে কয়েদ করবেন, যতক্ষণ তারা তাওবা করে ও সংশোধিত হয়ে যায়। তাওবা করে সংশোধিত হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর তারা খালাস পাবে অন্যথায় পাবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

ডাকাতরা যদি কাউকে হত্যা করে কিন্তু কারো অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন না করে, তা হলে বিচারক তাদেরকে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যদি ডাকাতদেরকে ক্ষমাও করে দেয়, তবুও আদালতে তাদেরকে ক্ষমা করার ইখ্‌তিয়ার থাকবে না। বরং ডাকাতদের উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে।

ডাকাতরা যদি ডাকাতির সময় হত্যা ও লুণ্টন উভয়টাই করে থাকে তাহলে, বিচারক তাদেরকে ডান হাত ও বাম পা কাটার পর হত্যা করে শূলে চড়াবেন অথবা

www.pathagar.com

ইচ্ছে করলে হাত পা কাটা ব্যতিরেকে হত্যা করবেন। কিংবা ইচ্ছে করলে শূলেও চড়াতে পারবেন। তবে শূলে চড়ানোর ইচ্ছে করলে তাদেরকে জীবিতাবস্থায় শূলি দিতে হবে এবং বর্শা মেরে তাদের পেট বিদীর্ণ করে দিতে হবে, যাতে করে তাদের মৃত্যু ঘটে। ইমাম তাহাভী (র)-এর মতে, জীবিতাবস্থায় তাদেরকে শূলিবিদ্ধ করা যাবে না। বরং আগে হত্যা করতে হবে এবং পরে শূলিতে চড়াতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই সর্বাধিক সঠিক। ইমাম কারখী (র) বলেন, সঠিক কথা হলো, শূলে তাদেরকে তিন দিন পর্যন্ত রাখার পর, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে পথ খুলে দিতে হবে, যাতে তারা ওদেরকে শূল থেকে নামিয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে পারে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

লুটতরাজ এবং ডাকাতির শাস্তি সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ

যে সকল লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে অরাজকতা সৃষ্টি করে, এটাই তাদের শাস্তি যে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে, কিংবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে, অথবা দেশ থেকে তাদেরকে নির্বাসিত করা হবে। (সূরা মায়িদা ঃ ৩৩)

কিন্তু অন্য কোন ইসলামী দেশে নির্বাসিত করার পরও যেহেতু এদের দ্বারা সেখানে লুটতরাজ ও অরাজকতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা থাকে, সেহেতু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এবং অন্য একদল ইমামের মতে নির্বাসনের পরিবর্তে কারাগারে নিক্ষেপ বিধেয়। (আইনুল হিদায়া, ২য় খণ্ড)

ডাকাতির অপরাধে যদি ডাকাতের হস্তপদ কর্তন করা হয় কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার উপর লুণ্ঠিত মাল-সম্পদের জন্যে কোন জরিমানা বর্তাবে না। অনুরূপভাবে, যারা ডাকাতের হাতে আহত বা নিহত হয়েছে তাদেরও কোন জরিমানা তাকে দিতে হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

ডাকাত দলের যে কোন এক সদস্যের পক্ষ থেকেও যদি হত্যা কর্ম সংঘটিত হয়, তবুও তাদের দলের সকল সদস্যের উপরই সেই হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব বর্তাবে। সেই একজনের হত্যার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ এদের দলের সবাইকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

ডাকাত যদি কাউকে হত্যা না করে থাকে এবং কোন ব্যক্তির অর্থ-সম্পদও যদি তার দ্বারা লুণ্ঠিত না হয়ে থাকে, কিন্তু তার দ্বারা লোক জন যদি আহত হয়ে থাকে, তাহলে যে আঘাত কিসাস-এর আওতায় পড়বে তার শাস্তি স্বরূপ কিসাস প্রয়োগ এবং যে আঘাত ইরশ (ক্ষতিপূরণ)-এর আওতায় পড়ে তার শাস্তি স্বরূপ এই অধিকার আহত ব্যক্তির অভিবাবকদেরও থাকবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড ও হিদায়া, ২য় খণ্ড)

অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী 'ইরশ্'-এর পরিমাণ নির্ধারণ করবে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। ডাকাতরা যদি মাল-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং মানুষকে আহতও করে, তাহলে তাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করা হবে। এ অবস্থায় আহত করার জরিমানা তাদের উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। চাই তারা ইচ্ছে করে আহত করুক কিংবা অনিচ্ছায়।

তাওবা করার পর ডাকাতকে যদি পাকড়াও করা হয় এবং পূর্বে সে যদি কাউকে হত্যা করে থাকে তাহলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করলে তাকে আদালতে সোপর্দ করে রায় অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের হুকুম বহাল রাখতে পারবে। অথবা ক্ষমাও করতে পারে। এবং ঐ ডাকাতের হাতে যেসব অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে চাই ঐসব স্বেচ্ছায় নষ্ট করুক কিংবা তা অনিচ্ছায় সর্বস্থায় এসবের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড ও হিদায় ২য় খণ্ড)

তাওবা করার পূর্বেই যদি ডাকাতরা ধৃত হয় এবং তারা স্বেচ্ছায় যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে কিংবা কাউকে আহত করে থাকে এবং তাদের লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, যদি সেই লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদ চুরির 'নিসাব' এক দীনার বা দশ দিরহাম কিংবা এতদোভয়ের যে কোন একটির সমপরিমাণ মূল্য পরিমাণ না হয়ে থাকে, তাহলে হত্যা ও হতাহতের বিষয়টি আহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের উপর ন্যস্ত হবে। ইচ্ছা করলে তারা আদালতের মাধ্যমে প্রতিশোধও নিতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারবে।

অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন ব্যতীত ডাকাত যদি আর কোন কিছুই না করে থাকে এবং ধৃত হওয়ার পূর্বেই যদি সে তাওবা করে সৎ-পথে ফিরে এসে থাকে এই অবস্থায় তাকে শুধু লুণ্ঠিত মাল ফিরিয়ে দিবে অথবা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

এক লোক ডাকাত ছিল এবং ডাকাতি করে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেছে। তারপর তাওবা করে সমাজে বহুদিন ধরে সৎজীবন যাপন করছে। এমতাবস্থায় বিচারক তার উপর কোন দণ্ড কার্যকর করতে পরবেন না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

ডাকাত দলে যদি কোন বালক অথবা পাগল কিংবা লুণ্ঠিত ব্যক্তির কোন নিকটতম আত্মীয় (ذو رحم محرم) থাকে তাহলে অবশিষ্ট সকলের 'হদ্দ' রহিত হয়ে যাবে। ডাকাত দলে যদি কোন বোবা ব্যক্তি থাকে তাহলে দলের সবার 'হদ্দ' রহিত হয়ে যাবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

ডাকাত দলে যদি পুরুষের সাথে মহিলাও থাকে অর্থাৎ নর-নারী সম্মিলিতভাবে ডাকাতি করে তা হলে এদের থেকেও ডাকাতির 'হদ্দ' রহিত হয়ে যাবে। ডাকাত দলে যদি মহিলা থাকে, আর সেই মহিলা কর্তৃক লুণ্ঠন ও নিধন কর্ম সংঘটিত হয়, তাহলে সে মহিলাকে হত্যা করা হবে না। বরং পুরুষদের হত্যা করা হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

দশজন মহিলার একটি দল ডাকাতি করেছে। তারা হত্যাও করেছে এবং লুণ্ঠনও করেছে। তহলে এদের প্রত্যেকের উপরই মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত হবে এবং লুণ্ঠিত মালের ক্ষতিপূরণও তাদের আদায় করতে হবে। এই উভয়বিধ দণ্ডই তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

ছিনতাইকারী (مُخْتَلِسٌ) এবং লুটতরাজকারী (مُنْتَهِبٌ) এর উপর কর্তনের 'হদ্দ' প্রযোজ্য হবে কিনা এ নিয়ে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ইমাম যুফার (র)-এর মতে ছিনতাই ও লুটতরাজকারীর উপর কর্তনের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তা'যীর-অনির্দ্ধারিত শাস্তি

তা'যীর (اَلتَّعْزِيْرُ) অনির্দ্ধারিত শাস্তির সংজ্ঞা ও পরিচিতি

'তা'যীর اَلتَّعْزِيْرُ -এর আভিধানিক অর্থ হলো, তিরস্কার করা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, সংস্কৃতবান বানানো, ভদ্র বানানো, উপদেশ দেওয়া, সংশোধন করা, শৃঙ্খলা বিধান করা, ইজ্জত-সম্মান করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা (মিস্‌বাহুল্ লুগাত্)

'তা'যীর' -এর শরয়ী অর্থ হলো, যে সব অপরাধের ক্ষেত্রে 'হদ্দ' ও 'কাফ্‌ফারাহ্'র বিধান নেই, সে অপরাধের কারণের শাস্তি দেওয়া। (কিতাবুল্ ফিক্‌হ আলাল্ মাযাহিবিল্ আরবা'আ)

এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে তা'যীর হচ্ছে, বিচারক যদি কাউকে কোন অবৈধ ও অপকর্মে লিপ্ত দেখে, তাহলে সে যেন পুনরায় এই অন্যায়কর্মে লিপ্ত না হয়, এজন্যে তাকে শাসনের নিমিত্ত শাস্তি প্রদান ও শায়েস্তা করা। সুতরাং যে সমস্ত লোক এমন সব নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়, সে সব নিষিদ্ধ কর্মের ব্যাপারে "হদ্দ ও কিসাস" এবং 'কাফ্‌ফারা'র বিধান নির্ধারিত নেই সবের অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারক স্বীয় সুবিবেচনার দ্বারা অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন। মার-ধর, জেল, তিরস্কার প্রভৃতি দ্বারা অপরাধী ভেদে শাস্তি দিতে পারেন যেন সে পুনরায় এই অপকর্মে লিপ্ত না হয়। (কিতাবুল্ ফিক্‌হ আলাল্ মাযাহিবিল্ আরবা'আ)

ফাতাওয়া-ই আলমগীরী, তে তা'যীরের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

وَهُوَ تَأْدِيْبٌ دُوْنَ الْحَدِّ وَيَجِبُ فِىْ جِنَايَةٍ لَيْسَتْ مُوْجِبَةً لِلْحَدِ

তা'যীর এমন শাস্তি যা 'হদ্দ' নয় এবং এই 'তা'যীর' এমন সমস্ত-অপরাধের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয় যে সব-অপরাধ হদ্দকে সাব্যস্ত করে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

কোন ব্যক্তি হদ্দের আওতা বহির্ভূত কোন অপরাধ কর্মে লিপ্ত হলে, চাই তা আল্লাহর হক তথা অধিকার লংঘন হোক, যেমন, নামায ত্যাগ করা, রোযা না রাখা, অথবা বান্দার হক তথা অধিকারে হস্তক্ষেপ হোক, যেমন কাউকে মদখোর, চোর, যিনাকারী, কাফির ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া, বস্তুত এসব অপকর্মের দায়ে অপরাধীকে যে শাস্তি ভোগ করতে হয় সেই শাস্তিকেই তা'যীর বলে। (বাদাইউস্ সানায়ে, ৭ম খণ্ড)।

www.pathagar.com

'তা'যীর' পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এই মর্মে মহান আল্লহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও তারপর তাদের শয্যাত্যাগ কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

স্বীয় পত্নীকে আদব-লেহাজ, ভদ্রতা, ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপরোক্ত কুরআনের আয়াতে প্রয়োজন 'তা'যীর' করার নির্দেশ রয়েছে। তা'যীর যে বিধিবদ্ধ এ ব্যাপারে সাহাবাগণেরও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা'যীরের তাৎপর্য হলো, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য শাসন ও সতর্কতা প্রদর্শন, যাতে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

'হদ্দ' এবং 'তা'যীরের মধ্যে পার্থক্য

'হদ্দ' এবং 'তা'যীরের মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে ঃ

১. 'হদ্দ' নির্ধারিত এবং তা'যীর অনির্ধারিত। 'হদ্দ' শরী'য়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং 'তা'যীর' ন্যস্ত করা হয়েছে বিজ্ঞ বিচারকের সুচিন্তিত ও সুবিবেচনা প্রসূত রায়ের উপর।

২. 'হদ্দ' সন্দেহ-সংশয়ের কারণে রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তা'যীর এ অবস্থায়ও সাব্যস্ত হয়।

৩. 'হদ্দ' নাবালিগের উপর কার্যকর হয় না এবং তা'যীর নাবালিগের উপর কার্যকর হয়।

৪. হদ্দ কার্যকর করা বিচারকের জন্যে খাস। অর্থাৎ হদ্দ বিচারকের নির্দেশ অন্য কেউ কার্যকর করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তা'যীর করার অধিকার, স্বামী, মুনীব এবং দায়িত্বশীল অভিভাবকদের রয়েছে।

৫. হদ্দ রহিত করার জন্য সুপারিশ করা বৈধ নয় বিচারকও হদ্দ রহিত করতে পারে না। (রাদ্দুল মুহতার, আলা দুররুল মুখ্তার, ৪র্থ খণ্ড)

৬. তা'যীর-এর মধ্যে তারতম্য হয় মানুষের তারতম্য হওয়ার কারণে। অর্থাৎ মানুষের শ্রেণীভেদে তা'যীরের বেশকম হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে হদ্দ-এর ক্ষেত্রে কোনরূপ তারতম্য করা যায় না। উচ্চ-নীচ, আশরাফ-আতরাফ, আমীর-ফকীর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আলিম-জাহিল, রাজা-প্রজা, আরব-অনারব হদ্দ কার্যকর করার বেলায় সবাই সমান।

www.pathagar.com

৭. তা'যীরের মামলা বিচারকের কাছে পৌঁছার পরও সুপারিশ করা এবং অপরাধীকে ক্ষমা করার অবকাশ থাকে। কিন্তু হদ্দের বিষয়টি এর থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম 'হদ্দ' এর মোকদ্দমা দায়েরের পর তাতে আর সুপারিশ এবং ক্ষমা করার অবকাশ থাকে না। (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫ম খণ্ড)

তা'যীর-এর প্রকারভেদ

অপরাধ এবং অপরাধীদের অবস্থা অনির্ধারিত শাস্তি ভেদে তা'যীর বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। অপরাধ হিসেবে তা'যীর দুই প্রকার এবং তা'যীর-এর অবস্থা ভেদে এবং অপরাধীর অবস্থা ভেদে তা'যীর চার প্রকার ঃ

অপরাধ হিসেবে তা'যীর দুই প্রকার হলো ঃ

১. 'হক্কুল্লাহ্' তথা আল্লাহ্‌র অধিকার লংঘন জনিত অপরাধ ও তার তা'যীর।

২. 'হক্কুল ইবাদ' তথা বান্দার অধিকার ক্ষুন্নকরণ জনিত অপরাধ ও তার তা'যীর।

প্রথম প্রকার তা'যীর কার্যকর করা বিচারকের অপরিহার্য দায়িত্ব। কেউ যদি আল্লাহ্‌র অধিকার লংঘন করে; যেমন নামায না পড়ে, সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং মুকীম (স্থানীয়) অবস্থায় ও রমযানের রোযা না রাখে ; হজ্জ ও যাকাত ফরয হয় এমন পরিমাণ মালের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ হজ্জ না করে ও যাকাত না দেয়, তাহলে বিচারক অপরাধীকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌র অধিকার লংঘন জনিত অপরাধে যে জন অপরাধী হয় বিচারক তার থেকে তা'যীরকে মাওকূফ করবেন না। তবে বিচারক যদি মনে করেন যে, অপরাধী তা'যীর ছাড়াই সংশোধিত হয়ে যাবে, তাহলে তিনি তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আর দ্বিতীয় প্রকার তা'যীর হলো 'হক্কুল ইবাদ' তথা বান্দাহ্‌র অধিকার ক্ষুন্নকরণ জনিত অপরাধ ও তার শাস্তি। যেমন মানহানি করা বা কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের না হওয়া পর্যন্ত বিচারক অপরাধীকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করতে পারবেন না। এমনিভাবে, মামলা দায়ের হওয়ার পর বিচারক অপরাধীকে ক্ষমাও করতে পাবেন না। হাক্কুল ইবাদের তা'যীরটি মূলত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ইচ্ছা করলে মামলা দায়ের করতে পারে এবং মামলা দায়ের করার পরও প্রত্যাহার করতে পারে এবং অপরাধীকে মাফ করে দিতে পারে (আলমগীরী, ২য় খণ্ড, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ষষ্ঠ খণ্ড ও বাদাইউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড)

অপরাধীর অবস্থা ভেদে তা'যির বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে ঃ যথা -

১. সর্বোচ্চ সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত শ্রেণীর-তা'যীর। যেমন- উলামা, ফুকাহা ও সাইয়িদ বংশের লোকজন। এ শ্রেণীর কোন লোক যদি হদ্দ সাব্যস্ত হয় না এমন কোন অন্যায় করে, তাহলে তাদেরকে তা'যীর করা হবে। আর তাদের তা'যীর হলো, শুধুমাত্র তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া। বিচারক তাদেরকে শুধুমাত্র এতটুকু বলবেন যে

www.pathagar.com

"আপনি এমন এমন কাজ করেছেন বলে আমি জানতে পেরেছি"। বস্, এতটুকু তাদের তা'যীর। এর দ্বারাই তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারেন।

২. উচ্চ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর তা'যীর ঃ যেমন আমীর-উমরাহ, ধনী, বণিক, নেতা-সরদার, চৌধুরী-জমিদার প্রভৃতি প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। তারা যদি হদ্দ সাব্যস্ত হয় না এমন কোন অন্যায় করে, তাহলে তাদেরকে তা'যীর করা হবে। তাদের তা'যীর হলো বিচারক তাদেরকে নোটিশ করবেন এবং আদালতে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিবেন।

৩. সাধারণ মানুষের তা'যীর ঃ সাধারণ মানুষ যদি 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয় না এমন কোন অপরাধ করে, তাহলে তাদেরকে তা'যীর করা হবে। তাদের তা'যীর হচ্ছে, বিচারক তাদেরকে নোটিশ করবেন। আদালতে তলব করবেন, বন্দী করবেন এবং শাস্তি বিধান করবেন। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড, ও শামী ৪র্থ খণ্ড)

তা'যীর কার্যকর করার অধিকার

তা'যীর দুই প্রকার ১. হাক্কুল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র অধিকার লংঘন জনিত অপরাধের তা'যীর এবং ২. হাক্কুল ইবাদ' তথা মানুষের অধিকার খর্বকরণজনিত অপরাধের তা'যীর।

বস্তুত সেই তা'যীর আল্লাহ্র হক লংঘন করার দায়ে সাব্যস্ত হয় সেই তা'যীর কার্যকর করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানেরই আছে। তবে শর্ত হলো, অপরাধ করা অবস্থায় ধরা পড়লে তা'যীর করা যাবে। পরবর্তী সময়ে এই ইখ্তিয়ার একমাত্র আদালতেরই রয়েছে।

তবে হদ্দ-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ হদ্দ কার্যকর করার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই। একমাত্র বিচারকই তা কার্যকর করতে পারেন। অনুরূপভাবে, যে তা'যীর মানুষের অধিকার খর্ব করার কারণে সব্যস্ত হয়, সেই তা'যীর কার্যকর করার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আদালতে মামলা দায়ের করলে এই তা'যীর বিচারক কার্যকর করবেন। মুলত এই তা'যীর ক্ষতিগস্ত পক্ষের দাবির উপর নির্ভরশীল।

ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এই তা'যীরের দাবি করার পর বিচারক ছাড়া অন্য কেউ তা কার্যকর করতে পারে না। (শামী, ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী, ২য় খণ্ড)। যদি কোন ব্যক্তি দেখতে পায় যে, তার স্ত্রীকে অপর ব্যক্তি জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে, তাহলে এই অবস্থায় তার জন্য সেই অপরাধীকে হত্যা করা বৈধ। (শামী, ৪র্থ খণ্ড)

স্বামীর জন্যে অবাধ্য স্ত্রীকে তা'যীর তথা শাসন করার অধিকার রয়েছে। (শামী, ৪র্থ খণ্ড)

পিতামাতার জন্যে ছেলে-মেয়েকে তা'যীর তথা শাসন করার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক উস্তাদের জন্যে ছাত্রকে লেখা-পড়া, কাজ-কর্ম শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে তা'যীর তথা শাসন করার অধিকার রয়েছে। (শামী ও কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ)।

www.pathagar.com

অপরাধী অথবা অপরাধ হিসেবে তা'যীর নির্ধারণ

তা'যীর 'অর্থ অনির্ধারিত শাস্তি। শরী'য়তে এর কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। এর পরিমাণ বিজ্ঞ বিচারক সুবিবেচনার দ্বারা নির্ধারণ করবেন। কেননা, তা'যীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্যায়-অপকর্ম থেকে অপরাধীকে বিরত রাখা, অন্যায়-অপকর্ম প্রতিহত করা। মানুষের স্বভাব-চরিত্র এবং অবস্থা বিভিন্ন ধরনের কোন মানুষ হুমকি-ধমকি, হাক-ডাক আর তিরস্কারের দ্বারাই সংশোধন হয়ে যায়। কেউ সংশোধন হয় হালকা মার-ধরে। কাউকে-শায়েস্তা করার জন্যে করতে হয় বন্দী, তাই সব তা'যীরের নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। অপরাধী ও অপরাধ ভেদে বিজ্ঞ বিচারক স্বীয় সুবিবেচনার আলোকে সেই দণ্ড বিধান করবেন, সেই শাস্তি দিবেন, মূলত তা'যীর। (ফাতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড, আল-বাহরুর রাইক, ৫ম খণ্ড)।

তা'যীর কখনো কয়েদ করার দ্বারা হয়। কখনো তা'যীর হয় চড়-থাপ্পড় এবং কান মলার মাধ্যমে এবং কখনো তা'যীর হয় কঠোরতা দ্বারা। আবার কখনো তা'যীর হয় কঠোর কথা দ্বারা। আবার কখনো তা'যীর হয় প্রহারের-দ্বারা। কখনো তা'যীর হয় আসামীর প্রতি চেয়ে বিচারকের চোখ রাঙ্গানো ও চোখ পাকানোর দ্বারা। 'নিহায়াহ' নামক গ্রন্থে এমনই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) ও ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর মতে কোন অবস্থাতেই অপরাধীর মাল ক্রোক করা জায়িয নয়। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে, অপরাধের কারণ এর অবস্থা এবং পর্যায় যাচাই করে তা'যীর নির্ধারণ করা। অপরাধ যদি এমন পর্যায়ের হয় যার কারণে হদ্দ সাব্যস্ত হয়, কিন্তু কোন কারণ বশত তা কার্যকর হয় না, তাহলে এই অবস্থায় চূড়ান্ত পর্যায়ের তা'যীর সাব্যস্ত হবে এবং তা কার্যকর করা হবে। যেমন, কেউ অপরের বাঁদী অথবা উম্মু ওয়ালাদকে (উম্মু-ওয়ালাদ-সেই কৃত দাসী, যার গর্ভ হতে মুনীবের সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে) 'ব্যভিচারিণী' বলে আখ্যায়িত করল এই অবস্থায় অপরাধীর উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের তা'যীর সাব্যস্ত হবে। কেননা, এখানে অপবাদ আরোপকৃতা মহিলা 'মুহসীনাহ' না হওয়ায় অপরাধীর উপর কাযাফ-এর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। তবে অপবাদ আরোপ অপরাধীর উপর চরম পর্যায়ের তা'যীর কার্যকর করা হবে। পক্ষান্তরে, অপরাধ যদি লঘু হয় তবে এ ক্ষেত্রে তা'যীরও লঘু হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

বিচারক যদি প্রয়োজন মনে করে তবে প্রহার করার পরেও অপরাধীকে বন্দী করতে পারবেন। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

অপরাধ ও অপরাধীর ভেদে কারাদণ্ডের সময় সীমা নির্ধারণের ইখ্‌তিয়ার বিচারকের রয়েছে। তা'যীর এর প্রহার সর্বাধিক শক্ত হবে।

www.pathagar.com

হদ্দ কিংবা তা'যীর-এর শাস্তি প্রয়োগ কালে অপরাধী মারা যায়, তাহলে তার এই মৃত্যুর দায় দায়িত্ব কারো উপর বর্তাবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

রমযান মাসের দিনের বেলায় যদি কোন সুস্থ সবল মুকীম (মুসাফির নয়) ব্যক্তি শরয়ী কোন ওযর ছাড়াই খানাপিনা করে, তাহলে তাকে তা'যীর করা হবে এবং পুনরায় যদি তার রোযা ভাঙ্গার আশংকা থাকে তাহলে তাকে বন্দী করে রাখা হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

হত্যা চুরি তথা হদ্দ যোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনীয় সাক্ষী প্রমাণ না পাওয়া যায় কিন্তু অপরাধের আলামত পাওয়া যায় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি প্রদান করবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো নাবালিগা স্ত্রী বা কন্যাকে প্রতারণা করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেয় বা বিক্রি করে দেয় ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এই নারী অপহরণ কারী প্রতারককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। যত দিনে না অপহৃতাকে এর অভিভাবকের নিকট প্রত্যার্পণ করা হবে ততদিন তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এ অবস্থায় কারাগারেই তার মৃত্যু হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যিনাকারীর উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করার পর আর তাকে বন্দী করে রাখা যাবে না। পক্ষান্তরে চোরের উপর চুরির 'হদ্দ' কার্যকর করার পরেও প্রয়োজনে আবার তাকে বন্দী করা যাবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

দুর্বল, অসুস্থ ও জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তির উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হলে যদি তার মৃত্যুর আশংকা থাকে, তাহলে তার উপর অপেক্ষাকৃত হালকাভাবে 'হদ্দ' লাগান হবে যাতে সে সহ্য করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিলেন ঃ একশত শলাকা বিশিষ্ট একটি খেজুরের ডাল দিয়ে মিখদাজকে হাল্‌কাভাবে একটি আঘাত করার জন্যে। নবীজী (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মিখদাজকে একশত শালাকা বিশিষ্ট একটি খেজুরের ডাল দিয়ে একটি মাত্র হালকা আঘাত করা হয়েছিল হাদীসের উপর ভিত্তি করেই এই বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে যে, অপরাধী যদি রোগী, দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হয় তাহলে তার উপর কোন 'হদ্দ' সাব্যস্ত হলেও তা একদম হালকাভাবে তার উপর প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে সে তা সহ্য করতে পারে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কোন পর নারীর সাথে তার গুহ্যদ্বারে সংগম করে কিংবা কোন বালকের সাথে কুকর্ম করে, তাহলে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে অপরাধীর উপর যিনার 'হদ্দ' প্রয়োগ করা না হলেও তার উপর কঠোর তা'যীর এর দণ্ড কার্যকর করা হবে এবং তাওবা করে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

মুহসিন হোক কিংবা গায়রে মুহসিন, সমকামিতায় অভ্যস্ত ব্যক্তিকে বিচারক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

হানাফী মাযহাবের মুলনীতিতে যে সমস্ত অন্যায়ের সাজা মৃত্যু দণ্ড নেই, সে সমস্ত অন্যায় যদি কোন ব্যক্তি বারবার করে বিচারক তাহলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। যেমন 'কাতল বিল মুসাক্কাল' (القتل بالمثقل।) তথা ভারীবস্তু দ্বারা হত্যা ও গুহ্যদ্বারে সংগমের অপরাধের শাস্তি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড নয়। কিন্তু এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক এ সমস্ত অপরাধ বারবার সংঘটিত হয়, তাহলে বিচারক অপরাধীকে মৃত্যু দণ্ড দিবেন। এমনিভাবে অপরাধীকে নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হদ্দ এর অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাও বিচারকের রয়েছে। বিচারক যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে অপরাধীকে সুনির্ধারিত হদ্দ এর অতিরিক্ত শাস্তি দিতে পারবেন। এ ব্যাপারে হানাফীদের দলীল হলো, নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ-কর্তৃক এ ধরনের অপরাধের কারণে অপরাধীকে কল্যাণার্থে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার দৃষ্টান্তসমূহ। এবং হানাফীগণ এই ধরনের মৃত্যুদণ্ডের নাম করণ করেছেন রাজনৈতিক হত্যা।

এমনিভাবে বারংবার চুরি করার দায়ে চোরকেও বিচারক সমাজের প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন।

তা'যীরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ

বেত্রাঘাতের মাধ্যমে তা'যীরের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ঊনচল্লিশটি বেত্রাঘাত এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ তিনটি বেত্রাঘাত। পরবর্তী ফকীহগণের মতে তা'যীরের সর্বনিম্ন বেত্রাদণ্ডের পরিমাণ বিচারকের ইখ্‌তিরাধীন। তিনি সুবিবেচনার মাধ্যমে যতটুকু প্রয়োগ সমীচীন মনে করেন। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

ইমাম আবূ ইউসূফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর মতে, অপরাধের ধরনের প্রতি লক্ষ্য করে তা'যীরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ অন্যায় যদি গুরুতর হয়, তাহলে তা'যীরও হবে শক্ত ও কঠোর। আর অন্যায় যদি লঘু হয় তাহলে তা'যীর ও লঘু হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, আনুসঙ্গিক অপরাধের বিচার করতে হবে তার মূলের উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ মূল অপরাধের শাস্তির কাছাকাছি হবে এ আনুসঙ্গিক অপরাধের সাজা। সুতরাং পরনারীকে স্পর্শ ও চুম্বনের শাস্তি হবে যিনার হাদ্দের কাছাকাছি। অনুরূপভাবে, যিনার অপবাদ ছাড়া অন্যান্য অপবাদের শাস্তি যিনার অপবাদের কাছাকাছি হবে। (হিদায়া)

তা'যীর কার্যকর করার পদ্ধতি

বেত্রাঘাতের মাধ্যমে তা'যীর কার্যকর করার পদ্ধতি হলো, অপরাধীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রহার করতে হবে। প্রহার করার সময় অপরাধীকে বিবস্ত্র করা যাবে না।

www.pathagar.com

অপরাধীকে শরীরে প্রহার করার সময় পোশাক রেখেই প্রহার করতে হবে। তবে তুলা পূর্ণ কোন বস্ত্র বা চামড়ার পোস্তীন বা জ্যাকেট যদি অপরাধীর দেহে থাকে, তাহলে তা খুলা যাবে। তা'যীর কার্যকর করতে দীর্ঘ সূত্রতা অবলম্বন করা যাবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, মাথা ও যৌনাংগ ছাড়া দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রহার করবে। (ফাতাওয়া-ই-কাযী খান)

যে সব কথা বা কাজের কারণে তা'যীর সাব্যস্ত হয়

যদি কেউ কোন মুসলমানকে 'ফাসিক' বলে অপবাদ দেয় অথচ তিনি ফাসিক নন্ অথবা বলল, হে ফাসিকের পুত্র অথবা বলল, হে কাফির, হে ইয়াহূদী, হে খ্রিস্টান, হে খ্রিস্টানের পুত্র, হে খবীস, হে চোর, অথচ সে এর কিছুই নয়, অথবা বলল, হে পাপী দুশ্চরিত্র, অথবা বলল, হে মুনাফিক; কিংবা বলল, হে সমকামী; অথবা বলল, হে সুদখোর; হে মদখোর, অথবা বলল, ওহে দাইউস। অথবা বলল, হে হিজড়া, অথবা বলল, হে আত্মসাৎকারী, কিংবা বলল, হে যিনা কারীদের প্রশ্রয়দাতা, অথবা বলল, হে চোরদের ঠাঁইদাতা; তাহলে এই সমস্ত কথার কারণে অপরাধীর উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

অনুরূপ কেউ যদি কাউকে বলে, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র অথবা বলে, হে পাপীয়সীর পুত্র, তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী)

কাউকে বলদ বলা হলেও তা'যীর সাব্যস্ত হবে। কাউকে কমিণী, কমজাত বললেও তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী) কোন নামাযী ব্যক্তিকে 'বেনামাযী' বললে, তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। কেউ যদি কাউকে 'জুয়াড়ী' বলে আখ্যায়িত করে, তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কেউ যদি কাউকে 'আবর্জনা বলে, তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। যদি সম্মত কোন 'দীনী ইলমে অজ্ঞ ব্যক্তি' কোন শরী'য়ত ফাতওয়া অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে অথবা এ নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে, কিংবা ফাতওয়া দাতাকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালায় তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে শরী'য়ত গর্হিত নৈতিকতা বিরোধী কাজে প্ররোচিত করে বা করতে বাধ্য করে তবে ঐ প্ররোচনাদাতা ও বাধ্যকারী। উভয়ের উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে।

মদের আড্ডা ও আসর যারা জমায় এবং যারা সে আড্ডায় যোগদান করে, যারা সহযোগিতা করে চাই তারা নিজেরা মদপান না করলেও তাদের প্রত্যেকের উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে।

অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রসার ঘটানো নগ্নতা ও বেহায়াপনা বিস্তারে লিপ্ত হওয়া, নারীদের বেপর্দা ও বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করাও তাযীরের আওতাভুক্ত অপরাধ। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

যে সকল কারণে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে মুকিম ব্যক্তি এমন কোন কারণ ছাড়া যদি রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার করে, তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে এবং তা'যীর কার্যকর করা হবে। এরপরও যদি তার পর থেকে রোযা ভঙ্গের আশংকা থাকে, তাহলে তাকে বন্দী করে রাখা হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যদি কোন ব্যক্তি বেগানা কোন নারীকে চুম্বন করে, অথবা আলীঙ্গন করে, কিংবা যৌন উত্তেজনার সাথে তাকে স্পর্শ করে, তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যদি কোন মহিলা কুকুর, বানর ইত্যাদি জন্তুর দ্বারা যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করে তা হলে সেই রমনীর উপরও তা'যীর সাব্যস্ত হবে এবং তাকে তা'যীর করা হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

অনুরূপ কোন পুরুষ যদি গরু, ছাগল, কুকুর, বানর, ইত্যাদি কোন জন্তুর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (শামী, ১ম খণ্ড)

কোন ব্যক্তি যদি সাহাবা, তাবিঈন, সাল্ফে সালেহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং বুযর্গানে দীনকে গালাগাল করে, কিংবা তাঁদের সমালোচনা করে, তাহলে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং তাকে অবশ্যই তা'যীর করা হবে। (শামী, বাবুল মুরতাদ, ৩য় খণ্ড)

যদি কেউ কারো পূর্বপুরুষ বা বংশ তুলে গালি দেয়, যেমন বলল, হে ফাসিকের পুত্র, হে কাফিরের সন্তান, অথবা বলল, হে হারামযাদা তাহলে তার উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (শামী, ৩য় খণ্ড)

নামায তরক করার কারণে বেনামাযীর উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। বেনামাযীর উপর কাঠোর থেকে কঠোরতর তা'যীর কার্যকর করাও জায়িয আছে। (ফাতওয়া-ই-দারুল উলূম ১২ শ খণ্ড)।

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে অমানবিক আচরণ করে, স্ত্রীকে অমতভাবে অত্যাচার- উৎপীড়ন ও জ্বালাতন করে, তাহলে সেই স্বামীর উপরও তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (শামী, ৩য় খণ্ড)

অর্থদণ্ডের মাধ্যমে তা'যীর

ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতে, সরকার কর্তৃক অপরাধীর মাল ক্রোকপূর্বক তাকে তা'যীর করা জায়িয আছে। পক্ষান্তরে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং অন্যান্য তিন মাযহাবের ইমামগণের মতে মাল ক্রোকপূর্বক অপরাধীকে তা'যীর করা জায়িয নয়। ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতে, মাল ক্রোক পূর্বক তা'যীর করার উদ্দেশ্য হলো অপরাধীকে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত রাখা এবং তাকে শায়েস্তা ও সংশোধন করা। এক্ষেত্রে তার মাল-সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের

www.pathagar.com

জন্যে ক্রোক করে সংরক্ষিত রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপরাধী সংশোধিত হয়ে গেলে তার মাল ফেরত দিতে হবে। উক্ত ক্রোককৃত মাল সরকারী তহবিলভুক্ত করা যাবে না। (আলমগীরী)

হুদূদ সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল

বিচারক যদি নিজ চোখে কোন ব্যক্তিকে যিনা করতে কিংবা মদপান করতে দেখতে পান, এবং এ ব্যাপারে যদি কোন সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে তবে বিচারক তার নিজের দেখার উপর ভিত্তি করে অপরাধীর উপর হদ্দ কার্যকর করতে পারবেন না। (শামী, ১ম খণ্ড)

যদি কেউ স্বীয় গোলাম-বাদী অথবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহলে তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। এ ক্ষেত্রে তা'যীর হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কেউ মদপান করার পর যদি তার উপর আংশিক হদ্দ লাগান হয়ে থাকে। এরপর সে আবার যদি মদপান করে তবে এই অবস্থায়, তার উপর অবশ্যই পূর্ণ হদ্দ কার্যকর করা হবে।

পূর্বে যদি তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হয়ে থাকে, তাহলে পরে আরো চল্লিশটি বেত্রাঘাত করে সর্বমোট আশি ঘা বেত্রাঘাত পূর্ণ করা হবে। যিনা এবং কাযাফ-এর হুকুমও অনুরূপই। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কেউ যদি কোন বেগানা মহিলাকে খাটে টেনে এনে তার সাথে আলীঙ্গন করে, চুমু খায় বা যোনী দ্বার ছাড়া তার সাথে সঙ্গম করে এবং এতে তার বীর্যও স্খলিত হয় তাহলে অপরাধীর উপর তা'যীর সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যদি কোন ব্যক্তি কোন স্বাধীন মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে ফেলে, তাহলে সেই অপরাধী পুরুষের উপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে এবং সে সাথে তার উপর হত্যাকাণ্ডের দিয়াতও সাব্যস্ত হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

বাসর রাত্রে নতুন বরের কাছে নববধু না এসে যদি কোন মহিলা আসে এবং অন্যান্য মহিলারাও যদি বলে যে, এই রমনীই আপনার স্ত্রী এই অবস্থায় যদি নব বর উক্ত মহিলার সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করে তাহলে এই অবস্থায় তার যিনার হদ্দ সাব্যস্ত হবে না বরং তাকে এই মহিলার দেনমোহর আদায় করতে হবে।

মাতাল অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি যিনা করে, তাহলে সুস্থ ও সজ্ঞান হওয়ার পর তার উপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

পুরুষ ও মহিলা পরস্পর সম্মত হয়ে যিনা করার সময় যদি মহিলার যোনী দ্বার ক্ষতবিক্ষতও হয় তবে এতে তাদের উভয়ের উপর হদ্দ সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন জরিমানা আসবে না। তবে এ অবস্থায় যদি মহিলার পা ভেঙ্গে যায় তবে পুরুষের জরিমানা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কসমের বিবরণ

কসমের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

কোন কথাকে মযবুত করা এবং এর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের জন্যে সাধারণত কসম করা হয়ে থাকে। শরী'য়ত কসম করার অনুমতি দিয়েছে। তবে কোন ভাল কাজের জন্যে কসম করা হলে, শরী'য়ত সে কসম পূর্ণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর মন্দ কাজের জন্যে কসম করা হলে সে কসম পূর্ণ না করার নির্দেশ দিয়েছে। এবং ঐ কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায়ের হুকুম করেছে।

বিনা কারণে এবং বিনা উদ্দেশ্যে কসম করা শরীয়তে অপছন্দনীয়। কারণ এতে আল্লাহ্ তা'আলার নামে বে-ইয্যতী হয় এবং কসমকারী ব্যক্তি সমাজে হেয় প্রতিপন্ন ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে কসম সম্পর্কিত বিবরণ এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمٰنِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْآ اَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্যে তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। তারপর এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান কিংবা একটি দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ নেই তার তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটিই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের

www.pathagar.com

জন্যে তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৯)

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمٰنِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ .

তোমাদের অর্থহীন শপথে আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্যে তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল। (সূরা বাকারা ঃ ২২৫)

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

عن أبى هريرة رضى اللّٰه تعالى عنه قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا علقوا باللّٰه الا وأنتم صادقون .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতামাতার নামে কসম করো না এবং যাদের আল্লাহ্র সাথে শরীক করো যে, তাদের নামেও কসম করো না আর কসমের ক্ষেত্রে সত্যবাদী না হলে আল্লাহ্র নামে কসম করো না। (নাসাঈ ও আবূ দাঊদ)

অপর হাদীসে আছে ঃ

عن أبى هريرة رضى اللّٰه تعالى عنه أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم قال من حلف على يمين فرائ خيرا منها فليأت الذى فقد خير ثم ليكفر عن يمينه.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করার পর এর বিপরীত বিষয়টি তার কাছে উত্তম বলে মনে হয় তবে সে যেন কল্যাণকর কাজটি সম্পাদন করে এবং কসমের কাফ্ফারা দেয়। (মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাগত কিংবা গুণগত নাম উল্লেখ করে কোন কাজ করা কিংবা না করার বিষয় ব্যক্ত করাকে শরীয়তে কসম বলা হয়। কেউ যদি আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা অথবা গুণাবলী ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম করে অথবা বিনা কারণে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কসম করে তবে এটি শরী'য়তে কসমরূপে গণ্য হবে না।

www.pathagar.com

আরবী ভাষায় কসমকে ইয়ামীন (يَمِيْنٌ) এবং কসম করাকে হলফ (حلف) বলা হয়। (শামী, ৩য় খণ্ড)

কসমের শর্ত ও রুকন

আল্লাহ্‌র নামে কসমের রকম হলো, কসম বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তাগত নাম কিংবা গুণগত নাম উল্লেখ করা।

কসমের শর্তসমূহ

যে ব্যক্তি কসম করবে তাকে সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন ও সাবালক হতে হবে। সুতরাং পাগল ও নাবালক শিশুর কসম শুদ্ধ নয়। কসমকারী ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে। কাফির ব্যক্তির কসম ধর্তব্য নয়।

কসম এমন বিষয়ে হতে হবে যার বাস্তবতা সম্ভব। যে সব বিষয়ের বাস্তবতা সম্ভব নয় এমন বিষয়ে কসম করলে কার্যকর হবে না।

ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ চাহেন তো) মাশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যা চান) ইল্লা আঁইয়া শা আল্লাহ্ (তবে আল্লাহ্ যদি চান) ইত্যাদি বাক্য খুঁজ করে কসম করলে তা কার্যকর হবে না। কসম বাক্যে সমাপনান্তে পৃথকভাবে বিরতি নিয়ে যদি এসব বাক্য উচ্চারণ করে তবে কসম হয়ে যাবে। (শামী, ২য় খণ্ড)

কসমের প্রকারভেদ

আল্লাহ্‌র নামে কৃত কসম তিন প্রকার ১. ইয়ামীনে গুমুস ২. ইয়ামীনে লাগ্‌ব ৩. ইয়ামীনে মুন-আকিদাহ।

ইয়ামীনে গুমুস হলো, অতীত কিংবা বর্তমানের কোন ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক বিষয়ে জ্ঞাতসারে মিথ্যা কসম করা। যেমন—কেউ কোন কাজ করেছে স্মরণে থাকা সত্ত্বেও সে বলল, "আল্লাহ্‌র কসম আমি এটি করিনি", অনুরূপ কোন কাজ না করা সত্ত্বেও কসম করে বলল যে "আল্লাহ্‌র কসম আমি এ কাজ করেছি।"

ইয়ামীনে গুমুসের হুকুম

ইয়ামীনে গুমুস তথা এ জাতীয় মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ। এজন্য তার তাওবা ও ইস্‌তিগফার করা জরুরী। এজন্যে কসমকারীকে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। (শামী, ২য় খণ্ড)

ইয়ামীনে লাগ্‌ব হলো, অতীত কিংবা বর্তমানের কোন বিষয় সম্পর্কে কসম করা এ বিশ্বাসে যে, প্রকৃত ঘটনা তার কসমের অনুকূলে। অথচ মূল ঘটনা তার কসমের বিপরীত। যেমন—কোন একটি কাজ সে করেনি কিন্তু তার বিশ্বাস যে, সে এই কাজটি করেছে। এরপর ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে বলেছিল, "আল্লাহ্‌র কসম আমি ওই কাজ করেছি", অথবা দূর থেকে কোন লোককে আসতে দেখে তার বিশ্বাস হলো

www.pathagar.com

যে, ঐ ব্যক্তি খালিদ এ প্রেক্ষিতে সে বলে দিল "আল্লাহ্‌র কসম ওই ব্যক্তি খালিদ"। অথচ লোকটি খালিদ নয় অন্য কেউ।

ইয়ামীনে লাগ্‌বের হুকুম

এ প্রকারের কসমের জন্য কোন গুনাহ্‌ও হবে না, এবং কাফ্‌ফারাও দিতে হবে না। তবে এ ধরনের কসম করা বাঞ্ছনীয় নয়।

ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ্

ভবিষ্যতে কোন কাজ করা কিংবা না করার ব্যাপারে কসম করাকে ইয়ামীনে মুন-আকিদাহ্ বলা হয়। এ প্রকারের কসম ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)। ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে কিংবা বল প্রয়োগে বাধ্য হয়ে অথবা যে কোন কারণে কসম ভঙ্গ করলে সর্বাবস্থায় কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।

যদি কেউ কসম করে বলে যে, সে কখনো কসম করবে না, এরপর সে কথা ভুলে গিয়ে কোন বিষয়ে যদি কসম করে ফেলে এবং তা ভঙ্গ করে তবে তাকে দু'টো কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। একটি তার প্রথম কসম ভঙ্গের জন্যে এবং অপরটি তার পরবর্তী কসমের বিপরীত কাজ করার জন্য। (শামী, ২য় খণ্ড)

কসমের শব্দ

আরবী ভাষা সাধারণত আল্লাহ্ শব্দের শুরুতে ওয়্যও (وَاو) বা (بِ) তা (تَ) সংযোগ করে কসম করা হয়ে থাকে, যেমন وَاللّٰهِ আল্লাহ্‌র কসম بِاللّٰهِ আল্লাহ্‌র কসম, تَاللّٰهِ আল্লাহ্ কসম (কাযী খান, ১ম খণ্ড)

কসমের জন্যে যে দেশে যে পরিভাষায় যে শব্দ ব্যবহার করে কসম করা হয়ে থাকে, সে দেশে আল্লাহ্‌র যাতী সত্তা-বা সিফাত-গুণ নামের সাথে ঐ সকল শব্দ কসম হবে। (শামী, আলমগীরী ও হিদায়া)

বাংলা ভাষায় দোহাই, শপথ, কসম কিংবা ইত্যাদি শব্দ কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র সাথে এ সকল শব্দ যোগ করে কসম করলে কসম হবে। যেমন আল্লাহ্‌র দোহাই ইত্যাদি।

কসম রক্ষা ও পূরণ করার ব্যাপারে উয়ামীহুল আকিদাহ্ চার ভাগে বিভক্ত।

১. এমন কোন ইবাদত সম্পাদন সম্পর্কিত কসম যা পালন করতে কসমকারী আদিষ্ট। অথবা এমন কোন পাপ ও নাফরমানী বর্জন বিষয়ক কসম যা বর্জনে সে আদিষ্ট। এই প্রকারের কসম পূরণ করা এবং কসমের উপর অবিচল থাকা ওয়াজিব ও আবশ্যক। কসম করার পূর্বেও এরূপ করা তার জন্যে ফরয ও অত্যাবশ্যক ছিল। কসমের কারণে এটি আরও জোরদার হয়।

www.pathagar.com

২. কোন ইবাদত ও বন্দেগী বর্জন করা কিংবা কোন গুনাহ্ ও পাপের কাজ সম্পাদন করা সম্পর্কিত কসম। এটি রক্ষা করা এবং কসমের উপর অবিচল থাকা জায়িয নয়। বরং এ প্রকারের কসম অবশ্যই ভঙ্গ করতে হবে। এবং কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা দিতে হবে।

৩. এমন কোন বিষয় সম্পর্কিত কসম যা পূরণ করা এবং ভঙ্গ করা দু'টোরই তার ইখ্তিয়ার আছে। তবে কসম রক্ষা অপেক্ষা ভঙ্গ করা অধিক কল্যাণকর। সে ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা মুস্তাহাব ও ভাল। তবে ভঙ্গ করার কারণে কাফ্ফারা দিতে হবে।

৪. এমন বিষয় সম্পর্কিত কসম যা রক্ষা করা এবং ভঙ্গ করা দু'টোই সমান। এমতাবস্থায় রক্ষা করা কিংবা ভঙ্গ করা দু'টোই তার ইখ্তিয়ারাধীন। এক্ষেত্রে কসম রক্ষা করাই উত্তম, তবে ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যে কথার কসম হয় এবং যে কথার কসম হয় না।

আল্লাহ্র সত্তাগত নামে কসম করলে কিংবা তাঁর গুণগত নাম তথা-রাহমান, রাহীম ইত্যাদি নাম যোগে কসম করলে কসম হবে। সমাজে প্রচলিত থাক বা না থাক গুণগত নাম সংযোগে কসম করলে কসম হয়ে যাবে। আল্লাহ্র কোন বিশেষণ যা দ্বারা কসম করার প্রচলন সমাজে বিদ্যমান, ঐ জাতীয় বিশেষণ যোগে কসম করলে কসম হয়ে যাবে। যেমন—আল্লাহ্র ইজ্জতের কসম, আল্লাহ্র জালালের কসম, আল্লাহ্র মহত্ত্বের কসম, আমার প্রতিপালকের কসম, আরশের প্রতিপালকের কসম, ইত্যাদি। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

আল্লাহ্র মর্যাদার কসম, আল্লাহ্র রাজত্বের কসম, আল্লাহ্র কুদরতের কসম, আল্লাহ্র মহব্বতের কসম, আল্লাহ্র শক্তির কসম, আল্লাহ্র ইচ্ছার কসম, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির কসম, আল্লাহ্র জিম্মাদারীর কসম, ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করলেও কসম হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যদি কেউ বলে, "আমি যদি এ কাজ করি তবে আমি অগ্নিপূজক অপেক্ষা নিকৃষ্ট" তাহলে কসম হবে। "এ কাজ করলে আমি ইয়াহূদীর সমান, কাফিরের সমান" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কসম হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুর নামে কসম করে তার কসম হয় না। যেমন—যদি কেউ নবী করীম (সা)-এর নামে কসম করে, কিংবা কাবার কসম করে তবে, তা কসম হবে না। নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পর্ক চ্যুতির উল্লেখ থাকলে কসম হবে। অর্থাৎ যদি এমন বলে "যদি অমুক কাজ করি তবে, আমি, নবীর উম্মত নই"। তাহলে কসম হবে। কুরআনের কসম করলে কসম হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

যদি কেউ বলে, "এরূপ করলে আমি নবী (সা)-এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হব"। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো এতে কসম হবে না। যদি বলে, "এরূপ করলে আমি কুরআনের থেকে সম্পর্ক চ্যুত হয়ে যাব" কিংবা "কিবলা থেকে সম্পর্ক চ্যুত হয়ে যাব" তবেও কসম হবে।

যদি বলে, "আমি চার আসমানী কিতাব থেকে সম্পর্ক চ্যুত হয়ে যাব"। তবে কসম হবে। "এরূপ করলে আমি বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম থেকে সম্পর্ক চ্যুত হয়ে যাব" বললে কসম হবে। "এরূপ করলে আমি সকল ঈমানদারের সাথে সম্পর্ক চ্যুত হয়ে যাব" বললে কসম হবে।

যদি বলে আল্লাহ্‌র জানের কসম, আল্লাহ্‌র রহমতের কসম, আল্লাহ্‌র আযাবের কসম, আল্লাহ্‌র নারাজীর কসম, আল্লাহ্‌র গযবের কসম, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কসম, আল্লাহ্‌র সাওয়াবের কসম, আল্লাহ্‌র ইবাদতের কসম, আল্লাহ্‌র দীনের কসম, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কসম আল্লাহ্‌র শরীয়তের কসম, আল্লাহ্‌র আরশের কসম, আল্লাহ্‌র দণ্ডবিধির কসম, বায়তুল্লাহর কসম, হাজরে আসওয়াদের কসম, মাশ'আরে হারামের কসম, সাফা ও মারওয়ার কসম, মিম্বরের কসম, রাওজার কসম, তাতে কসম হবে না।

যদি বলে, "আমি এরূপ করি তবে আমার উপর আল্লাহ্‌র লানত পড়বে", কিংবা আল্লাহ্‌র আযাব আসবে তাতে কসম হবে না। আকাশ মণ্ডল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য তারকারাজির কসম করলে কসম হবে না।

হালালকে হারাম ঘোষণা করা কসমের পর্যায়ভুক্ত। কেউ তার মালিকানাধীন কোন কিছু হারাম ঘোষণা করলে তা হারাম হবে না। এরপর সেটি ব্যবহার কিংবা ভোগ করলে তার কসম ভঙ্গ হবে । অল্পভোগ করুক কিংবা বেশি, এর জন্য তাকে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে, আপনি আমার জন্য হারাম অথবা এটি বলে যে, আমি আপনাকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি। তাতে স্ত্রীর কসম হবে। এরপর স্ত্রীর সম্মতিতে কিংবা অসম্মতিতে স্বামী তার সাথে সহবাস করলে স্ত্রীর কফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, যে সব বিষয় বা বস্তু চিরস্থায়ী হারাম অর্থাৎ যা কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, এগুলোকে শর্তযুক্তভাবে হালাল ঘোষণা করে প্রতিজ্ঞা করলে তা কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন কুফরী করা ও এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়। আর যে গুলো হারাম বটে কিন্তু কোন কোন সময় বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তা হালাল হয়ে যায়, সে গুলোকে শর্তযুক্তভাবে হালাল ঘোষণা করে প্রতিজ্ঞা করলে তা কসমের পর্যায়ভুক্ত হবে না। যেমন-মৃত প্রাণী, মদ্য ইত্যাদি (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

কসমের কাফ্ফারা ও তা আদায়ের নিয়ম

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন ঃ

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمٰنِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْاۤ اَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না। কিন্তু যে শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সে সবের জন্যে তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। এরপর এর কাফ্ফারা দশজন দারিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও। অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাসমুক্তি এবং যার সামর্থ নেই তার জন্য তিনদিন রোযা রাখা, তোমরা শপথ করলে এটিই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৯)

কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা হলো, একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়া। ক্রীতদাস ঈমানদার হওয়া শর্ত নয়। অথবা দশজন মিস্‌কীনকে খাদ্য খাওয়ানো অথবা দশজন মিস্‌কীনকে বস্ত্র দেওয়া। এ তিনটির কোনটি করতে সমর্থ না হলে একাধারে তিনদিন রোযা রাখতে হবে। (শামী, ২য় খণ্ড)

শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারারূপে দাস মুক্ত করতে গেলে ক্রীতদাসটি কর্মক্ষম ও ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। উপরন্তু কোন সূত্র থেকেই মুক্তি লাভের দাবিদার হতে পারবে না। (শামী, ২য় খণ্ড)

কাফ্ফারা হিসেবে খাদ্য প্রাদানের ক্ষেত্রে ডাল, চাল, মাছ, তৈরি খাদ্য, গোশ্ত ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে অথবা রান্না করা বা প্রস্তুত খাদ্য প্রদান করা যেতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে গ্রহিতাকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। আটা গম প্রদানের ক্ষেত্রে দশজন মিস্‌কীনের প্রতিজনকে অর্ধ সা অর্থাৎ ১ কেজি ৬শ ৫০ গ্রাম করে দিতে হবে। তবে যব প্রদান করলে এক সা দিতে হবে। যেমনটি প্রদান করা হয় 'সাদাকা-ই-ফিত্‌র' এর ক্ষেত্রে।

তৈরি খাদ্য খাওয়াতে গেলে ১০ জন মিস্‌কীনকে একদিন সকালে ও রাতে মোট দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

একজন মিস্কীনকে প্রতিদিন অর্ধ সা করে গম ১০ দিন প্রদান করলে তাতেও কাফ্ফারা আদায় হবে। (শামী, ২য় খণ্ড)

একজন মিস্কীনকে একইভাবে ১০টি পৃথক পৃথক সময়ে ১০ অর্ধ সা প্রদান করলে তা জায়িয হবে না। তরকারী ছাড়া রুটি খাওয়ালে চলবে না। অবশ্য গমের রুটি দিলে তরকারী ছাড়াও চলবে। সকাল বেলা একজন মিসকীনকে এবং রাতের বেলা অপরজনকে এ হিসেবে ১০ দিন খাওয়ালে কাফ্ফারা আদায় হবে না। একজন মিস্কীনকে সকালে খাদ্য খাওয়াল আর রাত্রের খাবারের জন্য মূল্য দিয়েছিল তা হলে জায়িয হবে। খাদ্য খাওয়াতে গেলে মিস্কীনদেরকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হবে। দশজনের প্রতিজনকেই বালিগ হতে হবে, একজনও যদি নাবালক হয় তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কাফ্ফারা স্বরূপ বস্ত্র প্রদান করলে কমপক্ষে এমন পরিমাণ কাপড় দিতে হবে যাতে দেহের অধিকাংশ আবৃত করা যায়। সুতরাং শুধু পায়জামা দিলে জায়িয হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

বস্ত্রের মান হবে মধ্যম পর্যায়ের (শামী, ২য় খণ্ড) একজন মিসকীনকে একসাথে ১০টি বস্ত্র প্রদান করলে তা জায়িয হবে না। যেমন—একজন মিসকীনকে একই দিনে একসাথে ১০ দিনের খাদ্য প্রদান জায়িয নেই। যদি প্রতিদিন একটি করে বস্ত্র একজন মিসকীনকে ১০ দিনে ১০ টি বস্ত্র প্রদান করে তবে তা জায়িয হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

আহার কারানো, কাপড় প্রদান ও দাস মুক্তিতে অপারগ হলে একাধারে তিনদিন রোযা রাখবে। তবে শর্ত হলো, রোযা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপারগতা বিদ্যমান থাকতে হবে। রোযা রাখার মেয়াদে যদি পূর্বের তিনটির কোন একটি আদায় করতে সক্ষম হয়ে উঠে তবে রোযা জনিত কাফ্ফারা বাতিল হয়ে যাবে এবং যেটিতে সক্ষম হলো সেটি দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। দরিদ্র ব্যক্তি রোযা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতে গিয়ে দু'দিন রোযা রাখার পর যদি স্বচ্ছল হয়ে উঠে তবে রোযা রাখা জায়িয হবে না। বরং অর্থ ব্যয় দ্বারা পুনরায় পূর্ণ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তিনটি রোযা পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেও যদি স্বচ্ছলতা আসে তবে তার রোযা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় বাতিল হয়ে যাবে।

রোযা রাখার সময় মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে, পুনরায় একাধারে তিনটি রোযা রাখতে হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব এমন ব্যক্তি তার সম্পদের কথা ভুলে দিয়ে যদি রোযার দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করে তাতে কসমের কাফ্ফারা আদায় হবে না। (শামী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা বলতে বুঝায় তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর পর কসমের কাফ্ফারা পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকা। দৈনন্দিন প্রয়োজন বলতে বুঝায় বসবাসের ঘর, সতর ঢাকা যায় এতটুকু পরিধেয় বস্ত্র এবং একদিনের খাদ্য। যে সব বস্তুর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা হয় তা যদি কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তির মালিকানায় থাকে অর্থাৎ একটি ক্রীতদাস কিংবা দশজন মিস্কীনকে দেওয়ার মত বস্ত্র কিংবা দশজন মিস্কীনকে আহার্য পরিমাণ খাদ্য তবে তাই আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা আর অস্বচ্ছলতার হিসেব করা হবে না। হুবহু কাফ্ফারার বস্ত্রগুলো না থাকলে তখন স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কসমের কাফ্ফারা কাকে প্রদান করবে

যে পর্যায়ের ফকীর, মিস্কীনকে যাকাত প্রদান করা যায় সে পর্যায়ের ফকীর মিস্কীনকে কসমের কাফ্ফারাও প্রদান করা যাবে, যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় না তাদেরকে কাফ্ফারাও দেওয়া যায় না। (শামী, ২য় খণ্ড)

কসমের কাফ্ফারা বাবত দেয় অর্থ মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য প্রদান করে কিংবা মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য প্রদান করে অথবা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করে তাতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। নিজের ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী স্থানে অবস্থানকারী মুসাফির ব্যক্তিকে কাফ্ফারার অর্থ প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কাফ্ফারা আদায়ের সময়

কসম ভঙ্গ করার পর কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। কসম ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করে পরে দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। এমতাবস্থায় কাফ্ফারা স্বরূপ মিস্কীনকে যা প্রদান করেছে তা ফেরতও নিতে পারবে না। তা সাদাকারূপে গণ্য হবে। (শামী, ২য় খণ্ড)

কারো উপর কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা ওয়াজিব থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হলে কিংবা সে আহত হলে ঐ কাফ্ফারা তার জিম্মায় থেকে যাবে, তা রহিত হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

জীবিত অবস্থায় কসমের কাফ্ফারা আদায় করে না গেলে তা আদায়ের জন্য অসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। (বেহেশ্তী জেওর)

এমন এক ব্যক্তি যার উপর কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাফ্ফারা আদায়ের সামর্থ নেই অর্থাৎ দাস মুক্তি, দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান কিংবা বস্ত্র প্রদানের সামর্থ নাই এবং রোযা রাখতেও সে সমর্থ নয়। পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে যে রোযা রাখতে পারে এমন সম্ভাবনাও নেই, এমতাবস্থায় যদি কতক লোক তার

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে কাফ্ফারা আদায় করে দিতে চায় তবে দশজন মিস্কীনকে খাদ্য খাওয়ালে ঐ ব্যক্তির কাফ্ফারা আদায় হবে, এতে কম হলে আদায় হবে না।

কোন ব্যক্তি ইন্তিকালের সময় যদি তার কাফ্ফারা আদায়ের অসিয়্যত করে যায় তাহলে তার পক্ষ হয়ে দশজন মিস্কীনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। নতুবা কাফ্ফারা আদায় হবে না। যদি সে অসিয়্যত করা ছাড়াই মারা যায় এবং কতকলোক তার কাফ্ফারা আদায়ে আগ্রহী হয় তবে দশজন মিস্কীনকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা দশজন মিস্কীনকে বস্ত্র প্রদান ছাড়া উক্ত কাফ্ফারা আদায় হবে না। তারা যদি ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে ১টি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেয় তাতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কসমের কাফ্ফারা আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে কাফ্ফারা আদায় কালে নিয়্যত করা জরুরী। (শামী, ২য় খণ্ড)

কোন কথা বা কাজের কসম বিষয়ক কসম

যদি কেউ কথা না বলার কসম করে, তবে কসমের বাক্য শেষে বিরতির পর থেকে ভবিষ্যত সময়ের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। যেমন—'যদি কেউ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি তবে তুমি তালাক। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে চলে যাও" এখানে বাক্যের শেষাংশ প্রথম অংশের সাথে মিলিয়ে বলা হয়েছে বিধায় কসম ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ এতে তালাক হবে না। কসমের বাক্য শেষ হওয়ার পর পৃথকভাবে যদি বলে, "তুমি আমার নিকট থেকে চলে যাও" তবে কসম ভঙ্গ হবে। এবং তালাক হয়ে যাবে। কথা না বলার কসম করার পর চিঠি দিলে, লোক পাঠালে এবং ইশারায় কিছু বুঝিয়ে দিলে কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যার সাথে কথা না বলার কসম করেছে সে ব্যক্তি নামায আদায় কালে কসমকারী ব্যক্তির ইমাম হিসেবে নামাযের সালাম ফিরালে কসম ভঙ্গ হবে না।

যদি কেউ কসম করে বলে যে, অমুক ব্যক্তি অনুমতি না দিলে তার সাথে কথা বলব না। এরপর অমুক ব্যক্তি অনুমতি দিয়েছে বটে কিন্তু কসমকারীর তা জানা ছিল না। এমতাবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বললে তার কসম ভঙ্গ হবে। কোন ব্যক্তি কসম করল যে অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলব না। সে ব্যক্তি দূরে অবস্থান করা অবস্থায় যদি কসমকারী ব্যক্তি তাকে ডাকে, তাহলে দেখতে হবে উভয়ের সাথে দূরত্ব কতটুকু, যদি দূরত্ব এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তি তার ডাক শুনতে পায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে। আর যদি দূরত্ব এমন হয় যে, ডাক শুনতে পায় না তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে অপর ব্যক্তি যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং

www.pathagar.com

কসমকারী ব্যক্তি যদি তাকে ডাক দেয় এবং সে ডাকে যদি তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তবে তার কসম ভঙ্গ হবে। আর ঘুম না ভাঙ্গে কসম ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড)

কেউ যদি কসম করল যে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। ঘটনাক্রমে সে ব্যক্তি এসে কসমকারী ব্যক্তির দরজায় টোকা দিল, তখন যদি ব্যক্তি বলে কে? কিংবা বলে সে কে? তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি বলে, আপনি কে? কিংবা তুমি কে? তবে তার কসম ভঙ্গ হবে। কেউ যদি কসম করে যে, তার স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না। সে ঘরে প্রবেশ করে দেখল যে, ঘরে স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ নেই। তখন সে বলে, এটি এখানে রেখেছে কে? অথবা ঐ জিনিসটি কোথায়? তবে তার কসম ভঙ্গ হবে। ঘরে স্ত্রী ব্যতীত যদি অন্য লোকজনও থাকে আর ঐ এরূপ প্রশ্ন করে তাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য যে, আলোচনা করা, কথা বলা, এবং সম্বোধন করা, বলতে মুখোমুখি ও সামনাসামনি কথোপকথনকে বুঝায়।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের সাথে কথা বলবে না। এরপর তার সাথে এমন ভাষার কথা বলল যা সে বুঝে না। এতেও কসমকারীর কসম ভঙ্গ হবে। কেউ যদি কসম করে যে, অমুকের স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না। কসম করার সময় সে ব্যক্তির আদৌ কোন স্ত্রী ছিল না। এরপর সে বিয়ে করেছে এবং কসমকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে কথা বলেছে তবে ঐ ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে।

কেউ যদি কসম করে কোনো কথাই বলবে না। এরপর যদি সে জড় পদার্থের সাথে কিংবা বাকশক্তিহীন জীব-জন্তুকে লক্ষ্য করে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য বোবা ও বধির লোকের সাথে কথা বললে কসম ভঙ্গ হবে। কথা বুঝতে পারবে না এমন শিশুর সাথে কথা বললে কসম ভঙ্গ হবে না। কথা বুঝে এমন শিশুর সাথে কথা বললে কসম ভঙ্গ হবে।

কেউ যদি কসম করে যে, অমুকের সাথে কথা বলবে না। এরপর ঐ ব্যক্তি যদি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ্' বলে এবং উত্তরে কসমকারী ব্যক্তি যদি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে। যদি কসম করে এই যুবকের সাথে কথা বলব না। ঐ যুবক বৃদ্ধ হওয়ার পর কথা বললেও কসম ভঙ্গ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, কুরআন শরীরের কোন সূরা পাঠ করবে না। এরপর মুখে উচ্চারণ না করে যদি সূরার উপরে শুধু চোখ বুলিয়ে যায় তাতে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কসম করে যে, অমুকের চিঠি পাঠ করবে না। এরপর পাঠ না করে শুধু চিঠিতে চোখ বুলিয়ে মর্ম বুঝে নিলে কসম ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

কাজকর্ম বিষয়ক কসম

কসম বিষয়ক শব্দগুলো উরফ বা সামাজিক রীতির উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যদি কেউ কসম করে 'কোন ঘরে প্রবেশ করবে না'। তারপর যদি কা'বা শরীফে বা মসজিদে প্রবেশ করে কিংবা অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাশনালয়ে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

যদি কসম করে যে, তার প্রতিবেশীর এই ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর পরবর্তীতে ঐ ঘরের সাথে সংযোজিত বর্দ্ধিত অংশে প্রবেশ করে, তবে তার কসম ভঙ্গ হবে। যদি কসম করে মসজিদে প্রবেশ করবে না। তারপর মসজিদের ছাঁদে উঠলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি কসম করে যে, এ ঘরে প্রবেশ করবে না, এরপর সে ঘরে সাওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করে কিংবা পায়ে হেঁটে কিংবা কারো কাঁধে চড়ে প্রবেশ করুক তার কসম ভঙ্গ হবে। সাওয়ার অবস্থায় বাহন যদি তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় এবং ঘরে প্রবেশ করে তাতে কসম ভঙ্গ হবে না।

কোন ব্যক্তি যদি এরূপ কসম করে যে, ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সে যদি তার পা দু'টো বাহিরে রেখে ঘরে মাথা ঢুকিয়ে দেয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ বাহিরে অবস্থান করে ঘরের ভিতর থেকে কিছু নিলেও কসম ভঙ্গ হবে না। গৃহে অবস্থান রত অবস্থায় কেউ যদি কসম করে এই গৃহে প্রবেশ করবে না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে গৃহে অবস্থান রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কসম ভঙ্গ হবে না। গৃহ থেকে বাইরে এসে পুনঃ গৃহে প্রবেশ করলেই কসম ভঙ্গ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, মসজিদ থেকে কিংবা বাড়ি থেকে কিংবা ঘর থেকে বের হবে না। এরপর তার নির্দেশে অন্য কেউ যদি তাকে কোলে-কাঁধে করে ঐ মসজিদ বাড়ি কিংবা গৃহ থেকে বের করে আনে তাতে তার কসম ভঙ্গ হবে। তবে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হলে কসম ভঙ্গ হবে না।

কোন সাওয়ারীতে সাওয়ার থাকা অবস্থায় যদি কেউ কসম করে যে, এই সাওয়ারীতে আর চড়বে না এবং এরপর ঐ সাওয়ারীর উপর সে অবস্থান করতে থাকে, তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির জীবিত থাকা কিংবা মৃত অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাত করবে না; এরপর সে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জানাযায় হাযির হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে, তার কবরস্থলে উপস্থিত হলে কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য কসম করার সময় যদি এরূপ নিয়্যত থাকে যে, কবরের নিকটেও উপস্থিত হবে না, তাহলে এর দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, এ রুটি খাবে না। এরপর সে রুটিটি শুকিয়ে চূর্ণ করে পানি মিশিয়ে পান করে নেয় তবে এতে ভঙ্গ হবে না। কিন্তু রুটিটি পানিতে ভিজিয়ে

www.pathagar.com

ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, এ খেজুর বৃক্ষ থেকে খাবে না, এরপর সে ওই বৃক্ষের কাঁচা কিংবা শুকনো খেজুর ভক্ষণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বৃক্ষের ছাল কিংবা শিকড় খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে খেজুরের এই কাঁচা ছড়া থেকে সে খাবে না, এরপর সেটি হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর তা থেকে ভক্ষণ করে কিংবা কসম করে যে, এই হলুদ বর্ণের খেজুর খাবে না। এরপর সেটি পাকা হওয়ার পর ভক্ষণ করে অথচ কসম করল যে, এই পাকা, তাজা খেজুর খাবে না, এরপর সে গুলো শুকিয়ে যাওয়ার পর ভক্ষণ করে অথবা কসম করল যে, এই কাঁচা আঙ্গুর খাবে না এরপর সে গুলো কিসমিসে পরিণত হওয়ার পর তা ভক্ষণ করে, কিংবা রসে পরিণত করার পর তা পান করে অথবা কসম করল যে এই দুধ পান করবে না, এরপর ঘি, পনির ছানা ও মাখনে পরিণত করে তা খেয়ে নেয় তার উপরোক্ত অবস্থায় কসম ভঙ্গ হবে না।

কেউ যদি এই কসম করে যে এই মুরগী খাবে না। এরপর ঐ মুরগীর বাচ্চা কিংবা ডিম খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, গোশ্‌ত খাবে না তবে মাছ ব্যতীত যে কোন প্রাণীর গোশ্‌ত খেলে তাতে কসম ভঙ্গ হবে। চাই সে গোশ্‌ত হালাল হোক, কিংবা মৃত জীব 'বিসমিল্লাহ্' বিহীন যবাইকৃত জন্তু কিংবা অগ্নি উপাসকদের যবাইকৃত ইত্যাদি কারণে হারাম গোশ্‌ত হোক, এসব খেলে কসম ভঙ্গ হবে।

মাছ ও পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর গোশত খেলে ভঙ্গ হবে না। অবশ্য কসম করার সময় যদি মাছও না খাওয়ার নিয়্যত থাকে তবে মাছ খেলে কসম ভঙ্গ হবে।

উপরোক্ত প্রকার কসমের পর শূকর কিংবা মানুষের গোশ্‌ত খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। এমতাবস্থায় কাঁচা গোশ্‌ত খেলেও কসম ভঙ্গ হবে না। মুরগীর গোশ্‌ত খাবে না কসম করার পর মোরগের গোশ্‌ত খেলে কসম ভঙ্গ হবে। যদি কেউ কসম করে এ গোশ্‌ত খাবে না এরপর ঐ গোশ্‌তের ঝোল খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য কসম করার সময় ঝোল না খাওয়ার নিয়্যত করলে ঝোল খেলেও কসম ভঙ্গ হবে।

কেউ যদি লবণ খাবে না বলে কসম করে এরপর সে যদি এমন খাদ্য খায় যা লবণাজ তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। তদ্রুপ গোল মরিচ খাবে না কসম করে, যদি কেউ এমন খাদ্য খায় তাতে গোল মরিচের স্বাদ পাওয়া যায় তবে কসম ভঙ্গ হবে। আর যদি স্বাদ পাওয়া না যায় তবে কসম ভঙ্গ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, তার ঘর বিক্রি করবে না। এরপর স্ত্রীর জন্য ধার্যকৃত মোহরের টাকার পরিবর্তে ঐ ঘর প্রদান করে তাতে কসম ভঙ্গ হবে। অবশ্য বিবাহকালে যদি কোন গৃহকে মহররূপে ধার্য করে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

কোন কাজ বা কথার কসম করার পর উকীল দিয়ে তা করানো হলে

যদি কেউ কসম করে যে বেচাকেনা করবে না। কিংবা কোন কিছু ভাড়ায় দিবে না। তারপর সে যদি উপরোক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তার পক্ষে উকীল তা সম্পন্ন করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য কসম করার সময় যদি সে এ নিয়্যত করে যে, অদ্য কারো দ্বারা সে উপরোক্ত কাজ করবে না তাহলে উকীল দ্বারা করালেও কসম ভঙ্গ হবে।

কসমকৃত বিষয়টি যদি এরূপ হয় যা সাধারণত কসমকারী সম্পন্ন করে না। তাহলে কসমের পর অন্যের দ্বারা সম্পাদন করালে কসম ভঙ্গ হবে। যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, সে বিবাহ করবে না, অথবা স্ত্রীকে তালাক দিবে না। তারপর সে যদি উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল তার পক্ষে বিয়ে করে বা তালাক দেয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

বিবাহ, তালাক, খুলা, ইচ্ছাকৃত হত্যা, দান সাদাকা, ঋণ গ্রহণ ও দান, আমানত নিজে রাখা কিংবা অন্যের নিকট দেওয়া, ধার দেওয়া, নেওয়া যবাই করা, ঋণ শোধ করা, ঋণ উসূল করা, গৃহ নির্মাণ, সেলাই করা, কাপড় প্রদান করা ইত্যাদি কাজ না করার কসমের পর তার পক্ষ হতে উকীল দিয়ে তা করানো হলে কসম ভঙ্গ হবে। কারণ এসব কাজে উকীল ব্যক্তি মু'আক্কেলের বাহকমাত্র। মূল দায়-দায়িত্ব মু'আক্কেলের উপরই বর্তায়। সুতরাং এগুলো মু'আক্কেলের নিজস্ব কাজ হিসেবে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়-ভাড়ায় লেন-দেন, আর্থিক মীমাংসা ইত্যাদি বিষয় না করার কসম করার পর যদি তার পক্ষ হতে উকীল দ্বারা এগুলো করানো হয় তবে মু'আক্কেলের কসম ভঙ্গ হবে না। কারণ এসব কাজ উকীলের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয় এবং এগুলোর দায় দায়িত্ব উকীলেরর উপরই বর্তায়, মু'আক্কেলের উপর নয়। সুতরাং মু'আক্কেলের কসম ভঙ্গ হবে না। (শরহে বিকায়া, ২য় খণ্ড)

আল্লাহ্‌র নামে কসম করে কাউকে কিছু করতে হুকুম করা বা নিষেধ করা

যদি কেউ এরূপ বলে অন্যকে কসম দেওয়ায় যে, "আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি তুমি এ কাজটি করে ফেল" অথবা বলে যে, "আমি আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি তুমি এ কাজটি করে ফেল"। কিংবা উপরোক্ত কসমের শব্দ উচ্চারণ করে বলে যে, "তুমি একাজ করো না"। তাতে কসম হবে না। (ইসলামী ফিক্‌হ) যদি কেউ অন্যকে বলে যে, "আল্লাহ্‌র কসম তুমি দাড়িও না"। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে তাতে কসম হবে না। (শামী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

অসম্ভব কাজ বা গুনাহ্র কাজের কসম

যদি কেউ কসম করে যে, আমি আকাশ স্পর্শ করব কিংবা আমি বাতাসে উড়ব কিংবা এই পাথরকে আমি স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দিব। তবে কসমের বাক্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে সে যদি এরূপ কসমকে কোন সময়ের সাথে সংযুক্ত করে তাহলে ওই সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কসম ভঙ্গ হবে না। যেমন যদি বলে, আল্লাহ্র কসম আমি আগামী কাল আকাশে উড়ব। তাহলে পরের দিবসটি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কসম ভঙ্গ হবে না। ফলে ও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না । (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

যে ব্যক্তি কোন গুনাহ বা অপরাধমূলক কাজ করার কসম করে যেমন, পিতা-মাতার সাথে কথা না বলার কসম করে তবে তার কসম ভঙ্গ করতে হবে। এবং কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। (শরহে বিকায়া, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ গুনাহের কাজের কসম করে, যেমন—পিতা-মাতার সাথে কথা না বলার কসম করে কিংবা কাউকে খুন, তবে ওই কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব এবং কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব। (শামী, ২য় খণ্ড)

একাদিক কসমের কাফ্ফারা

একাধিক কসমের জন্য একাধিক কাফ্ফারা দিতে হবে। চাই কসমগুলো একই মজলিসে হোক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে হোক। যতটি কসম ভঙ্গ হবে ততটিই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। (শামী, ২য় খণ্ড)

কসম সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল

যদি কেউ কসম করে যে, সে অবশ্যই এ কাজ করবে, তবে সংশ্লিষ্ট কাজ একবার করলেই তার কসম পূরণ হবে। ঐ একবার সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করুক কিংবা কারো চাপে পড়ে। কসম ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা ভুলক্রমে করুক, নিজের জন্য করুক কিংবা কারো উকীল হয়ে করুক, যে কোন ভাবেই একবার ঐ কাজ করলে তার কসম পূর্ণ হবে।

আর যদি সে ঐ কাজ না করে তাহলে যে পর্যন্ত ঐ কাজ সম্পাদনে নৈরাশ্য প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হয়েছে বলা যাবে না। কর্ম সম্পাদনের পূর্বে নৈরাশ্য প্রমাণিত হবে। এমতাবস্থায় কাফ্ফারা আদায়ের জন্য অসিয়্যত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে উক্ত কর্মের ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হলে নৈরাশ্য প্রমাণিত হবে। যেমন কেউ কসম করল যে, সে যায়িদকে অবশ্যই প্রহার করবে। অথবা অবশ্যই সে এমনটি ভক্ষণ করবে। তারপর প্রহার করার পূর্বে যায়িদ মারা গেল অথবা তার খাওয়ার পূর্বে অন্য কেউ খেয়ে ফেলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি হলো শর্তহীন কসমের ক্ষেত্র।

www.pathagar.com

কসম যদি শর্তযুক্ত হয়, যেমন—কেউ কসম করে বলল, আজ আমি এ রুটি খাব। এমতাবস্থায় দিবস শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ঐ রুটি খেয়ে ফেলে কিংবা অন্য কোনভাবে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। করণ উল্লিখিত সময় সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কসমের ক্ষেত্র বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কডে কসম করে বলে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে চিনে না অথবা সে ঐ ব্যক্তিকে মুখ চিনে না। কিন্তু তার নাম জানে না, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী ২য় খণ্ড)

কেউ কসম করল যে, মাটির উপর দিয়ে হাঁটবে না। তারপর সে যদি মোজা পরিধান করে কিংবা জুতা পরিধান করে মাটির উপর হাঁটে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মাটির উপর বিছানা বিছানো থাকে এবং বিছানার উপর হেঁটে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী, ২য় খণ্ড)

যদি কেউ কসম করে যে, এ খাটের উপর বসবে না; অতঃপর খাটের উপর পাতা বিছানার উপর বসলে তার কসম ভঙ্গ হবে। যদি উক্ত খাটের উপর অন্য খাট রাখা হয় এবং উপরস্থিত খাটটির উপর সে বসে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (কুদূরী)

যদি কেউ কসম করে যে এ বাড়িতে সে বসবাস করবে না, তারপর সে নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার পরিবার পরিজন ও মালপত্র সেখানে রয়ে গেল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে। (শামী, ২য় খণ্ড)

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মানত

মানতের বিবরণ

মানত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ .

যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর আল্লাহ্ তা জানেন। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ .

তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূরা করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। (সূরা হাজ্জ ঃ ২৯)

নেককার লোকদের চরিত্র বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا .

তারা মানত পূরা করে এবং সেদিনকে ভয় করে যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী। (সূরা দাহ্র ঃ ৭)

মানত সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

من نذر ان تعصيم الله فليؤصيه ومن نذر ان ليقتيه فلا يقضيه .

যদি কেউ আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী বিষয়ে মানত করে সে যেন আল্লাহ্র নাফরমানী না করে। (বুখারী)

মানতের সংজ্ঞা ঃ

اجاب عنه الفعل المباح على نفسه بالقول تعظيما لله تعالى بشرط كونه عن حسن الواجب .

www.pathagar.com

যে কাজটি নিজের জন্য অবশ্য পালনীয় (ওয়াজিব) নয়, তবে মূলে কাজটি অবশ্য করণীয় কাজের (ওয়াজিবের) অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এমন কোন কাজ নিজের জন্য স্বেচ্ছায় অবশ্য করনীয় (ওয়াজিব) করে নেওয়াকে মানত বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ্)

মানত অবশ্যই আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র জন্য করতে হবে। গায়রুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোরই নামে মানত করা জায়িয নেই। গাইরুল্লাহর নামে মানত করা হারাম। এরূপ মানত করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। মানত করার সময় মানতের বাক্যের মধ্যে সংযুক্তভাবে 'ইনশা আল্লাহ্' বললে ঐ মানত পূর্ণ করা ওয়জিব নয়। অবশ্য মানতের বক্য হওয়ার পর পৃথকভাবে ইনশা আল্লাহ্ বলে মানত শুরু হবে। (বাহরুর রাইক, ৪র্থ খণ্ড)

মানতের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের হুকুম

মানত প্রথমত দু'প্রকার ঃ ১. শর্তযুক্ত মানত এবং ২. শর্তহীন মানত। শর্তযুক্ত মানত আবার দু'প্রকার ১. এমন একটি বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত হয়ে মানত করা, মানতকারী যা সংঘটিত হওয়া একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। যেমন কেউ বলে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে রোগ থেকে মুক্তি দেন, তবে আমি এরূপ সাদাকা রোযা ইত্যাদি আদায় করব। এখানে তার মানতটি রোগ থেকে মুক্তি লাভ পর কাঙ্ক্ষিতও বটে। এরূপ কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত মানতের বিধান হলো, মানত শরী'য়ত সম্মত হলে এবং উক্ত শর্ত পূরণ হলে ঐ মানত পূরণ করা ওয়াজিব অর্থাৎ বাধতামূলক হবে। ২. শর্তযুক্ত মানতের দ্বিতীয় প্রকার হলো, এমন বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা সাধারণত যা কাঙ্ক্ষিত বা কাম্য বস্তু নয়। যেমন কেউ বলে, "আমি যদি গৃহে প্রবেশ করি তবে আমার জন্য এরূপ করা (সাদাকা ও রোযা ইত্যাদি) বাধ্যতামূলক"। অথবা এরূপ বলে, "আমি যদি গৃহে অমুকের সাথে কথা বলি, তবে আমার জন্য এরূপ করা (সাদাকা ও রোযা ইত্যাদি) বাধ্যতামূলক।"

এ প্রকারের মানতের বিধান হলো, উক্ত শর্ত বাস্তবায়িত হলে তখন মানতকারীর ইখ্তিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে মানত পূরণ করতে পারবে অথবা মানত পূরণ না করে কসমের কাফ্ফারাও আদায় করতে পারবে। (আল-ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ)

শর্তহীন মানত করা হলে, তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। (জাওহারা, ২য় খণ্ড)। যেমন কেউ যদি বলে ,আল্লাহ্র জন্য আমি এক বছর রোযা রাখার মানত করলাম। তাতে এক বছর রোযা রাখা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। কারো যদি মানত করার ইচ্ছা

www.pathagar.com

না থাকে বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে মানতের বাক্য উচ্চারিত হয়ে যায়, ঐ মানত পূর্ণ করাও তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।

কেউ যদি কোন কথা চেয়েছিল কিন্তু তার মুখ থেকে সে কথা বের না হয়ে মানতের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেলে, সে মানত পূরণ করতে হবে। মানতের বাক্য উচ্চারিত করার সময় ইচ্ছা ছিল একদিনের রোযা, এরূপ অবস্থায় এক মাসের রোযাই আদায় করতে হবে। শর্তহীন মানত কোন নির্দিষ্ট স্থান, কাল, সময়, ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সীমিত থাকে না। যেমন—যদি কেউ মানত করে যে, জুমু'আর দিনে এই টাকাগুলো সে অমুক ফকীরকে দান করবে। এরপর যদি সে বৃহস্পতিবারে কিংবা শনিবারে বা অন্য কোন দিনে ঐ টাকাগুলোর পরিবর্তে এর সমমূল্যের অন্য টাকা অন্য কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করে তবে তা জায়িয হবে।

অন্যরূপভাবে কেউ যদি কোন একটি নির্দিষ্ট মাসে ইতিকাফ করার বা রোযার মানত করে। এরপর ঐ মাসের পূর্বে ইতিকাফ আদায় করে বা যদি রোযা রাখে তা জায়িয হবে। হজ্জের মাস'আলাও তদ্রুপ, অর্থাৎ যদি কোন একটি নির্দিষ্ট বছর আসার পূর্বেই তা আদায় করে ফেলে তবে তা জায়িয হবে। উল্লেখ্য যে, শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রকারের মানতের ক্ষেত্রে শর্ত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মানত পূরণ করলে তা শুদ্ধ হবে না। বরং শর্ত সংঘটিত হলে পুনরায় মানত পূরণ করতে হবে। অবশ্য সংঘটিত হওয়ার পর তা বিলম্ব করা জায়িয আছে। (শামী, ৩য় খণ্ড, ও আল-ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ২য় খণ্ড)

মানত সহীহ্ হওয়ার শর্ত

মানত সহীহ্ হওয়ার জন্য ৭টি শর্ত রয়েছে। যথা ঃ ১. মানতের কাজটি ফরয কি ওয়াজিবের সমজাতীয় হতে হবে। যেমন—রোযা রাখা, নামায পড়া ও সাদাকা করার মানত করা। কেউ যদি নফল রোযা রাখার মানত করে তবে তা পূরণ করা তার জন্য ওয়াজিব হবে। কারণ নফল রোযার সমজাতীয় একটি কাজ করার রয়েছে, সেটি হলো রমযান মাসের রোযা রাখা। কেউ যদি নফল নামায আদায়ের মানত করে, তবে তাকে সেটি পূরণ করতে হবে। কারণ কতক নামায ফরয বটে। যেমন—পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সাদাকা করার মানত করলে তা পূরণ করতে হবে। কারণ কতক সাদাকা ফরয হবে। যেমন—যাকাত। অবশ্য ইতিকাফের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে যদিও কোন ইতিকাফ ফরয নয়। কারণ সাহাবা-ই কিরাম (রা) এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, ইতিকাফের মানত পূরণ করা ওয়াজিব।

মানতকৃত কর্মটি যদি ফরয কিংবা ওয়াজিব জাতীয় না হয় তবে তা পূরণ করা মানতকারীর জন্য ওয়াজিব নয়। যেমন—রোগী দেখতে যাওয়া, মসজিদে প্রবেশ

www.pathagar.com

করা। মসজিদে নববী, বায়তুল মোকাদ্দাস কিংবা মক্কা শরীফের মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার মানত করলেও তা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

অনুরূপ, যদি তাসবীহ্ পাঠ কিংবা নামায শেষে দু'আ করার মানত করে তা পূরণ করা ওয়াজিব হবে না। কারণ এগুলোর কোনটিই ফরয কর্মের সমজাতীয় নয়, যদি তাক্বীর বা 'আল্লাহু আকবর' বলার মানত করে তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব হবে। কারণ এটি ওয়াজিব কর্মের সমজাতীয়। তাকবীরে তাহ্রীমা ওয়াজিব। নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে। কারণ, এটি ফরযের সমজাতীয় কাজ। জীবনে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করা প্রত্যেক ঈমানাদরের জন্য ফরয।

২. মানত সহীহ্ হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো, মানতকৃত কর্মটি মূখ্য ইবাদত হতে হবে। সুতরাং যে সকল কর্ম মূখ্য ইবাদত নয় বরং মূখ্য ইবাদতের মাধ্যম ও উসিলা সে সকল বিষয়ের মানত করলে তা পূরণ করা ওয়াজিব হবে না। যেমন—অযূ করা, গোসল করা, কুরআন মজীদ স্পর্শ করা, আযান দেওয়া, দাফনের জন্য মৃত ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা, এ নফল কাজে ইবাদত হবে, কিন্তু মূখ্য ইবাদত নয়। সুতরাং এ সকল কর্মের মানত করলে তা পূরণ করা ওয়াজিব নয়।

৩. মানত সহীহ্ হওয়ার তৃতীয় শর্ত হলো মানতকৃত কাজটি মূলত পাপ জাতীয় হবে না। সুতরাং কেউ যদি কাউকে খুন করার মানত করে কিংবা মদ্যপান বা যিনা-ব্যভিচারের মানত করে তবে তা মানতই হবে না। এরূপ মানত কসমে রূপান্তরিত হবে। এই কসম ভাঙ্গা এবং কাফ্ফারা দেওয়া উভয়ই ওয়াজিব। যদি ঈদুল ফিতরের দিবসে কিংবা ঈদুল আযহার দিবসে রোযা রাখার মানত করে তবে সে একটি হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মের মানত করল বটে, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ হারাম নয় বরং পরোক্ষ হারাম, কারণ মূলত রোযা একটি ইবাদত। তবে ঐ দিনে রোযা রাখা শরী'য়ত হারাম করেছে। সুতরাং তার মানত শুদ্ধ হবে এবং দিবস নির্দিষ্ট করণ বাতিল হবে। অন্য একদিন ঐ রোযা আদায় করা ওয়াজিব হবে। তদ্রুপ যদি মানত করে যে, দু'রাকা'আত আদায় করবে অযূ ছাড়া তাতে তার মানত শুদ্ধ হবে।

৪. মানত সহীহ্ হওয়ার ৪র্থ শর্ত হলো, মানতকৃত কর্মটি মানত করার পুর্ব থেকে মানতকারীর জন্য ফরয বা ওয়াজিব না হওয়া। সুতরাং মানতকারী যদি স্বাভাবিক নিয়মে তার উপর ফরয হওয়া। হজ্জ আদায়ের মানত করে তবে ঐ একটি হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন হজ্জ আদায় করা তার উপর ফরয হবে না।

৫. মানত সহীহ্ হাওয়ার ৫ম শর্ত হলো, মানত দ্বারা মানতকারী নিজের জন্য যা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে তা যেন তার মালিকানা-বহির্ভূত হয়। সুতরাং যদি কেউ

www.pathagar.com

এক হাজার টাকা দান করার মানত করে অথচ ঐ সময় তার মালিকানায় আছে মাত্র একশত টাকা। তাহলে একশত টাকা দান করাই তার জন্য ওয়াজিব হবে।

৬. মানত সহীহ্ হওয়ার ৬ষ্ঠ শর্ত হলো, মানতকৃত কর্মটি বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া এবং সাধ্যাতীত না হওয়া। সুতরাং অসম্ভব ও অবাস্তব কোন কর্মের মানত করলে তা শুদ্ধ হবে না। যেমন, যদি কেউ মানত করে যে, আমি গতকাল রোযা রাখব তবে তা শুদ্ধ হবে না, মানতই বাতিল হয়ে যাবে। ঋতুমতী মহিলা যদি মানত করে যে, তার ঋতুর দিবস গুলোতে সে রোযা রাখবে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

যদি কোন মহিলা মানত করে যে আগামী দিন সে রোযা রাখবে ঐ দিন যদি তার ঋতুস্রাব শুরু হয়, তাহলে তার মানত বাতিল হবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এমতাবস্থায় অন্য কোন দিন তার এ রোযা কাযা আদায় করতে হবে।

৭. মানত সহীহ্ হওয়ার ৭ম শর্ত হলো, মানতকৃত কর্মটি অন্য কোন মালিকানাধীন না হওয়া। যদি কেউ মানত করে যে আমি ঐ বকরীটিকে আল্লাহ্‌র পথে দান করব অথচ বকরীটি অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন; তবে তার মানত শুদ্ধ হবে না। (শামী, ৩য় খণ্ড ও আল-ফিক্‌হ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ২য় খণ্ড)

মানত সম্পর্কিত অন্যান্য মাসাইল

যদি কেউ মানত করে যে, কিরাআত ছাড়া নামায পড়বে, তবে কিরাআত সহকারে দু'রাকা'আত নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে, এক রাকা'আত নামায আদায়ের মানত করলে, দু'রাক'আত আদায় করা ওয়াজিব হবে। তিন রাক'আতের মানত করলে চার রাক'আত আদায় করতে হবে। (শামী, ৩য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

নামায শেষে তাসবীহ্ পাঠ করার মানত করলে তা পূরণ করা ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ মানত করে যে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করবে তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব হবে। নিজের সন্তান যবাই করার মানত করলে একটি বক্‌রী যবাই করা ওয়াজিব হবে। নিজেকে যবাই করার কিংবা নিজের পিতা-মাতা কিংবা দাদাকে জবাই করার মানত করলে কিছুই হবে না। (শামী, ৩য় খণ্ড ও বাহ্‌রুর রাইক, ৪র্থ খণ্ড)

এমতাবস্থায় মনে মনে যদি কয়েকটি রোযার নিয়্যত করে থাকে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার নিয়্যত না থাকে তবে তিনটি রোযা আদায় করতে হবে। সাদাকার নিয়্যত করলে দশজন মিস্‌কীনকে খাওয়াতে হবে। আর যদি এ ক্ষেত্রে মুখে মানতের

www.pathagar.com

কথা বলে আর অন্তরে যে কোন বিষয়ে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নিয়্যত থাকে তবে নিয়্যত মুতাবিক মানত পূরণ করতে হবে। (শামী, ৩য় খণ্ড)

কেউ মানত করল যে দশজন মিস্‌কীনকে খাদ্য দান করবে, কয় বেলার খাদ্য দান করবে তা স্পষ্ট বলল কিংবা সে সম্পর্কে অন্তরে নিয়্যত থাকলো সে অনুযায়ী মানত পূরণ করতে হবে। (জাওহারাহ্‌, ২য় খণ্ড)

কেউ মানত করার সময় এরূপ বলল যে, আমি মুহাররাম মাসের রোযা রাখব। তাহলে তাকে পূর্ণ মুহাররাম মাসের রোযা অবিরাম রাখতে হবে। মধ্যখানে কোন কারণে রোযা নষ্ট হলে, যা নষ্ট হয়েছে পরে তা পূরণ করে দিতে হবে। পূর্ণ মাসের রোযা পুনরায় আদায় করতে হবে না। অবশ্য মুহাররাম মাসে না রেখে অন্য কোন মাসেও পূর্ণ মাস রোযা রাখতে পারবে তবে শর্ত হলো লাগাতার বা অবিরাম রাখতে হবে। (শামী, ৩য় খণ্ড)

যদি কেউ বলে আল্লাহ্‌র জন্য আমি একটি উট কিংবা গাভী যবাই করে তার গোশ্‌ত সাদাকা করে দেব। এরপর উঠ কিংবা গাভীর পরিবর্তে ৭টি বকরী যবাই করে দিলে তা জায়িয হবে। যদি কেউ মানত করে যে, অমুক মসজিদ যা ভেঙ্গে পড়েছে আমি সেটি তৈরি করে দিব অথবা অমুক সেতু তৈরি করে দেব, তবে এই মানত শুদ্ধ হবে না এবং কিছুই আদায় করতে হবে না। (শামী, ৩য় খণ্ড)

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ

জিনাইয়াত

জিনাইয়াত-এর ব্যাখ্যা

মানুষ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কখনো কখনো কোন অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকারেরও ব্যবস্থা রেখেছেন আল্লাহ্ তাআলা। এরূপ কোন ধরনের পাপে লিপ্ত হয়ে পড়াকে জিনাইয়াত বলা হয়ে থাকে। জিনাইয়াত শব্দটি আরবী। এর অর্থ অপরাধ, অন্যায়, পাপ। ফুকাহায়ে কিরামের পরিভাষায় জিনাইয়াত হলো অন্যায়ভাবে কারো শরীর বা অঙ্গের উপর আঘাত করা। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

জিনাইয়াতের প্রকারভেদ ও হুকুম

জিনাইয়াত প্রথমত দুই প্রকার। যথা,

১. এমন অপরাধ যার ফলে কিসাস ওয়াজিব হয়। যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করা।

২. এমন অপরাধ যার ফলে কিসাস ওয়াজিব হয় না। যেমন অনিচ্ছায় বা ভুলবশত কাউকে হত্যা করা। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যে অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয় তা দুই প্রকার (ক) জানের উপর হামলা করা। (খ) কোন অঙ্গের উপর হামলা করা। মুদ্দাকথা কতল বা হত্যা পাঁচ প্রকার হয়। যথা,

১. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা। পরিভাষায় একে বলা হয় কাতলে আমাদ। قتل عمد যেমন অস্ত্র বা অস্ত্র জাতীয় কোন জিনিস দ্বারা হত্যা করা। এই ধরনের হত্যা করা মহাপাপ। তার শাস্তি হলো কিসাস তথা হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি খুনিকে ক্ষমা করে দেয় বা তারা সন্ধি করে নেয় এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। এর ফলে সে মীরাস হতে বঞ্চিত হবে। আর যদি কোন কারণবশত কিসাস জারী না করা যায় তাহলে মাল দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

২. শিবহে আমাদ شبه عمد তথা অস্ত্র নয় এমন জিনিস দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা। এই ধরনের হত্যাও মহাপাপ। এর বিনিময়ে কাফ্ফারা দিতে হবে অর্থাৎ একজন মুমিন দাস বা দাসীকে আযাদ করতে হবে। আর না হয় একাধারে দুমাস রোযা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর অভিভাবকের উপর দিয়াতে মুগাল্লাযা

www.pathagar.com

ওয়াজিব হবে। এরূপ হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারী নিহতের মীরাস হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

৩. কতলে খাতা قتل خطأ তথা অসাবধানতার কারণে হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়া। যেমন কাউকে প্রাণী মনে করে হত্যা করা অথচ সেটা প্রকৃতপক্ষে মানুষ ছিল। অথবা দেখতে ভুল করে হত্যা করা। যেমন নিশানায় ভুল হওয়ার কারণে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে কেউ মারা যাওয়া । এই ধরনের হত্যার হুকুম হলো, এ ক্ষেত্রে কাফফারা আদায় করতে হবে। চাই এর দ্বারা মুসলমান নিহত হোক বা কোন যিম্মী নিহত হোক। উল্লেখ্য যে, এরূপ হত্যাকাণ্ডের কারণে কোন পাপ হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

৪. ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা قتل ما جرى مجرى الخطأ যেমন কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে থাকা অবস্থায় উল্টে পড়ে যাওয়ার কারণে কেউ মারা যাওয়া। কিংবা কোন ব্যক্তি ছাদের উপর থেকে পড়ে গিয়ে কারো উপর পতিত হওয়ায় সে মারা যাওয়া বা কারো হাত থেকে কোন ইট বা লাঠি ছুটে গিয়ে অন্য মানুষের উপর পড়ায় সে মারা যাওয়া বা কোন ব্যক্তি তার বাহনে আরোহিত থাকা অবস্থায় ঐ বাহন কোন মানুষকে মেরে ফেলা। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে তার ক্ষতিপূরণ এবং কাফ্ফারা দিতে হবে এবং সে ব্যক্তি নিহতদের মীরাস হতে মাহরূম হয়ে যাবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

৫. কতল বিস্ সবব قتل بالسبب যেমন কেউ অন্যের মালিকানাধীন ভূমিতে কূপ খনন করল। এতে পড়ে কোন লোক মারা গেল। এর কারণে কোন মানুষ মারা গেলে আকেলার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না এবং মীরাস হতেও মাহরূম হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

হত্যার অপরাধে যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়

হত্যার অপরাধে আযাদ ব্যক্তিকে আযাদ ব্যক্তির বদলে, আযাদ ব্যক্তিকে গোলামের বদলে, গোলামকে আযাদ ব্যক্তির বদলে, গোলামকে গোলামের বদলে, মুসলিমকে যিম্মীর (ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক) বদলে হত্যা করা জায়েয। তবে মুসলমানকে মুস্তামিন (ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয়কামী অমুসলিম)-এর বদলে হত্যা করা জায়েয নেই। যিম্মিকে মুসতামিনের বদলে হত্যা করা জায়েয নেই। মুস্তামিনকে অপর মুস্তামিন এর-বদলে, পুরুষকে মহিলার বদলে, বড়কে ছোট এর বদলে, সুস্থ-অসুস্থ তথা অন্ধ ও বিকলাংগ এর বদলে প্রতিশোধমূলক হত্যা করা জায়েয। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড) পিতাকে পুত্র হত্যার কারণে হত্যা করা জায়েয নেই। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

www.pathagar.com

পুরুষকে মহিলার বদলে, মহিলাকে পুরুষের বদলে, যিম্মীকে যিম্মীর বদলে হত্যা করা জায়েয। এক যিম্মী যদি অপর যিম্মীকে হত্যা করে পরে সে মুসলমান হয়ে যায় তবে তাকেও যিম্মীর পরিবর্তে হত্যা করা জায়েয। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

মুসলমান কোন মুরতাদ নর-নারীকে হত্যা করলে তাকে প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করা জায়েয নেই। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে মরণাপন্ন অবস্থায়ও হত্যা করে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। হত্যাকারী যদি কিসাসের ফয়সালা শুনার পর পাগল হয়ে যায় তারপরও তাকে হত্যা করা হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কেউ যদি কাউকে সুস্থ অবস্থায় হত্যা করার পর পাগল হয়ে যায় তারপরও তাকে হত্যা করা হবে। যার উপর কিসাস ওয়াজিব সে যদি মারা যায় তবে কিসাসের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। সন্তানকে তার পিতা, দাদী দাদা, হত্যার দায়ে হত্যা করা জায়েয। দুই ব্যক্তি মিলে যদি একজনকে হত্যা করে, একজন লাঠি দ্বারা অপরজন লোহা দ্বারা। তবে তাদের কারও উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। বরং এজন্য উভয়কে দিয়াত পরিশোধ করতে হবে অর্ধেক অর্ধেক করে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আহত কিংবা নিহতের ক্ষেত্রে কিসাস দাবির অধিকার

যারা শরীয়তের বিধানানুযায়ী মীরাস পাওয়ার যোগ্য তারাই কিসাস দাবির অধিকার রাখে। এতে স্বামী স্ত্রী সকলেই শামিল। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

ওয়ারিসরা যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে সকলে একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত কিসাস দাবি করতে পারবে না এবং ওয়ারিসগণের সকলে বা তাদের কয়েকজন মিলে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে কিসাসের জন্য উকীল নিযুক্ত করতে পারবে না। মূলত কিসাস দাবির মূল অধিকার হলো নিহত ব্যক্তির অবর্তমানে তার ওয়ারিসগণের। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

কিসাস দাবির ক্ষেত্রে যদি বালিগ ও নাবালিগ শরীক থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বালিগ ব্যক্তি কিসাসের দাবি করবে। সাহেবাইন (র)-এর মতে যদি বালিগ নাবালিগের পিতা হয় তাহলে কিসাসের দাবি করতে পারবে। এমনিভাবে যদি বালিগের সাথে কোন পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি শরীক থাকে তাহলেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বালিগের সাথে বাদশাহরও কিসাসের অধিকার রয়েছে। আর যদি সব ওয়ারিস নাবালিগ হয় তাহলে কারো কারো মতে কিসাস আদায়ের অধিকার বাদশার। আর কারো কারো মতে ওয়ারিসগণের সকলের বা তাদের কোন এক জনের বালিগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি এমন ব্যক্তি নিহত হয় যার কোন ওলী নেই তখন বাদশাহ বা বিচারক তার পক্ষ হতে কিসাসের দাবি উত্থাপন করে তার প্রতিবিধান করতে পারবেন। যদি কোন

www.pathagar.com

গোলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয় তবে তার কিসাসের দাবি উত্থাপনের অধিকার তার মালিকের রয়েছে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিসাস সম্পর্কীয় বিধান

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিসাসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো কিসাসের সমতা বিধান করা। তাই ডান হাত বাম হাতের পরিবর্তে এবং বাম হাত ডান হাতের পরিবর্তে, ভালো হাত অকেজো হাতের পরিবর্তে, মহিলার হাত পুরুষের হাতের পরিবর্তে, পুরুষের হাত মহিলার হাতের পরিবর্তে, আযাদ ব্যক্তির হাত গোলামের হাতের পরিবর্তে, গোলামের হাত আযাদ ব্যক্তির হাতের পরিবর্তে এবং গোলামের হাত অপর গোলামের হাতের পরিবর্তে কাটা জায়েয নেই। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিসাসের ক্ষেত্রে মুসলমান এবং যিম্মীর মাঝে কিসাস ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে দুই স্বাধীন মহিলার মাঝে মুসলমান মহিলা ও কিতাবী মহিলার মাঝে এমনকি দুই কিতাবী মহিলার মাঝেও কিসাস ওয়াজিব হয়। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কারো চুল কাটার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় না। মাথার চামড়া বা শরীরের চামড়ার কিয়দাংশ কাটার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে যদি উভয় গণ্ডদেশ, পেট এবং পিঠের কিছু গোশত কেটে দেওয়া হয় তবু কিসাস ওয়াজিব হবে না। দাঁত ব্যতীত কোন হাড়ের কিসাস নেই। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

যেসব অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে অস্ত্র বা হাতের আঘাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কেউ যদি কারো কান ইচ্ছা করে কেটে দেয় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে। যদি সামান্য কাটা হয় তাতেও কিসাস ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কেউ যদি কারো কানের সামান্য লতি কেটে দেয় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে কর্তনকারীর মাল হতে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি কানের পুরো লতিই কেটে ফেলে তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে।

কেউ যদি কারো সামান্য নাকের বাঁশী কেটে ফেলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। যদি কর্তনকারীর নাক ছোট হয় তাহলে যার নাক কাটা গেছে তার অধিকার আছে হয় তার নাক কেটে দিবে; না হয় নিজের নাকের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে।

কেউ যদি কারো উপরের বা নিচের ঠোঁট কেটে দেয় এবং কর্তনকারী থেকে এর কিসাস নেয়া সম্ভব হয় তাহলে তার উপরের ঠোঁটের পরিবর্তে উপরের ঠোঁট আর নিচের ঠোঁটের পরিবর্তে নিচের ঠোঁট কেটে দেওয়া হবে। কুদূরী গ্রন্থে আছে, যদি পুরো ঠোঁট কেটে দেয় তাহলে কিসাস নেয়া ওয়াজিব। আর যদি সামান্য কাটা হয় তবে কিসাস ওয়াজিব নয়। জিহবা কেটে দেয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হলেও

www.pathagar.com

কিসাস ওয়াজিব হবে না। চাই পুরো জিহ্বা কাটা হোক অথবা আংশিক কাটা হোক। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কেউ যদি কারো হাত জোড়ার উপর থেকে কেটে দেয় তবে তারও হাত কেটে দেওয়া হবে যদিও তার হাত আকারে কিছু বড় হয়। আর এ হুকুম তখন বাস্তবায়িত হবে যখন তার হাত ভালো হয়ে যায়। হাত ভালো হওয়ার পূর্বে কিসাস জায়েয নেই। এমনিভাবে যদি কারো আঙ্গুল জোড়া থেকে কেটে দেয়া হয় তার পরিবর্তে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি জোড়া থেকে না কাটা হয় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। (আমলগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এমনিভাবে যদি কারো পা জোড়া থেকে কেটে দেওয়া হয় তাহলে তার পরিবর্তে কিসাস ওয়াজিব হবে আর জোড়া থেকে না কাটলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এমনিভাবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো পায়ের আঙ্গুল জোড়া থেকে কেটে দেয়া হয় তবে কিসাস ওয়াজিব হবে। নতুবা নয়। পায়ের পরিবর্তে হাত কিংবা হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলের পরিবর্তে কাটা জায়েয নেই। এক হাতের পরিবর্তে দুই হাত কাটা জায়েয নেই। ডান হাতের তর্জনি ডান হাতের তর্জনি ছাড়া অন্য আঙ্গুলের পরিবর্তে কাটা যাবে না। তদ্রূপ বাম হাতের তর্জনি বাম হাতের তর্জনি বিনে কাটা যাবে না। এমনিভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলী তর্জনির পরিবর্তে বা তর্জনি বৃদ্ধাঙ্গুলির পরিবর্তে কাটা যাবে না। মুদ্দাকথা, কর্তিত অঙ্গের অনুরূপ অঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ কাটা যাবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কেউ যদি কারো হাতের অতিরিক্ত আঙ্গুল কেটে দেয় এবং কর্তনকারীর হাতেও এমন অতিরিক্ত আঙ্গুল থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ এ অপরাধে তার অতিরিক্ত আঙ্গুল কাটা যাবে না। কেউ যদি কারো হাতের অর্ধাংশ অথবা পায়ের অর্ধাংশ কেটে দেয় তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেউ ইচ্ছাকৃত কারো হাত কেটে দেওয়ার পর তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়েছিল, কিন্তু উক্ত কর্তনকারীর এই হাত অন্য ব্যক্তি যুলুম করে কেটে দিয়েছে অথবা অসুস্থতার কারণে তার হাত কাটা হয়েছে, এমতাবস্থায় কিসাসের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। আর যদি অন্য কোন অপরাধের কারণে কেটে দেয়া হয় তাহলেও পূর্বের মাযলূমকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ডান হাত কেটে দিয়েছে অথচ কর্তনকারীর ডান হাত নেই তবে তার মাল হতে তার দিয়ত আদায় করতে হবে। কেউ যদি কারো দুইটি আঙ্গুল কেটে দেয় অথচ কর্তনকারীর আঙ্গুল আছে মাত্র একটি তবে মাযলুমের

www.pathagar.com

অধিকার আছে প্রতিশোধমূলক তার এক আঙ্গুল কেটে দিবে আর দ্বিতীয় আঙ্গুলের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে।

কেউ যদি কারো পুরুষাঙ্গের মাথা ইচ্ছাকৃতভাবে কেটে দেয় তবে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি কিয়দাংশ কেটে দেয় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না। আর যদি পুরো পুরুষাঙ্গ কেটে দেয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কিসাস ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

হত্যার ব্যাপারে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

দুই ব্যক্তি যদি এক ব্যক্তির ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত হত্যার সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাকে কারাগারে বন্দি করা হবে। পরে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর যদি একজন আদিল (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি) সাক্ষ্য দেয় তাতেও তাকে বন্দি করা হবে। তারপর বাদী যদি দ্বিতীয় সাক্ষী পেশ না করতে পারে তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। সব ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এক ব্যক্তি নিহত হলো, তার দুই ছেলে। একজন হাযির অপরজন অনুপস্থিত। উপস্থিত জন নিহত হওয়ার সাক্ষী পেশ করলে তা কবুল করা হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করে রাখা হবে। তবে কিসাস জারী করা হবে না। অতপর অনুপস্থিত জন যখন হাযির হবে তখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাকে দ্বিতীয় বার সাক্ষ্য পেশ করার জন্য হুকুম দেওয়া হবে। আর সাহেবাইনের মতে তার সাক্ষী পেশ করার দরকার নেই। যদি কতলে খাতা হয়ে থাকে বা উভয় ছেলের পিতা কারো কাছে দেনাদার থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে অনুপস্থিত ছেলের পুনরায় সাক্ষ্য পেশ করতে হবে না। ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখা হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অনুপস্থিত জন হাযির না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কিসাস জারী করা হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

সকল ওয়ারিস মিলে দাবি করল যে, তাদের পিতাকে দুই ব্যক্তি হত্যা করেছে। সেই দুই ব্যক্তির একজন উপস্থিত অপরজন অনুপস্থিত এবং তারা ইচ্ছাকৃত হত্যার উপর সাক্ষী পেশ করেছে। তখন বিচারক সাক্ষীদের কথা শুনে উপস্থিত ব্যক্তির উপর কিসাস জারী করবেন এবং অনুপস্থিত জন উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তাকে হত্যা করা যাবে। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কবুল করা হবে না। পরে সে উপস্থিত হয়ে যদি হত্যা করার কথা অস্বীকার করে তখন ওয়ারিসগণের পুনরায় সাক্ষী পেশ করতে হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, সে এক ব্যক্তিকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করেছে। আর আঘাত পেয়ে সে বিছানাতেই মৃত্যুবরণ করেছে তখন তার উপর

www.pathagar.com

কিসাসের হুকুম জারী হবে। বিচারক সাক্ষীদেরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সে ঐ আঘাতেই মারা গেছে না অন্য কোন আঘাতে। তবে যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, সে ঐ আঘাতেই মারা গেছে তবে তারা যদি বিশ্বস্ত হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর যদি তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করেছে এবং এতেই সে মারা গেছে-এর অতিরিক্ত আর কিছু না বলে তবে উপরোক্ত হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে। বিচারক যদি জিজ্ঞাসা করে যে, সে কি ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে তাহলে তা উত্তম।

এমনিভাবে যদি তারা বলে যে, বর্শা ইত্যাদি দ্বারা হত্যা করেছে তাতেও ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি উভয় সাক্ষী বলে যে, সে ভুলবশত তলোয়ার দ্বারা তাকে হত্যা করেছে তবে তাদের সাক্ষী কবুল করা হবে এবং হত্যাকারীর উপর দিয়াতের হুকুম দেওয়া হবে। যদি উভয় বলে যে, আমরা জানি না সে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে নাকি ভুলবশত হত্যা করেছে তাতেও তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। আর হত্যাকারীর মাল থেকে দিয়াত প্রদানের হুকুম দেওয়া হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক সাক্ষী যদি ভুলবশত হত্যার সাক্ষ্য দেয় আর দ্বিতীয় সাক্ষী এভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, হত্যাকারী তা স্বীকার করে নিয়েছে তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি তারা হত্যার সাক্ষ্য প্রদান করে কিন্তু কোন স্থানে কখন হত্যা হয়েছে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেয় বরং মতানৈক্য করে এতে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না।

এমনিভাবে নিহত ব্যক্তির শরীরে ক্ষত এর ব্যাপারে যদি সাক্ষীগণ দ্বিমত পোষণ করে তবে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না।

যদি একজন তলোয়ার দ্বারা হত্যা করার সাক্ষ্য দেয় আর অপরজন ছুরি দ্বারা হত্যা করার সাক্ষ্য দেয় বা একজন পাথর দ্বারা হত্যার আর অপরজন লাঠি দ্বারা হত্যার সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। যদি এক সাক্ষী বলে যে, বিবাদী স্বীকার করছে যে, সে ইচ্ছাকৃত তাকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছে অপর সাক্ষী বলে যে, বিবাদী স্বীকার করছে যে, আমি ইচ্ছাকৃত তাকে ছুরি দ্বারা হত্যা করেছি। আর বাদী বলে যে, বিবাদী এমনটিই বলেছে যেমনটি সাক্ষীগণ বলেছে। মূলত বিবাদী বর্শা দ্বারা হত্যা করেছিল তবে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে এবং হত্যাকারী থেকে কিসাস নেওয়া হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

দুই সাক্ষীর মাঝে একজন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তলোয়ার অথবা লাঠি দ্বারা হত্যা করেছে। আর দ্বিতীয়জন সাক্ষ্য দেয় যে, সে হত্যা করেছে তবে কিভাবে তা আমার জানা নেই। এই ধরনের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। হ্যাঁ, যদি উভয়ে হত্যার

www.pathagar.com

কথা স্বীকার করে এবং বলে যে, আমরা জানি না যে কিভাবে হত্যা করেছে তাতে সাক্ষ্য কবুল হবে।

দুইজন সাক্ষী যদি দুই ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা দুইজন হত্যা করেছে। একজন তলোয়ার দ্বারা আর অপরজন লাঠি দ্বারা। কিন্তু তারা একথা পরিষ্কার ভাবে বলেনি যে, কে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করেছে আর কে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছে। তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, উভয়জন হাতের আঙ্গুল কেটে দিয়েছে। কিন্তু এ সাক্ষ্য দেয়নি যে, কোন্‌জন কোন হাতের কোন আঙ্গুল কেটেছে। তাতেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে বিচারক তাদের উপর দিয়াতের ফায়সালা দিবেন। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

দুইজন সাক্ষী কারো ভুলবশত হত্যার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এ অবস্থায় যদি নিহত ব্যক্তিকে জীবিত পাওয়া যায় তাহলে কথিত হত্যাকারীকে লোকদের অধিকার থাকবে তারা কথিত নিহতের ওলী থেকে তাদের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে বা সাক্ষ্যদের থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। পরে সাক্ষীদ্বয় কথিত নিহতের ওলী হতে তাদের পাওনা নিয়ে নিবে। আর যদি তারা ইচ্ছাকৃত হত্যা করার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সে ব্যক্তিকে জীবিত পাওয়া যায় তবে হত্যাকারীদের ওয়ারিসগণের অধিকার থাকবে যে, তারা ওলী বা সাক্ষীদের থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিবে। যদি সাক্ষীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে সাক্ষীরা ঐ ব্যক্তির ওলী থেকে তাদের পাওনা উসুল করে নিতে পারবে না কিন্তু সাহেবাইনের মতে তাদের দেয়া টাকা ঐ ব্যক্তির ওলী থেকে আদায় করে নিতে পারবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। তার দুই ছেলে। এক ছেলে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এ ব্যক্তি আমার পিতাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। অপর ছেলে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, দুই ব্যক্তি মিলে আমার পিতাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। এতে কিসাসের হুকুম দেওয়া যাবে না। প্রথম ছেলে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তার থেকে দিয়াতের অর্ধেক অর্থ আদায়ের হুকুম দেওয়া হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

হত্যার অপরাধের স্বীকারোক্তি

কিছু সাক্ষী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, অপর দিকে অন্যান্য সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অন্য ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। আর ওলী দাবি করে বলছে যে, তোমরা সকলেই তাকে হত্যা করেছ। এতে সকলের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

এক ব্যক্তি এসে অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার ওলীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছি। সে তার কথা বিশ্বাস করে তাকে হত্যা করে দিল। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি

www.pathagar.com

এসে বলল, আমি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছিলাম। এখন ওলী তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। আর যদি এমন হয় যে, প্রথম ব্যক্তির স্বীকার করার সময় ওলী বলেছিল, তুমিই তাকে হত্যা করেছ। তারপর তাকে প্রতিশোধমূলক হত্যা করে দিল, অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে বলল আমি তাকে হত্যা করেছিলাম। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তার উপরও দিয়াত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তারা আমার মূরিসকে (উত্তরসুরী) ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। অতঃপর একজন ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা স্বীকার করেছে। আর দ্বিতীয় জনের বিরুদ্ধে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, সে একাকী ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। এতে কারো সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ওলীর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার থাকবে।

আর যদি ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির উপর অর্ধ দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

দুই বিবাদীর মধ্য হতে একজন স্বীকার করছে যে, আমি একাকী তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছি। অপরজন হত্যা করার ব্যাপারে অস্বীকার করেছে। বাদীর নিকট কোন সাক্ষী নেই। এ অবস্থায় আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে বাদীর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার থাকবে।

কেউ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবি করছে। তন্মধ্যে একজন ইচ্ছাকৃত হত্যা করার কথা স্বীকার করছে আর অপরজন ভুলবশত হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে। এ অবস্থায় উভয়ের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

হত্যার অভিযোগ মেনে নিলে বা প্রত্যাখ্যান করলে

এক ব্যক্তি দুইজনের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তারা আমার ওলীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। আমি উভয় জন থেকে তার কিসাস দাবি করছি। তাদের মধ্য হতে একজন বলল, তোমার দাবি যথাযথ। অপরজন বলল, আমি তাকে ভুলবশত লাঠি দ্বারা আঘাত করেছি, লাঠি দ্বারা তাকে মেরেছি। এ অবস্থায় নিহত ব্যক্তির ওলীর জন্য তাদের উভয়ের মাল হতে তিন বছরে দিয়াত আদায়ের হুকুম দেয়া হবে। ওলী যদি কতলে খাতার দাবি করে আর বিবাদীগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা স্বীকার করে তবে নিহতের ওলী কিছুই পাবে না। আর যদি ওলী ভুলবশত হত্যার দাবি করে বিবাদীরাও তার দাবির সত্যতা স্বীকার করে তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে। যদি ওলী উভয়ের উপর ভুলবশত হত্যার দাবি করে এবং এক বিবাদী ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা স্বীকার করে

www.pathagar.com

অপরজন ভুলবশত হত্যার কথা বলে তাহলে উভয়ের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক ব্যক্তি দুইজনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবি করল, অতঃপর একজন বলল, আমি তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছি। দ্বিতীয়জন তা একেবারেই অস্বীকার করল। এ অবস্থায় আত্মস্বীকৃত ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। উপরোক্ত অবস্থায় বাদী যদি ভুলবশত হত্যার দাবি করে তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছে স্বীকারোক্তি করল যে, আমি আর অমুক ব্যক্তি তোমার ওলীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছি। অমুক ব্যক্তি বলল আমরা তাকে ভুল করে হত্যা করেছি। ওলী স্বেচ্ছায় আত্মস্বীকৃত ব্যক্তিকে বলল, তুমি একাই তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছ। এ অবস্থায় আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু ওলী যদি ভুলবশত হত্যার দাবি করে তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অঙ্গহানি করে পরে হত্যা করা হলে যদি কোন লোক বলে যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাত কেটেছি আর অমুক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তার পা কেটেছে। ফলে সে মারা গিয়েছে। কিন্তু ওলী অন্যজনের শরীকানা অস্বীকার করে বলল, তুমিই ইচ্ছাকৃত তার হাত পা কেটেছ। এ অবস্থায় ওলীর আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার থাকবে। আর ওলী যদি বলে যে, না বরং তুমিই ইচ্ছাকৃত তার হাত কেটেছ? তবে আমি জানি না যে, তার পা কে কেটেছে। এ অবস্থায় আত্মস্বীকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি ওলীর সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং সে বলে, আমার স্মরণ এসেছে যে, অমুক ব্যক্তি তার পা কেটেছে তবে এ অবস্থায় আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ওলীর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার থাকবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক ব্যক্তিকে অঙ্গহানি করে হত্যা করা হয়েছে, তার উভয় হাত কেটে দেয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের দাবি যে, অমুক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত তার ডান হাত কেটেছে, অমুক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত তার বাম হাত কেটেছে। এ আঘাতদ্বয়ের কারণে সে মারা গিয়েছে। যার বিরুদ্ধে বাম হাত কাটার অভিযোগ আনা হয়েছে সে দাবি করছে যে, আমি তার বাম হাত ইচ্ছাকৃত কেটেছি। এই আঘাতের কারণেই সে মারা গিয়েছে। অপর দিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করছে। এ অবস্থায় বাদী আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। যদি ওলী বলে যে, অমুক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত তার বাম হাত কেটেছে। আমি জানি না তার ডান হাত কে কেটেছে তবে এতটুকু জানি যে, এই ডান হাতও ইচ্ছাকৃত কাটা হয়েছে। আর নিহত ব্যক্তি উভয় আঘাতের কারণেই মারা গিয়েছে। যে বিবাদীর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে বাম হাত কাটার অভিযোগ সে বলছে, আমি ইচ্ছাকৃত তার বাম হাত কেটেছি। বিশেষ করে এই আঘাতেই সে মারা গিয়েছে। এতে আত্মস্বীকৃত ব্যক্তির উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি ওলী বলে যে, অমুক ব্যক্তি তার বাম হাত ইচ্ছাকৃত আর অমুক ব্যক্তি তার ডানহাত ইচ্ছাকৃত কেটেছে। যার বিরুদ্ধে বাম হাত কাটার অভিযোগ আনা হয়েছে সে বলছে, আমি ইচ্ছাকৃত তার বামহাত কেটেছি। এতটুকু জানি যে, ডানহাতও ইচ্ছাকৃত কাটা হয়েছে। আর এর ফলেই সে মৃত্যুবরণ করেছে। এ অবস্থায় আত্মস্বীকৃত ব্যক্তিকে প্রতিশোধমূলক হত্যা করা যাবে না। সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তার উপর অর্ধ দিয়াত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

হত্যাকারীর সাথে সন্ধি করা বা হত্যার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া

হত্যাকারী আর নিহতের অভিভাবকদের মধ্যে যদি মালের বিনিময়ে পারস্পরিক সন্ধি হয় তবে কিসাসের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। কম হোক অথবা বেশি হোক। বিনিময়ে কেবল মাল ওয়াজিব হবে। কখন মাল দিবে সে ব্যাপারে কোন আলোচনা না করলে তাৎক্ষণিকভাবে মাল আদায় করা ওয়াজিব হবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

হত্যা যদি ভুলবশত হয়ে থাকে আর হত্যাকারী বলে, আমি তোমার সাথে এক হাজার ডলার বা দশ হাজার টাকার উপর সন্ধি করলাম এবং তাতে ঐ অর্থ আদায় করার নির্ধারিত কোন সময় উল্লেখ না থাকে আর এই সন্ধি যদি বিচারকের আদেশে বা তাদের পারস্পরিক কোন ধরনের রক্তপণ-বিনিময়ে রাযী হওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে তবে ঐ মাল দেরীতে আদায় করলে ও তা জায়েয হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

নিহতের ওয়ারিসদের মধ্য হতে যদি পুরুষ বা মহিলা মা, দাদী অথবা নানী বা তারা ছাড়া অন্য কেউ কিসাস মাফ করে দেয় বা নিহত ব্যক্তি মহিলা ছিল, তার স্বামী কিসাস মাফ করে দিল, তবে কিসাস মাফ হয়ে যাবে। শরীকদের মধ্য হতে কোন ওয়ারিস যদি তার অংশের ক্ষেত্রে মালের বিনিময়ে সন্ধি করে বা ক্ষমা করে দেয় তাহলে কিসাসের উপর অন্যান্যদের অধিকার রহিত হয়ে যাবে। তবে তারা দিয়াতের অংশ পাবে কিন্তু ক্ষমাকারী ব্যক্তি কিছুই পাবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কিসাসের হক যদি দুইজনের মধ্যে সমানভাবে থাকে, এমতাবস্থায় একজন যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে দ্বিতীয় জন তিন বছরের মধ্যে হত্যাকারীর নিকট থেকে দিয়াতের অবশিষ্ট অর্ধাংশ উসূল করে নিতে পারবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

দুই ওয়ারিসের কোন একজন হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে। আর অপরজনও জানে যে, এখন তাকে আর হত্যা করা যাবে না। এ অবস্থায় সে যদি উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে দেয় তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। আর সে হত্যাকারীর মাল হইতে অর্ধ দিয়াত প্রাপ্ত হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে। নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের ওলী মাত্র একজন। উক্ত ওলী একজনের কিসাস ক্ষমা করেছে মাত্র। এ অবস্থায় দ্বিতীয় জনের পরিবর্তে হত্যাকারীকে প্রতিশোধমূলক হত্যা করার হুকুম দেওয়া যাবে না। তবে মুহীতে সরাখসীতে বর্ণিত আছে যে, দুই হত্যাকারীর মধ্য হতে একজনকে যদি ওলী ক্ষমা করে দেয় তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করা জায়েয। এক ব্যক্তি দুইজনকে হত্যা করেছে, নিহত ব্যক্তির প্রত্যেকের একজন করে ওলী রয়েছে, এ অবস্থায় একজন যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে অপরজনের তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। আর যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নিহত হওয়ার পূর্বেই ওলী হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে কিয়াসের বিধান মতে তাকে প্রতিশোধমূলক ভাবে হত্যা করা যাবে।

যদি ওলী হত্যাকারীর হাত কেটে দেয় অতপর ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ওলীকে হাত কাটার দিয়াতের যামিন হতে হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়েছে। ওলীকে তার বিনিময়ে কিসাস নেওয়ার হুকুম করা হয়েছে। তারপর ওলী এক ব্যক্তিকে বলল যে, কাতিলকে হত্যা কর। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি ওলীকে বলল, তাকে ক্ষমা করে দিন। সে ক্ষমা করে দিল। এদিকে আদিষ্ট ব্যক্তি কাতিলকে হত্যা করে দিয়েছে। তার জানা নেই যে, ওলী তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। এখন আদিষ্ট ব্যক্তিকে তার দিয়াত দিতে হবে। পরে সে আদেশদাতা থেকে তার পাওনা আদায় করে নিবে।

নিহত নাবালিগের পক্ষ থেকে যদি ওলী বা অসী কাতিলকে ক্ষমা করে দেয় তবে তা জায়েয হবে না। এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার ভাই এসে সাক্ষ্য দিল যে, আমি তার ওয়ারিস। আমি ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস নেই। অপরদিকে হত্যাকারী প্রমাণ পেশ করল এ মর্মে যে, নিহত ব্যক্তির এক ছেলে আছে সে তার ওয়ারিস। সে আমার সাথে দিয়াতের বিনিময়ে সন্ধি করে তা উসূল করে নিয়ে গেছে। অথবা সে বলল যে, সে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তবে হত্যাকারীর সাক্ষ্য কবুল করা হবে।

তারপর ছেলে এসে যদি তার সন্ধি বা ক্ষমার কথা অস্বীকার করে তখন হত্যাকারীকে বলা হবে যে, ছেলের সামনাসামনি দ্বিতীয়বার প্রমাণ পেশ কর। ছেলেকে কোন ধরনের সাক্ষ্য পেশ করতে হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

নিহত ব্যক্তির ওলী দুই ভাই। একজন হাযির অপরজন অনুপস্থিত। হত্যাকারী প্রমাণ দিয়ে বলছে, যে ভাই অনুপস্থিত সে আমার সাথে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে

www.pathagar.com

সন্ধি করেছে। তাহলে তার এ সাক্ষ্য জায়েয এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে। তারপর অনুপস্থিত ভাই উপস্থিত হয়ে সন্ধির কথা অস্বীকার করলে হত্যাকারীকে দ্বিতীয়বার প্রমাণ পেশ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এ অবস্থায় উপস্থিত ভাই দিয়াতের অর্ধেক পাবে আর অনুপস্থিত ভাই কিছুই পাবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

নিহত ব্যক্তির দুইজন ওলীর একজন অনুপস্থিত। হত্যাকারী দাবি করেছে যে, সে (অনুপস্থিত জন) আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে এবং এ দাবির উপর সে সাক্ষ্যও পেশ করেছে। এ অবস্থায় তাকে ক্ষমার হুকুম দেওয়া হবে। অতপর অনুপস্থিত ব্যক্তি আসলে তার সামনে দ্বিতীয়বার প্রমাণ তলব করার প্রয়োজন নেই। আর যদি কাতিল ক্ষমার দাবি করে কিন্তু তার কাছে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে বরং সে চেয়েছিল উপস্থিত ব্যক্তির নিকট থেকে শপথ নিতে। অনুপস্থিত ব্যক্তি আসা পর্যন্ত তাকে এ সুযোগ দেওয়া হবে।

সে আসলে তার থেকে কসম নেয়া হবে। অতপর সে এসে যদি ক্ষমা না করার উপর কসম করে তখন হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

আর যদি হত্যাকারী বলে, ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তি যে আমাকে ক্ষমা করেছে এ ব্যাপারে আমার প্রমাণ আছে তবে সে শহরে আছে। এ অবস্থায় বিচারক তাকে তিন দিনের সুযোগ দিবেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। বিচারকের অধিকার আছে যে, তিনি ক্ষমার দাবির ক্ষেত্রে যতটুকু তার মন চায় ততটুকু সময় দিবেন। তিন দিন জরুরী নয়। তিন দিন পর এসে কাতিল বলল, আমার সাক্ষী অনুপস্থিত অথবা শুরু থেকেই সে বলছে যে, আমার সাক্ষী অনুপস্থিত তবে কিয়াসের দাবি হলো তাকে প্রতিশোধমূলক হত্যা করা হবে। অবকাশ দেয়া হবে না। কিন্তু ইসতিহসান এর দাবি হলো তার থেকে কিসাস নেয়া যাবে না।

একদল লোক একটি পাগলা কুকুরকে তীর মারা আরম্ভ করল। একটি তীর লক্ষ ভ্রষ্ট হয়ে একটি মেয়ের গায়ে লাগল এমনি ঐ মেয়ে মারা গেল। অতপর কোন এক গোত্রের লোকেরা সাক্ষ্য দিল যে, এই তীর অমুক ব্যক্তি মেরেছে। তারপর তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি মেয়ের পিতার সাথে একটি বাগানের বিনিময়ে সন্ধি করল। পিতা তার কাছে বাগান চাইল এখন যদি এ কথা জানা যায় যে, সন্ধিকারী ব্যক্তিই আঘাতকারী এবং তার আঘাতেই মেয়েটি মারা গেছে তাহলে সন্ধি জায়েয হবে। আর যদি ঐ মুকাদ্দমায় তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু সনাক্ত করা যায় তবে সন্ধি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি একথা জানা যায় যে, তীর নিক্ষেপকারী তীর মেরেছে, সাথে সাথে মেয়ের পিতা লাফিয়ে এসে তাকে তাপ্পড় মেরে ধাক্কা দিয়ে

www.pathagar.com

সরিয়ে নিয়ে গেছে এতেই সে পড়ে মারা গেছে। এখন এ ব্যাপারে জানা নেই যে, মেয়েটি তীরের আঘাতে মারা গেল না পিতার থাপ্পড়ে মারা গেল। এ অবস্থায় যদি পিতা অন্যান্য ওয়ারিসদের সাথে মিলে শলা পরামর্শের মাধ্যমে সন্ধি করে থাকে তাহলে সন্ধি জায়েয হবে। ওয়ারিসরা সন্ধির মাল পাবে, কিন্তু পিতা কিছুই পাবে না। আর যদি তাদের পরামর্শক্রমে সন্ধি না হয়ে থাকে তাহলে সন্ধি বাতিল হয়ে যাবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

জিনাইয়াত সম্পর্কিত বিবিধ মাসাইল

এক আরোহী যাচ্ছে, পিছনে থেকে আরেক আরোহী এসে তাকে ধাক্কা দিল, এতে সে মারা গেল। এখন যে আরোহী আগে ছিল তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যে আরোহী পিছন থেকে এসে ধাক্কা দিল তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। একই হুকুম দুই ষ্টীমার বা নৌকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

এক আরোহী দাঁড়িয়ে আছে, আরেক আরোহী চলছে, উভয়ে ধাক্কা খেল এমনিভাবে এক ব্যক্তি হাটছে আরেক ব্যক্তি দাঁড়িছে আছে উভয়ে ধাক্কা খেল। এখন যারা দাঁড়ানো ছিল তাদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যারা চলছে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ

দিয়াত

দিয়াত-এর অর্থ

আভিধানিকভাবে دِيَةٌ (দিয়াতুন) শব্দটি ودى القاتل المقتول (ওয়াদাল কাতিলুল মাকতূলা) বাক্য থেকে গৃহীত। এর মূল অর্থ হলো হত্যাকারী কর্তৃক হত্যাকৃত ব্যক্তির ওলী (অভিভাবক)-কে রক্তপণ প্রদান করা।

পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে দুররে মুখতার কিতাবে লিখা হয়েছে;

اَلْمَالُ الَّذِىْ هُوَبَدَلُ النَّفْسِ

প্রাণের বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদকে দিয়াত বলা হয়।

এ অনুসারে দিয়াতের অর্থ ও মর্মকথা হলো, কেউ কাউকে হত্যা করলে যেসব ক্ষেত্রে হত্যার বদলে হত্যা অবধারিত হয় না সে সব ক্ষেত্রে হত্যাকারী কর্তৃক হত্যাকৃত ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণই হলো দিয়াত বা রক্তপণ। (শামী)

পবিত্র কুরআন কারীমে দিয়াত শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে;

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوا

এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবার পরিজনকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৯২)

রাসূল (সা)-এর একাধিক হাদীসেও শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

যে সব অবস্থায় দিয়াত ওয়াজিব হয়

ক. কাতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা)।

খ. কাতলু মা উজরিয়া মাজরাল খাতা বা ভুলবশত হত্যার স্থলাভিষিক্ত হত্যা।

গ. কাতলে শিবহে আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা।

ঘ. আল কাতালু বিস সাবাব বা কোন মাধ্যমে হত্যা।

ঙ. অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা ও পাগল কর্তৃক হত্যা।

www.pathagar.com

এসব ক্ষেত্রে দিয়াত বা হত্যার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড) নিম্নে প্রত্যেকটির পারিভাষিক ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

১. কাতলে খাতা বা ভুলবশত হত্যার ব্যাখ্যা

কাতলে খাতা বা ভুলবশত হত্যা দু'প্রকার। যথা এক, খাতা ফিল কাসদ অর্থাৎ ইচ্ছার ক্ষেত্রে ভুল করা। দুই. খাতা ফিল ফেল অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে ভুল করা। কাতলে খাতা ফিল কাস্‌দ হলো হত্যাকারীর ভুল ধারণার কারণে যে হত্যা সংঘটিত হয় তাকে বলে। যেমন কেউ একটি দেহাকৃতি দেখে ভাবল এটি কোন শিকার হবে, তাই তার প্রতি সে তীর নিক্ষেপ করল বা গুলি করল। ফলে তা মারা গেল। পরে দেখা গেল, বাস্তবে সেটা ছিল একজন মানুষ। তদ্রুপ কোন মানুষকে দেখে মনে করেছে যে, সে হত্যার যোগ্য। তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এ ধরনের কোন মানুষকে দূর থেকে বা অন্য কোন অস্পষ্টতার কারণে শিকারযোগ্য প্রাণী মনে করে হত্যা করলে শরী'য়তের পরিভাষায় একে কাতলে খাতা ফিল আমাদ বলে। যার অর্থ দাঁড়ায় হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃত হয়েছে। তবে মানুষ ভেবে হত্যা করা হয়নি, অথবা মানুষ ভেবেই হত্যা করা হয়েছে কিন্তু তাকে হত্যাযোগ্য মানুষ মনে করা হয়েছে। বস্তুত এ ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল, যে ভুলটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর ধরা পড়েছে।

কাতলে খাতা ফিল ফেল অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে ভুলের কারণে হত্যা হলো যেমন কেউ কোন শিকারের দিকে তীর নিক্ষেপ করল বা গুলি করল কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তীরটি শিকারের গায়ে বিদ্ধ না হয়ে কোন মানুষের গায়ে বিদ্ধ হয়ে সে মারা গেল। এ ধরনের তীর বা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণে কেউ হত্যা হলে এই হত্যাকে শরী'য়তের পরিভাষায় কাতলে খাতা ফিল ফেল বা কার্যত ভুলজনিত হত্যা বলে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

২. কাতলে খাতার অনুরূপ হত্যা

কাতলে খাতার অনুরূপ হত্যা হলো যেমন কোন মানুষ খাটে বা কিছুর উপরে শুয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় সে উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়ায় তার ঘুমন্ত দেহের নিচে চাপা পড়ে কেউ মারা গেল বা ঘরের ছাদ থেকে কেউ পড়ে যাওয়ায় তার নিচে পড়ে কেউ মারা গেল বা কারো হাত থেকে ইট, পাথর বা এ জাতীয় কিছু অনিচ্ছায় পড়ে গিয়ে কারো উপর পতিত হওয়ায় লোকটি মারা গেল। এসবই শরী'য়তের পরিভাষায় কাতলু মা উজরিয়া মাজরাল খাতা তথা ভুলবশত হত্যার স্থলাভিষিক্ত বা সমতুল্য ও অনুরূপ বলে কথিত। এর বেলায় ভুলবশত হত্যার বিধান কার্যকর হয় বলে একে ভুলবশত হত্যার অনুরূপ হত্যা বলে।

www.pathagar.com

যদি কেউ কোন সাওয়ারীতে আরোহন করে এবং সাওয়ারীর পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে কেউ মারা যায়, অনুরূপ যদি কেউ গাড়ী চালাতে থাকে এবং তার গাড়ীর নিচে চাপা পড়ে তার অনিচ্ছায় কেউ মারা যায় তাহলে এই হত্যাকাণ্ড কাতলু মা উজরিয়া মাজরাল খাতা তথা ভুলবশত হত্যার অনুরূপ হত্যা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে ভুলবশত হত্যার বিধান কার্যকর হবে।

৩. কাতলে শিবহে আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ হত্যা

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কাতলে শিবহে আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ হত্যা হলো;

اَنْ يَّتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسَلاَحٍ وَلاَ مَاجَرٰى مَجْرَى السَّلاَحِ-

কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন জিনিস দ্বারা আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করা যা প্রকৃতপক্ষে কোন মারণাস্ত্র নয় বা মারণাস্ত্রের স্থলাভিষিক্তও নয়। অর্থাৎ মারণাস্ত্রের মত কার্যকরও নয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কাতলে শিবহে আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা হলো;

اَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا لاَيُقْتَلُ بِهٖ غَالِبًا -

সাধারণত যা দ্বারা হত্যা করা হয় না তা দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করে হত্যা করা।

এই দুটি সংজ্ঞার মাঝে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতটিই অগ্রগণ্য। সে মতেই ফাতওয়া দেওয়া হয়। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

সারকথা যে জিনিস প্রকৃতপক্ষে মারণাস্ত্র নয়, মারণাস্ত্রের মত কার্যকরও নয় যা মূলত হত্যা কিংবা এ ধরনের কাজের জন্য বানানো হয়নি এমন ধরনের কোন কিছু দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত বা প্রহার করার ফলে যদি সে লোকটি মারা যায় তাহলে শরীয়তের পরিভাষায় একে কাতলে শিবহে আমাদ বা হত্যার সাদৃশ হত্যা বলা হয়। যেমন কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বড় পাথর, কিংবা লাঠি বা এধরনের কোন কিছু দিয়ে জোরে আঘাত করার কারণে লোকটি মারা গেল। শরীয়তের পরিভাষায় একে কাতলে শিবহে আমাদ বলা হবে এবং এর বিধান কার্যকর হবে।

৪. কাত্‌ল বিস্‌ সাবাব বা কোন মাধ্যমে হত্যা

অন্যের যায়গায় কূপ খনন করলে, গর্ত খনন করলে বা বড় পাথর ইত্যাদি রাখলে যদি সেই কূপে বা গর্তে পতিত হয়ে কিংবা পাথরে আঘাত লেগে কেউ মারা যায়

www.pathagar.com

তাহলে এধরনের হত্যাকে কাত্‌ল বিস্‌ সাবাব বলে। উপরোক্ত চার প্রকার হত্যার সকল ক্ষেত্রেই দিয়াত বা হত্যার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

উপরোক্ত চার ধরনের হত্যার বিধান

কাতলে শিবহে আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যার হত্যাকারী গুনাহগার হয়। তবে এখানে কিসাস তথা হত্যার বদলে দিয়াত ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সে তার ওয়ারিস হবে না। এর কাফ্‌ফারা হচ্ছে, একটি মুমিন দাস অথবা দাসী আযাদ করা। যদি দাস বা দাসী না পাওয়া যায় বা মুমিন দাস-দাসী না পাওয়া যায় অথবা হত্যাকারী অর্থাভাবে দাসদাসী মুক্ত করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

এ ক্ষেত্রে হত্যাকারী হত্যার জন্য গুনাহগার হবে না। অর্থাৎ সে নরহত্যার পাপে অভিযুক্ত হবে না। বরং আঘাত বা প্রহার করার পাপে পাপী হবে। কারণ এক্ষেত্রে হত্যাকারী হত্যাকৃত লোকটিকে হত্যার ইচ্ছায় আঘাত বা প্রহার করেনি। তবে যদি সে তাকে হত্যার নিয়তেই আঘাত বা প্রহার করে থাকে, তাহলে সে খুনী বলে বিবেচিত হবে এবং হত্যার পাপে পাপী হবে। (শামী ১০ম খণ্ড, হিদায়া ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কাতলে খাতা তথা ভুলবশত হত্যা এবং এর অনুরূপ হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী তার অসতর্কতা, অসাবধানতার কারণে পাপী হবে এবং তার উপর কাফ্‌ফারা ও দিয়াত বর্তাবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০মখণ্ড)

হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হলে সে হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। (হিদায়া ৪র্থ, শামী ১০ম খণ্ড)

কাত্‌ল বিস সাবাবের বেলায় হত্যাকারী অন্যের মালিকানাধীন ভূমিতে তার অনুমতি ছাড়া গর্ত বা কূপ খননের কারণে গুনাহগার হবে। তবে তার উপর কোন কাফ্‌ফারা বর্তাবে না। কেবল দিয়াত বর্তাবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

কিন্তু এই ক্ষেত্রে হত্যাকারী হত্যাকৃতের উত্তরাধিকারী হবে, উত্তরাধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। (প্রাগুক্ত) যে সকল ক্ষেত্রে হত্যাকারী উত্তরাধিকারী প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে সে সব ক্ষেত্রে হত্যাকারী মুকাল্লাফ প্রাপ্তবয়স্ক হলেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

যদি সে মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য) না হয় যেমন নাবালিগ, পাগল তাহলে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। (শামী ১০ম খণ্ড)

www.pathagar.com

কি দিয়ে দিয়াত আদায় করতে হয়

দিয়াত কি দিয়ে আদায় করতে হবে এতে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উট, স্বর্ণ ও রৌপ্য এই তিন জিনিসের কোন একটি দ্বারা দিয়াত বা হত্যার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে উট, স্বর্ণ, রৌপ্য, গরু, ছাগল ও জোড়া কাপড় এই ছয় জিনিসের কোন একটি দ্বারা দিয়াত আদায় করতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

দিয়াতের পরিমাণ

পুরুষ ও মহিলার দিয়াত (রক্তপণ বা হত্যার ক্ষতিপূরণ)-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। হত্যাকৃত লোকটি পুরুষ হলে তার দিয়াত হবে নিম্নরূপ। পুরুষের দিয়াত উটের ক্ষেত্রে একশতটি। কাতলে শিবহে আমাদ ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যার দিয়াতের ক্ষেত্রে এই একশটি উটকে চারভাগে ভাগ করতে হবে। পঁচিশটি বিনতে মাখায (এক বছর পূর্ণ হয়ে ২য় বছরে পদার্পণ করেছে এমন উটনী), পঁচিশটি বিনতে লাবূন (দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছর পদার্পণ করেছে এমন উটনী), পঁচিশটি হিক্কা (তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে এমন উটনী), আর পচিশটি জিযআ (চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে এমন উটনী) এভাবে চার ধরনের উটনীর দ্বারা প্রদেয় দিয়াতে মুগাল্লাযা। (শামী ১০ম খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

কাতলে খাতার দিয়াতের ক্ষেত্রে এই একশটি উটকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হবে। আশিটি হবে উপরোক্ত চার প্রকারের। প্রত্যেক প্রকারের থেকে বিশটি বিশটি করে, অবশিষ্ট বিশটি হবে ইব্‌ন মাখায। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

স্বর্ণের ক্ষেত্রে একশ দীনার বা পৌনে উনিশ ভরি স্বর্ণ বা এর মূল্য। রৌপ্যের ক্ষেত্রে দশ হাজার দিরহাম ভরি রৌপ্য বা এর সমমূল্য। গরু দুইশটি। ছাগল দুবছর বয়সী দুই হাজারটি। জোড়া কাপড় দুইশত জোড়া। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

হত্যাকৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তার দিয়াত হবে পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

মুসলমান এবং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম সকলের দিয়াত সমান। ইসলামী রাষ্ট্রে ভিসা নিয়ে থাকা মুসতামিনের দিয়াতের বিষয়টি মতভেদ থাকলেও তার দিয়াত হবে মুসলিম ও যিম্মীর দিয়াতের সমান। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

www.pathagar.com

যার উপর দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব

পূর্বোক্ত সকল হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত আকেলা (অভিভাবক) থাকলে আকেলার উপর বর্তাবে। এই দিয়াতের অর্থ আকেলাকেই আদায় করতে হবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ খণ্ড)

কোন হত্যাকারীর আকেলা না থাকলে দিয়াত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আদায় করতে হবে। তবে এটা সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল বিদ্যমান। যদি ইসলামী রাষ্ট্র না থাকে বা ইসলামী রাষ্ট্র বায়তুল মাল না থাকে সেখানে দিয়াত হত্যাকারীর নিজের মাল থেকে প্রদান করতে হবে। (বাদায়েউস্ সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যে অবস্থায় হত্যাকারীর মাল দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব

কোন ক্ষেত্রে দিয়াত হত্যাকারীর আকেলার উপর আদায় করা ওয়াজিব এবং কোন ক্ষেত্রে হত্যাকারী নিজের মাল থেকে আদায় করা ওয়াজিব-এ সম্পর্কে মূলনীতি হচ্ছে, যে ক্ষেত্রে হত্যার কারণে শরীয়তের বিধানানুযায়ী প্রথমত দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব হয় অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে হত্যার মূল বিধানই দিয়াত ওয়াজিব হওয়া সে ক্ষেত্রে আকেলার উপর দিয়াত ওয়াজিব হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে হত্যার কারণে প্রথমে দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব হয় না সেক্ষেত্রে দিয়াতের বিধানটি মূল বিধান নয়। মূলত সেখানে হয়ত কোন বাধার কারণে বা নতুন করে সৃষ্ট কোন কারণে দিয়াত ওয়াজিব হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে দিয়াত হত্যাকারীর স্বীয় মাল থেকেই আদায় করা ওয়াজিব হবে।

যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় সেক্ষেত্রে যদি দিয়াত ওয়াজিব হয় তদ্রুপ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ের অভিভাবকরা কিসাসের পরিবর্তে দিয়াতের ব্যাপারে চুক্তি করে ফেলে বা পিতা স্বীয় পুত্রকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে বা কেউ নিজের ব্যাপারে কাতলে খাতা ভুলবশত হত্যার স্বীকারোক্তি করে। এ সকল ক্ষেত্রে দিয়াত হত্যাকারীর নিজের মাল থেকে আদায় করতে হবে। এছাড়াও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানানুযায়ী হত্যার কারণে দিয়াত ওয়াজিব হয় সে সকল ক্ষেত্রে হত্যাকারীর আকেলা ও বাইতুল মালের অবর্তমানে দিয়াত হত্যাকারীর নিজের মাল থেকেই আদায় করা ওয়াজিব। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ১০ম খণ্ড)

ইরশের ব্যাখ্যা

প্রাণহরণ ছাড়া অন্য যে কোন ভাবে কোন অঙ্গের কোন প্রকার যখম করা হলে বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করলে সে ক্ষেত্রে যে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ইরশ বলে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

www.pathagar.com

কোন কোন ক্ষেত্রে রূপক অর্থে প্রাণহরণের বিনিময়ে দেয় অর্থকেও ইরশ বলা হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো হুকুমতে আদলকেও ইরশ বলে। (শামী ১০ম খণ্ড) ইরশের নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরশের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়।

যখমের প্রকারভেদ ও ক্ষতিপূরণ

যখম বা ক্ষতকে মৌলিকভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক. শিজাজ (মাথা ও চেহারার যখম) দুই. জারাহা (মাথা ও চেহারা ব্যতীত শরীরের অন্যত্র যখম)।

শিজাজের অর্থ

আভিধানিকভাবে شج (শাজ্জা) ক্রিয়াপদের ক্রিয়ামূল الشجاج। (আশ শিজাজ) অর্থাৎ মাথা বা মুখমণ্ডলে যখম করা। (মুজামুল অসীত পৃ. ৪৭৩) ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিভাষায় শিজাজ বলতে মাথা ও মুখমণ্ডলের যখমকে বুঝায়। (শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

জারাহার ব্যাখ্যা

আভিধানিক অর্থে جرح ক্রিয়াপদের ক্রিয়ামূল الجراحة। (আল-জরাহা) অর্থ ক্ষত বা যখম করা। পরিভাষায় মাথা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের অন্যত্র সকল প্রকার যখম বা ক্ষতকে الجراحة। বলে।

শিজাজের প্রকারভেদ ও বিধান

শিজাজ সর্বমোট দশ বা এগার প্রাকার।

এক. আল হারিসাহ বা আল খারিসা ঃ মাথা বা মুখমণ্ডলে যখমের কারণে যদি চামড়া ফেটে যায় কিন্তু রক্ত দেখা না যায় কিংবা রক্ত বের না হয় তবে সেই যখম বা ক্ষতকে হারিসা বা খারিসা বা খাদিশা বলা হয়।

দুই. দামিআহ الدامعه। দামিআহ হচ্ছে যে যখম বা ক্ষতের কারণে এমনভাবে চামড়া বা ত্বক ফেটে যায় যে, রক্ত দেখা যায় কিন্তু প্রবাহিত হয় না।

তিন. দামিয়াহ الداميه। যে যখম ক্ষতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু তা গভীর নয় তাকে দামিয়াহ বলা হয়।

চার. আল বাদিআ الباضعه। যে যখমের কারণে ত্বক কিঞ্চিত দীর্ণ হয়েছে এবং অগভীর গোশ্‌ত কেটে গিয়েছে তাকে বাদিআ বলে।

পাঁচ. মুতালাহিমা المتلاحمه। মুতালাহিমা বলতে এমন সকল যখম বা ক্ষতকে বুঝায় যদ্দরুন দামিআর অধিক পরিমাণে গভীরভাবে গোশ্‌ত কেটে যায়।

www.pathagar.com

ছয়. আস সিমহাক السمحاق। সিমহাকের আভিধানিক অর্থ, কারোটির পাতলা আবরক ঝিল্লি বা পর্দা। এক্ষেত্রে সিমহাক বলতে বুঝায় যে ক্ষত বা যখম কারোটির আবরক ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

সাত. মূযিহা الموضحه। যে যখম বা ক্ষতের কারণে মাথার হাড্ডি বের হয়ে পড়ে।

আট. হাশিমা الهاشمه। যে যখমের দরুণ হাড্ডি ভেঙ্গে যায় তাকে হাশিমা বলা হয়।

নয়. মুনকিলাহ المنقله। যখমের কারণে হাড্ডি ভেঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে অর্থাৎ হাড্ডি তার যথাস্থান থেকে সরে গেলে তাকে মুনকিলাহ বলা হয়।

দশ. আল আমাহ্ الامه। মাথার যথম মাথার মগজের উপরের পাত্লা পর্দা বা আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তাকে আল আমাহ্ বলা হয়।

এগার. আল জায়িফাহ الجائفه। মগজের উপরের পাতলা পর্দা বা ঝিল্লি ভেদ করে মগজ পর্যন্ত যখম হলে তাকে জায়িফা বলে। (আল মাবসূত ২৬ তম খণ্ড, বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

শিজাজ তথা মাথা ও চেহারায় যখম-এর ক্ষতিপূরণ

প্রথমোক্ত ছয় প্রকার শিজাজ যথা হারিসাহ্, দামিআহ দামিয়াহ্, বাদিআ মুতালাহিমা, সিমহাক ইত্যাদি যদি ভুলবশত হয়ে থাকে তা হলে ক্ষতিপূরণ হবে হুকুমতে আদল। হুকূমতে আদলের অর্থ হলো এসব ক্ষতছাড়া একজন সুস্থ দাসদাসীর যে মূল্য হয় সে মূল্য এবং এসব যখমের কারণে সেই একই দাস দাসীর যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পায় এ উভয় প্রকার মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য হবে সেটিকেই গুকুমতে আদল হিসাবে গণ্য করা হবে।

মুযিহা তথা মাথার যখম যদি কারোটির আবরক ঝিল্লি কেটে বা ভেদ করে চলে যায় এবং তা ইচ্ছাকৃত হয় তাহলে কিসাসের বিধান বর্তাবে। ভুলবশত হলে দিয়াতের বিশ ভাগের একভাগ ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।

হাশিমা (যে যখমের ফলে হাড্ডি ভেঙ্গে যায়)-এর ক্ষেত্রে দিয়াতের দশভাগের একভাগ ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে।

মুনকিলা (যখমের কারণে হাড্ডি ভেঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে)-এর ক্ষেত্রে দিয়াতের বার ভাগের এক ভাগ ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে।

আমা (মাথার যথম মগজের উপরের পাত্লা আবরণ পর্দা পর্যন্ত পৌঁছেছে)-এর ক্ষেত্রে দিয়াতের তিনভাগের একভাগ ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে।

www.pathagar.com

জারাহার ক্ষতিপূরণ

জারাহা মাথা বা মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরের অন্য কোন স্থানের ক্ষতিপূরণ বিধান বিবেচনায় দুভাগে ভাগ করা হয়।

এক. জায়িফা-যে গভীর যখম পেট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বক্ষ, পিঠে, পেট, দুপার্শ্ব পিছনের রাস্তা, আণ্ডকোষদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, ঘাড় ইত্যাদির যখম এধরনের গভীর হতে পারে। সাধারণত হাত পা কণ্ঠনালীর যখম এধরনের হয় না।

দুই. সায়রুল জায়িফা—যে যখম বা ক্ষত পেট পর্যন্ত পৌঁছে না।

যায়িফা-পেট পর্যন্ত গভীর যখম নাফিযা না হলে এর ক্ষতিপূরণ দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ আর নাফিযা হলে দিয়াতের দুই তৃতীয়াংশ।

অন্যের নির্দেশে কাউকে হত্যা বা কোন প্রকার ক্ষতি করা হলে কিংবা কোন বালিগ প্রাপ্তবয়স্ক লোককে অপর কোন বালিগ লোককে হত্যা করার নির্দেশ দিলে আদিষ্ট লোকটি যদি তাকে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর উপর এর দিয়াত বর্তাবে। (ফাতাওয়া কাযীখান, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কোন বালিগ ব্যক্তি কোন নাবালিগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক) কে কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে যদি সে তাকে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারী বালকের আকিলা (অভিভাবক)-এর উপর এর দিয়াত ওয়াজিব হবে। (মাবসুত ২৬তম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কোন নাবালিগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক) অপর নাবালিগ কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে এবং সে তাকে হত্যা করলে হত্যাকারী বালকের অভিভাবকদের উপরই এর দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব হবে। (মাবসূত ২৬তম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে, আমার ভাইকে হত্যা কর এবং তার নির্দেশে আদিষ্ট ব্যক্তি তাকে হত্যা করে তাহলে এক্ষেত্রে যদি আদেশদাতা তার ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হয় তাহলে হত্যাকারীর কাছ থেকে দিয়াত নেয়া হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি কেউ কাউকে বলে, আমার ভাইয়ের মাথায় যখম কর এবং সে অনুযালী আদিষ্ট ব্যক্তি যখম করে যখমের পরও লোকটি বেঁচে থাকে তাহলে কোন প্রকার দিয়াত বা ইরশ বর্তাবে না। তবে লোকটি মারা গেলে হত্যাকারীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

শিশু কিংবা নাবালিগ কিংবা পাগলের অপরাধ এবং এর শাস্তির বিধান

শরীয়তের দৃষ্টিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন ছেলে অথবা মেয়ে যদি কাউকে এমনভাবে হত্যা করে যা শরীয়তের ব্যাখ্যানুসারে কাতলে আমাদ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যার আওতায় পরে তদুপরি বালক বালিকার এই হত্যা কাতলে খাতা তথা ভুলবশত হত্যার বিধানের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের এই হত্যাকে শরীয়তের বিধানে কাতলে খাতা ভুলক্রমে হত্যা হিসাবেই গণ্য করা হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কাতলে খাতার বিধানই কার্যকর হবে। এরূপ হত্যার দণ্ড বা শাস্তি স্বরূপ হত্যাকারী বালকের আকেলার (অভিভাবকের) উপর দিয়াত প্রদান করা আবশ্যক হবে। তাদের উপর কোন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না এবং তারা মীরাস ও উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে না। পাগলের হত্যার বিষয়টিও অনুরূপ। (শামী ১০ম খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

এখানে মাতালের বিষয়টিও আলোচনা করা প্রাষঙ্গিক হবে। মুবাহ্ বস্তু পানাহারের ফলে মাতাল হলে এবং এই মাতাল অবস্থায় হত্যাকাণ্ড ঘটালে এর বিধান নাবালিগ ও পাগলের বিধানের অনুরূপ। তার হত্যাকে কাতলে খাতা বলে গণ্য করা হবে এবং তার আকেলার (অভিভাবকের) উপর দিয়াত আবশ্যক হবে। কিন্তু হারাম নেশাজাতীয় পানাহারের ফলে মাতাল হলে সে ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। বরং সে ক্ষেত্রে তার সংঘটিত হত্যাকাণ্ডটি কাতলে আমাদ বলে গণ্য হবে এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান প্রযোজ্য হবে। (শামী ১০ খণ্ড)

গর্ভস্থিত সন্তান নষ্ট করার শাস্তি

গর্ভস্থিত সন্তান দুই ধরনের হতে পারে।

এক. আযাদ অর্থাৎ গর্ভস্থিত ভ্রুনের পিতা মাতা আযাদ হওয়ার সুবাদে সেও আযাদ। আথবা মা দাসী কিন্তু আযাদ মালিক থেকে সন্তান ধারণ করেছে।

দুই. দাস-দাসী। উভয় ধরনের গর্ভস্থ্ ভ্রুনকে নষ্ট করা আবার দু'রকমের হতে পারে।

এক. ভ্রুনটিকে এমনভাবে নষ্ট করা যার ফলে সে মায়ের উদর হতে মৃত অবস্থায় পতিত হয়।

দুই. এমনভাবে নষ্ট করা যদ্দরুন তা মায়ের উদর থেকে জীবিত অবস্থায় পতিত হয়। গর্ভস্থ্ সন্তান, ভ্রুন আযাদ হলে এবং মায়ের উদরে তার শরীরের কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার পর তাকে নষ্ট করার ফলে মৃত অবস্থায় উদর থেকে পতিত হলে এক্ষেত্রে একটি গুররা (দাস দাসী) ওয়াজিব হবে এবং হত্যাকারীর আকেলার উপর বর্তাবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

গর্ভস্থ্ সন্তান নষ্ট করার অর্থ হলো মায়ের উপর কোন প্রকার আঘাত, ঔষধ প্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ে সন্তানকে হত্যা করা যায় ফলে ভ্রুন মায়ের উদর থেকে মৃত অবস্থায় বেরিয়ে আসে বা উদরে মারা যার এবং পরে তাকে মৃত অবস্থায় বের করতে হয়। আর গুররা বলতে এখানে একটি দাস-দাসী বা ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড)

www.pathagar.com

মূল্যমানের দিক থেকে গোররা হচ্ছে পুরুষের দিয়াতের বিশভাগের একভাগ এবং মহিলার দিয়াতের দশভাগের একভাগ। পাঁচ শত দিরহাম। একশত ভরি রৌপ্য বা তার মূল্য। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

যেহেতু পুরুষের দিয়াতের বিশভাগের একভাগ এবং মহিলার দিয়াতের দশ ভাগের এক ভাগের সমান ১৩১ ভরি রৌপ্য সেহেতু ভ্রুন ছেলে হোক, মেয়ে হোক উভয় অবস্থায়ই তার দিয়াতের পরিমাণ সমান। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

এই রক্তপণ সর্বোচ্চ একবছর সময়কালের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। (শামী ১০ম খণ্ড)

দুই. গর্ভস্থ সন্তান, ভ্রুন মায়ের উদর থেকে জীবিত অবস্থায় বের হওয়ার পর মারা গেলে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং এর সাথে কাফ্ফারাও বর্তাবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অন্তসত্তা মহিলাকে কোন প্রকার আঘাতের কারণে প্রথমে তার গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় তার উদর থেকে পতিত হলে এবং পরে সে নিজেও মারা গেলে সে ক্ষেত্রে মাকে হত্যার কারণে একটি দিয়াত এবং ভ্রুন নষ্ট বা হত্যা করার কারণে একটি গোররা ওয়াজিব হবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

অন্তসত্তাকে কোন প্রকার আঘাতের কারণে সে মারা গেল এবং গর্ভস্থ সন্তান জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসার পর মারা গেলে অন্তসত্তা মাকে হত্যার কারণে একটি দিয়াত এবং গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যার কারণে আরেকটি দিয়াত মোট দুটি দিয়াত আবশ্যক হবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড, বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি প্রথমে মা মারা যায় এবং মা মারা যাওয়ার কারণে গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় বের হয় বা বের করা হয় তাহলে কেবল মাকে হত্যার কারণে একটি দিয়াত আবশ্যক হবে। গর্ভস্থ সন্তানের অনুকূলে কোন গোররা বা অন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। (শামী ১০ম খণ্ড)

গর্ভস্থ সন্তান দুটি হলে এবং উভয়টি মৃত অবস্থায় পতিত হলে দুটি গোররা ওয়াজিব হবে। আর উভয়টি জীবিত পতিত হওয়ার পর মারা গেলে দুটি দিয়াত ওয়াজিব হবে। একটি জীবিত ও অপরটি মৃত পতিত হওয়ার পর জীবিতটিও মারা গেলে একটি গোররা ও একটি দিয়াত আবশ্যক হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অন্তসত্তাকে আঘাতের ফলে প্রথমে সে মারা গেলে এবং পরে তার উদর থেকে দুটি সন্তান মৃত পতিত হলে বা বের করা হলে শুধু মাকে হত্যার কারণে একটি রক্তপণ আবশ্যক হবে। কিন্তু ভ্রুনদ্বয়ের অনুকূলে কোন কিছু বর্তাবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড)

www.pathagar.com

দেয়াল ধসে কেউ নিহত কিংবা আহত হলে

মুসলমান জনসাধারণের চলাচল পথে বা বিশেষ কোন রাস্তার পার্শ্ববর্তী কারো কোন দেয়াল যদি এমনভাবে সেই রাস্তার দিকে ঝুঁকে পড়ে যে, যে কোন সময় তা ধসে পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে যে কোন আযাদ মুকাতাব মুসলিম ও অমুসলিম যার সে পথে চলাচলের অধিকার রয়েছে সে এই দেয়ালের মালিককে বা দেয়ালটি যার অধিকারে রয়েছে তার কাছে দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলার বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবেদন জানাবে। তাকে বলবে যে, আপনার দেয়ালটি ঝুঁকে পড়ায় যে কোন সময় তা ধসে গিয়ে মানুষ বা কোন প্রাণীর প্রাণহানি ঘটতে পারে কিংবা যে কোন সময় কারও আহত হওয়া বা কারো সম্পদের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। সুতরাং আপনি দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলুন বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এ আবেদন করার পর দেয়ালের মালিক দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সময় সুযোগ পেয়েও তা না করলে যদি পরে দেয়ালটি ধসে কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রানীর প্রাণহানি হয়, আহত হয় বা কারো সম্পদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হয় সাধিত হয় তাহলে দেয়ালের মালিক এর জন্য দায়ী হবে। মানুষ মারা গেলে দিয়াত অন্য কোন ক্ষতি সাধিত হলে সেই ক্ষতিপূরণ মালিককেই প্রদান করতে হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

পশু কাউকে আঘাত করলে এর ক্ষতিপূরণ

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হলো রাস্তায় চলাচল করা সকলের জন্যই মুবাহ। সকলেই সরকারি রাস্তায় চলাচল করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি শর্ত রয়েছে। তা হচ্ছে, এই চলাচলে যেন কারো দ্বারা কারো কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। (মাবসূত ২৬ তম খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

পশু কাউকে আঘাত করলে এটির তিন অবস্থা হতে পারে;

এক. পশুর মালিকের মালিকানাধীন স্থান থেকে কোন প্রকার ক্ষতি করা।

দুই. অন্যের মালিকানাধীন স্থানে থাকা অবস্থায় ক্ষতি করা।

তিন. মুসলমান জন সাধারণের চলাচলের রাস্তায় থাকা অবস্থায় ক্ষতি করা।

যদি পশু স্বীয় মালিকের মালিকানাধীন জায়গায় থাকা আবস্থায় কাউকে কোন প্রকার আঘাত করে এবং এ সময় পশুর মালিক পশুটির সঙ্গে না থাকে তবে তাকে এর কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি পশুর মালিক পশুর সাথে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে মালিক পশুটিকে টেনে অথবা হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পশুটি দ্বারা কারো কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হলে

www.pathagar.com

মালিককে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পশুর মালিক পশুর উপর আরোহী থাকা অবস্থায় পশুটি চলতে চলতে কারো কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করলে যদি সামনের কিংবা পিছনের পদযুগলে দলনের মাধ্যমে ক্ষতি করে থাকে তাহলে মালিককে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পশুর পদপিষ্ট হয়ে কেউ মারা গেলে দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং সে নিহতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এই দিয়াত আকেলা-এর উপর বর্তাবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

যদি পশুটি স্বীয় মুখের অগ্রভাগের দাঁত দিয়ে কেটে, সম্মুখ বা পশ্চাতের পদযুগলে লাথি মেরে বা লেজ দিয়ে বাড়ি দিয়ে কারো কোন ক্ষতি করে তাহলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

পশু অন্যের মালিকানায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে ক্ষতি করলে এবং পশুর মালিক নিজে পশুটিকে অন্যের মালিকানায় প্রবেশ না করালে বরং পশুটি নিজে প্রবেশ করলে এ অবস্থায় পশু কারো কোন প্রকার ক্ষতি করলে মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু পশুর মালিক নিজেই পশুটিকে অন্যের মালিকানার প্রবেশ করালে সকল ধরনের ক্ষতিপূরণ মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

পশু জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় কারো কোন প্রকার ক্ষতি করলে এক্ষেত্রে পশুটিকে যদি মালিক রাস্তায় দড়ি দিয়ে বেঁধে দাড় করিয়ে রাখে তাহলে দড়িতে বাঁধা অবস্থায় পশু যত ধরনের ক্ষতি সাধন করবে মালিককে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

যদি মালিক পশুটিকে জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় বেঁধে রাখে কিন্তু পরে পশুটি দড়ি ছিড়ে ছুটে যায় এবং মালিক তাকে যেখানে বেঁধে রেখেছিল সেখান থেকে সরে অন্যত্র গিয়ে কারো কোন ক্ষতি সাধন করে তাহলে মালিকের উপর এর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

সরকারীভাবে গরু ছাগল বা এধরনের পশু রাখার অনুমোদিত কোন নির্ধারিত স্থান থাকলে যেমন গরু ছাগলের বাজার, চরণ ভূমি ইত্যাদি যেখানে গরু ছাগল বা অন্য পশু রাখলে যদি পশুটি কারো কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে তাহলে মালিকের উপর এর জন্য ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। (শামী ১০ম খণ্ড)

পশুর কোন ক্ষতি করা হলে তার ক্ষতিপূরণ

হাস, মুরগী, কবুতর, ছাগল, বিড়াল, কুকুর এজাতীয় পশুপাখীর কোন এক চোখ উপড়ে ফেললে বা কোন কিছু দ্বারা নষ্ট করে ফেললে এর ক্ষতিপূরণ হচ্ছে চোখটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এক চোখের দৃষ্টি শক্তির অভাবে পশুটির যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পায়

www.pathagar.com

সেই পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি ছাগল যার চোখ ঠিক আছে তার বাজার মূল্য দুই হাজার টাকা। কিন্তু একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার মূল্যে কমে গিয়ে আঠারশত টাকায় দাড়াল তাহলে এখানে দেখা গেল যে, একটি চোখের অভাবে ছাগলটির মূল্য দুইশত টাকা কমে গেছে। সুতারং চোখ নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ এই দুইশত টাকা ধার্য হবে।

এসব প্রাণীর উভয় চোখ নষ্ট করলে সে ক্ষেত্রে পশু পাখীর মালিককে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের মাঝে ইখতিয়ার দেয়া হবে। সে এর যে কোন একটা অবলম্বন করতে পারবে।

এক. হয়ত সে ঐ পশুটি তাকেই দিয়ে দিবে যে এর চোখদ্বয় নষ্ট করেছে এবং তার কাছ থেকে এর মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিয়ে নিবে। অথবা প্রাণীটি নিজে রাখবে এবং দুচোখ নষ্ট হওয়ায় তার যেই পরিমাণ অর্থ ক্ষতি হয়েছে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কসাইয়ের গরু, উট, মহিষ, গাধা, খচ্চর, ঘোড়া ইত্যাদি এক চোখ নষ্ট করলে এর ক্ষতিপূরণ হলো, তার মূল্যের এক চতুর্থাংশ। যেমন একটি গরুর মূল্য যদি দশ হাজার টাকা হয় তাহলে তার একটি চোখ নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ হবে আড়াই হাজার টাকা। এভাবেই অন্য সব প্রাণীর ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে। এসব প্রাণীর উভয় চোখ নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ কারো কারো মতে ছাগল ইত্যাদির উভয় চোখ নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ অনুরূপ। অর্থাৎ মালিকের পূর্বোক্ত দুই বিষয়ের কোন একটির ইখতিয়ার থাকবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, অর্ধেক মূল্যই ক্ষতিপূরণ হবে। প্রথমোক্ত মতটি অগ্রগণ্য। (শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কোন পশুর সামনের বা পিছনের কোন পা কেটে ফেললে অথবা পশুটির উপর এমনভাবে আঘাত করা হয় যে, পশুটি লেংড়া হয়ে গিয়েছে, পায়ে চলতে পারে না অর্থাৎ পায়ের কার্যকারিতা লোপ পায় তাহলে এক্ষেত্রে যদি পশুটি এমন হয় যার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল তাহলে পশুর মালিককে দুটি বিষয়ের ইখতিয়ার দেওয়া হবে। সে চাইলে পশুটি নিয়ে নিতে পারবে এবং পা ভেঙ্গে ফেলা বা কেটে ফেলায় যে ক্ষতি হলো এর ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে অথবা যে পশুটির পা কাটল বা ভেঙ্গে ফেললো তাকে পশুটি দিয়ে দিবে এবং তার কাছ থেকে এর মূল্য নিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে পশুটি যদি এমন হয় যার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল নয়, তাহলে মালিক তার কাছ থেকে পশুটির মূল্য নিয়ে নিবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

কোন পশুর কান অথবা লেজ কাটলে এ কারণে তার যতটুকু মূল্য হ্রাস পাবে সে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (শামী ১০ম খণ্ড)

www.pathagar.com

ষাঁড় গাধা ইত্যাদির জিহবা কাটার ক্ষতিপূরণের বিষয়ে দ্বিমত থাকলে ও কারো মতে এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিধান কার্যকর হবে। আবার কারো মতে এক্ষেত্রে পূর্ণমূল্য জরিমানা দিতে হবে। (প্রাগুক্ত)

নিজের বাগানে বা ক্ষেত খামারে অন্যের কোন পশু পাওয়া গেলে এবং পশুটি ক্ষেতের বা বাগানের ক্ষতি করে থাকলে এ কারণে যদি মালিক পশুটি আটক করে রাখে এবং এ অবস্থায় তা মারা যায় তাহলে বাগান বা ক্ষেতের মালিককে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি কারো ঘরে কোন পশু প্রবেশ করার পর বাড়ির মালিক সেটিকে বের করে দেয় এবং বের করে দেওয়ার পর তা কোন কারণে মারা যায় তাহলে বাড়ির মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। (শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কাসামার ব্যাখ্যা

আভিধানিক ভাবে কাসামা ও কাসাম শব্দ দুটির অর্থ কসম করা, শপথ করা। এটি আকসামা ক্রিয়াপদের ক্রিয়ামূল। (আন নিহায়া ইবনুল আসীর ৪র্থ খণ্ড) অনেকে একে আকসামা ক্রিয়াপদ থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়ামূল বলেও বিশ্লেষণ করেছেন। (শামী ১০ম খণ্ড বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কাসামার শরয়ী সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী (র) বলেন;

هِيَ الْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى بِسَبَبٍ مَخْصُوْصٍ وَعَدَدٍ مَخْصُوْصٍ وَعَلٰى شَخْصٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ.

বিশেষ কারণে কোন মহল্লায় বা কারো মালিকানাধীন জায়গায় কোন নিহত লোক পাওয়া গেলে এবং কেউ হত্যার দায় দায়িত্ব স্বীকার না করলে বা হত্যাকারীকে সনাক্ত করা না গেলে বিশেষ বিশেষ সংখ্যক (পঞ্চাশ) লোকদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে শপথ নেওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

আল কাফী কিতাবে কাসামার শরয়ী সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে;

هِيَ الْاَيْمَانُ تُقْسَمُ عَلٰى اَهْلِ الْمَحَلَّةِ الَّذِيْنَ وُجِدَ الْقَتِيْلُ فِيْهِمْ

যে এলাকা বা মহল্লায় কোন নিহতের লাশ পাওয়া যায় (এবং হত্যাকারী সম্পর্কে জানা না যায়, কেউ হত্যার দায়িত্ব স্বীকার না করে) সে মহল্লাবাসীকে এ ব্যাপারে যে শপথ করানো হয় শরীয়তের পরিভাষায় এই শপথকেই কাসামা বলে। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

www.pathagar.com

সারকথা কোন মহল্লায় কাউকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারীকে সনাক্ত করা না গেলে এবং কেউ হত্যার দায়-দায়িত্ব স্বীকার না করলে, তখন সেই মহল্লাবাসীদের পঞ্চাশ জনকে এ ব্যাপারে শপথ করাতে হবে। এই শপথকে শরীয়তের পরিভাষায় কাসামা বলা হয়।

কাসামার বিধান

একাধিক হাদীসে কাসামার বর্ণনা রয়েছে। এ সকল হাদীসের ভিত্তিতেই ইসলামী শরীয়তে কাসামার বিধান নির্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উদ্বৃত হলো;

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا اِلٰى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا وَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلاً وَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وُجِدَ فِيْهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوْا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوْا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ انْطَلَقْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَتِيْلاً فَقَالَ اَلْكِبْرُ الْكِبْرُ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوْا مَا لَنَا بَيِّنَةُ قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ قَالُوْا لاَ نَرْضٰى بِاَيْمَانِ الْيَهُوْدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ .

সাহল ইব্‌ন আবী হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তার গোত্রের কিছু লোক খায়বার গিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লেন। পরে তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন। যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদের তারা বললেন, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার হত্যাকারী সম্পর্কেও আমরা জানি না। এরপর তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা আমাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। অতপর নবী করীম (সা) বললেন তোমাদের হত্যাকরীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বললেন, আমাদের কাছে তো কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাহলে তারা কসম করবে। তারা বললেন, ইয়াহুদীদের কসমে আমাদের আস্থা নেই। এ নিহতের রক্ত বৃথা যাক এটা রাসূল (সা) চাইলেন না। তাই সাদকার একশ উট তার দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করলেন। (বুখারী-কিতাবুদ দিয়াত বাবুল কাসাম)

www.pathagar.com

জেলখানায় কাউকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে কারো উপর কাসামা বর্তাবে না। সরকার সরকারি কোষাগার থেকে দিয়াত প্রদান করবে। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

নিহতের গোটা দেহ বা দেহের ছিন্ন ভিন্ন অংশ বা অধিকাংশ বা মাথাসহ অর্ধেক দেহ একসাথে এক জায়গায় পাওয়া গেলে, তখনই কেবল কাসামাহ অবধারিত হতে পারে। অন্যথায় নয়। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

যেখানে নিহতের লাশ পাওয়া যাবে সেখানকার অধিবাসী ছাড়া অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে বলে ওলী অভিযোগ করলে কেবল তার অভিযোগের কারণে যেখানে নিহতের শবদেহ পাওয়া গেল সেখানকার লোকদের উপর কাসামা আবশ্যক হবে না। (শামী ১০ খণ্ড)

যে হত্যার দায়িত্ব কেউ স্বীকার করে না সে ক্ষেত্রে করণীয়

কোন মহল্লায় জনবসতিতে কোন আযাদ লোককে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তার গায়ে কোন ধরনের হত্যার আলামত পাওয়া গেলে-যার দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ তাকে হত্যা করেছে, কিন্তু কে বা কারা হত্যা করেছে তা জানা না গেলে এবং নিহতের ওলী যদি দাবি করে যে, এই মহল্লার লোকেরা সকলে বা মুষ্টিমেয় কিছু লোক তাকে ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত কোনভাবে হত্যা করেছে এবং মহল্লাবাসী তা অস্বীকার কিংবা অভিযোগটি মিথ্যা বলে দাবি করে তবে সেই মহল্লা বা জনবসতির পঞ্চাশ জন লোককে এমর্মে শপথ করানো হবে যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে তাকে হত্যা করেছে তাও জানি না। অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমি তাকে নিজেও হত্যা করিনি এবং কে তাকে হত্যা করেছে তাও জানি না। যদি মহল্লায় পঞ্চাশের অধিক লোক থাকে বা সন্দিগ্ধ লোক যদি পঞ্চাশের অধিক হয় তাহলে এদের মাঝ থেকে পঞ্চাশ জনকে কসমের জন্য বাছাই বা নির্ধারণ করাটা ওলীর উপর ন্যস্ত হবে। সে যে কোন পঞ্চাশ জনকে কসমের জন্য বাছাই বা নির্বাচন করে দিবে। পক্ষান্তরে যদি মহল্লাবাসী লোকের সংখ্যা পঞ্চাশের কম হয় তাহলে তাদের কাউকে একাধিকবার কসম করিয়ে হলেও কসমের সংখ্যা পঞ্চাশ পূর্ণ করা হবে। যদি তারা কসম করে তাহলে দিয়াত অবধারিত হবে এবং এই দিয়াত মহল্লাবাসী ও তাদের অভিভাবকদের উপর বর্তাবে। তারা তা অনুর্ধ তিন বছর সময়কালে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। (আল মাবসূত ২৬তম খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড, আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড)

যদি তারা সকলেই কসম করতে অস্বীকার বা কেউ কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাদের বন্দী করে রাখা হবে। কসম বা হত্যার স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হবে না। (আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড, হিদায়া ৪র্থ খণ্ড)

www.pathagar.com

নিহতের শরীরে হত্যার এমন কোন আলামত যা দ্বারা বুঝা যায় যে কেউ তাকে হত্যা করেছে এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়-পাওয়া না গেলে কাসামা হবে না। (হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

নাবালিগ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, পাগল, মহিলা, দাস-দাসীর উপর কাসামা আবশ্যক হয় না। (হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০খণ্ড)

কারো বাড়িতে কোন নিহতকে পাওয়া গেলে এবং বাড়িওয়ালা তাকে হত্যা করেছে বলে নিহতের ওলী অভিযোগ বা দাবি করলে বাড়িওয়ালার উপর কাসামা আবশ্যক হবে। সুতরাং তার আকিলাকে দিয়াত বহন করতে হবে।

কোন গাড়ি, পরিবহন, নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ ইত্যাদিতে কাউকে নিহত পাওয়া গেলে সেই পরিবহনে যে বা যারা থাকবে তাদের উপর কাসামা আবশ্যক হবে এবং তাদের অকিলা-এর উপর দিয়াত বর্তাবে। (হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, শামী ১০ম খণ্ড)

ইফাবা-২০০৫-২০০৬/প্র/৯৬৪৯(উ)-৫২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মাসআলা-মাসায়েল সংক্রান্ত কয়েকটি বই

- রোযার মাসআলা-মাসায়েল
- কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- জিহাদ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- শির্‌ক-কুফর-বিদ'আত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- নামাযের মাসআলা-মাসায়েল
- ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- জানাযা ও দাফন-কাফনের মাসআলা-মাসায়েল
- বিবাহ্‌ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
- হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল
- যাকাত ও সাদাকার মাসআলা-মাসায়েল
- বিচার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ